CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৭ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

CMYK

JAGARAN ■ 16 October, 2020 ■ আগরতলা, ১৬ অক্টোবর ২০২০ ইং ■ ২৯ আশ্বিন, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, শুক্রবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

২৪ ঘন্টায় দেশে করোনায় মৃত্যু ৬৮০

নয়াদিল্লি, ১৫ অক্টোবর (হি.স.)।। কোভিড-১৯ ভাইরাসের প্রকোপে ভারতে মৃত্যু-মিছিল থামছেই না। আক্রান্তের সংখ্যাও প্রতিদিনই লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে। বাড়তে বাড়তে ভারতে ৭৩-লক্ষ ছাড়িয়ে গেল করোনা-সংক্রমণ। বৃহস্পতিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ৭৩,০৭,০৯৮-এ পৌঁছে গেল। ভারতে বিগত ২৪ ঘন্টায় নতুন করে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে ৬৮০ জনের মৃত্যু হয়েছে। শেষ ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে সংক্রমিত হয়েছেন ৬৭,৭০৮ জন। এযাবৎ ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ১,১১,২৬৬ জন। ভারতে এখনও পর্যন্ত করোনা-মুক্ত হয়েছেন ৬৩,৮৩,৪৪২ জন। বৃহস্পতিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে সক্রিয় করোনা রোগীর সংখ্যা ৮ লক্ষ ১২ হাজার ৩৯০।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক বুলেটিনে জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার সকাল আটটা পর্যন্ত মৃত ১,১১,২৬৬ জনের মধ্যে আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে ৫৫ জনের মৃত্যু হয়েছে, অন্ধ্রপ্রদেশে ৬,৩১৯ জনের মৃত্যু হয়েছে, অরুণাচল প্রদেশে ২৯ জন, অসমে ৮৩৪ জন, বিহারে ৯৬৭ জনের, চন্ডীগড়ে ১৯৯ জন, ছত্তিশগড়ে ১৩৩৯ জন, দাদর ও নগর হাভেলি এবং দমন ও দিউতে দু'জনের মৃত্যু হয়েছে, দিল্লিতে মৃত্যু হয়েছে ৫,৮৯৮ জনের, গোয়া ৫১৯ জন, গুজরাটে ৩,৫৯৫ জনের, হরিয়ানায় ১,৬১৪ জনের, হিমাচল প্রদেশে ২৫৫ জনের, জম্মু-কাশ্মীরে ১,৩৫২ জনের, ঝাড়খণ্ডে ৮১১ জনের, কর্ণাটকে ১০,১৯৮ জন প্রাণ হারিয়েছেন, কেরলে ১,০৬৬ জন, লাদাখে ৬৪ জন, মধ্যপ্রদেশে ২,৬৮৬ জন, মহারাষ্ট্রে ৪০,৮৫৯ জনের মৃত্যু হয়েছে, মণিপুরে ১০৩ জন, মেঘালয়ে ৭০ জন, নাগাল্যান্ডে ২২ জন, ওড়িশায় ১,০৬২ জনের, পুদুচেরিতে ৫৬৮ জন, পঞ্জাবে ৩,৯২৫ জন, রাজস্থানে ১,৬৯৪ জনের, সিকিমে ৫৯ জন, তামিলনাড়ুতে ১,০৪,২৩ জন, তেলেঙ্গানায় ১,২৪৯ জন, ত্রিপুরায় ৩১৯ জন, উত্তরাখণ্ডে ৭৯৬ জন, উত্তর প্রদেশে ৬,৫০৭ জন এবং পশ্চিমবঙ্গে ৫,৮০৮ জন প্রাণ হারিয়েছেন। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক বুলেটিনে জানিয়েছে, ভারতে এই মুহূর্তে মৃত্যু হয়েছে ১.৫২ শতাংশ মানুষের, সুস্থ হয়েছেন ৮৭.৩৬ শতাংশ মানুষ এবং চিকিৎসাধীন ১১.১২ শতাংশ মানুষ।

দ্রুততার সঙ্গে বাড়তে বাড়তে ভারতে ৯.১২ কোটির গণ্ডি ছাড়িয়ে গেল করোনা-পরীক্ষা। বৃহস্পতিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে করোনা-টেস্টের সংখ্যা ৯,১২,২৬,৩০৫-এ পৌঁছে গেল। ভারতে বিগত ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে এলেন জামুয়াল, আজ বৈঠক বিজেপি বিধায়কদের সাথে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ অক্টোবর।। বিজেপির উত্তর পূবাঞ্চলের সাগঠনিক সম্পাদক অজয় জামুয়াল দুই দিনের সফরে বৃহস্পতিবার রাজ্যে এসেছেন। তিনি এদিন দলীয় কার্যালয়ে নেতৃত্বদের সাথে বৈঠক করেছেন। পার্টির সাংগঠনিক বিষয় নিয়ে বৈঠকে আলোচনা হয়েছে। আগামীকাল তিনি দলীয় বিধায়কদের সাথে বৈঠক করবেন বলে জানা গিয়েছে।

এদিকে, বিজেপির সহসভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য্য জানিয়েছেন, দল প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করছে রাজ্যে। মূলত, রাজ্যে বিজেপি সাংগঠনিক শক্তি কিভাবে বৃদ্ধি করা যায় তার জন্য মন্ডল থেকে শুরু করে রাজ্যে কমিটির স্তরে প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হবে। সাংসদ প্রতীমা ভৌমিক জানিয়েছেন, এদিন বিজেপির সাংগঠনিক বৈঠক হয়েছে দলের নেতৃত্বদের নিয়ে অজয় জামুয়ালের পৌরহিত্যে। এদিনের বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন, বিজেপির রাজ্য সভাপতি ডা. মানিক সাহা, সহ সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য্য, সাধারণ সম্পাদক টিংকু রায়, বিধায়ক রামপদ জামাতিয়া, সাধারণ সম্পাদিকা পাপিয়া দত্ত প্রমুখরা। তাছাড়া, এদিন দলের কোর কমিটির সদস্য তথা মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব, উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা, সাংসদ প্রতীমা ভৌমিক, সহসভাপতি রাজীব ভৌমিকের সাথে পৃথক বৈঠক করেছেন অজয় জামুয়াল।

অ্যান্টিবডি টেস্ট শুরু তিনটি ধাপে প্রাপ্ত রিপোর্ট অধ্যায়ন করবে রাজ্য সরকার

আগরতলা, ১৫ অক্টোবর (হি.স.)।। করোনা মোকাবিলায় ত্রিপুরায় মানুষের দেহে প্রতিরোধ ক্ষমতা জানার লক্ষ্যে অ্যান্টিবডি টেস্ট শুরু হয়েছে। মূলত করোনা-র সাথে লড়াই করার ক্ষমতা কতটা রয়েছে, জানতে চাইছে রাজ্য সরকার। তিনটি ধাপে এই অ্যান্টিবডি টেস্ট করা হবে। প্রথম ধাপে আজ (বৃহস্পতিবার) থেকে তিন দিন সারা রাজ্য থেকে রক্তের নমুনা সংগ্রহ করে এই পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

এ-বিষয়ে স্টেট কোভিড ইনচার্জ ডা. দ্বীপকুমার দেববর্মা বলেন, নির্দিষ্ট ফর্মুলায় অ্যান্টিবডি টেস্টের তিনটি স্তর নির্ণয় করা হয়েছে। তাতে সাধারণ নাগরিক, সামনের সারির যোদ্ধা এবং করোনায় আক্রান্ত হয়ে ২৮ দিন যাঁরা অতিক্রান্ত করেছেন তাঁদের বাছাই করে অ্যান্টিবডি টেস্ট করা হবে। তাঁর কথায়, প্রথম ধাপে সারা ত্রিপুরায় ৩০টি ক্লাস্টারে ১৬০ জন করে ৪,৮০০ জনের রক্তের নমুনা সংগ্রহ করা হবে। এজিএমসি-তে এ সমস্ত নমুনার পরীক্ষা করে মানবদেহে অ্যান্টিবডির পরিমাণ মাপা হবে।

তিনি জানান, ২০১১ জনগণনা মোতাবেক নির্দিষ্ট ফর্মুলা মেনে তিনটি স্তর নির্ণয় করা হয়েছে। সারা ত্রিপুরায় তার ভিত্তিতেই প্রথম ধাপে ৩০টি ক্লাস্টার বাছাই করা হয়েছে। তাঁর দাবি, নমুনা সংগ্রহেও নির্দিষ্ট পদ্ধতি মানা হচ্ছে। এ-ক্ষেত্রে ১৫ থেকে ১৭ অক্টোবর প্রতি ক্লাস্টারে করোনায় আক্রান্ত হননি এমন ১৬০ জন করে ৪,৮০০ জনের রক্তের নমুনা সংগ্রহ করা হবে। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বৃহস্পতিবার আইপিএফটির ডাকা এডিসি এলাকা বন্ধ চলাকালে সমর্থকদের পিকেটিং। ছবি নিজস্ব।

দিল্লীতে জীতেন্দ্র সিং ও বিজয়ন্তের সাথে সাক্ষাৎ আইপিএফটির প্রতিনিধিদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ অক্টোবর।। বিজেপির জোট শরিক আইপিএফটি'র প্রতিনিধি দল দিল্লিতে প্রধানমন্ত্রী দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী তথা ডোনার মন্ত্রি জিতেন্দ্র সিং এবং বিজেপির সর্বভারতীয় সহসভাপতি বিজয়ন্ত জয় পান্ডা এর সাথে সাক্ষাত করেছেন। সাক্ষাতকালে আইপিএফটি'র তরফ থেকে একটি দাবি সনদ উভয়ের হাতেই তুলে দেওয়া হয়।

আইপিএফটি'র সাধারণ সম্পাদক তথা বনমন্ত্রী মেবার কুমার জমাতিয়া জানিয়েছেন, জীতেন্দ্র সিং এবং বিজয়ন্ত জয় পান্ডা এর সাথে পৃথক বৈঠক অত্যন্ত ফলপ্রশু হয়েছে। আইপিএফটি'র তরফ থেকে দাবিগুলির যৌক্তিকতা তাদের কাছে তুলে ধরা হয়েছে। এবং আইপিএফটি মনে করে তাদের দাবি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

শাসক জোট শরিক আইপিএফটির ২৪ ঘণ্টা এডিসি বন্‌ধে মিশ্র সাড়া

নিজস্ব প্রতিনিধি,আগরতলা/শান্তিরবাজার/চড়িলাম/ গন্ডাছড়া/ তেলিয়ামুড়া, ১৫ অক্টোবর।। ত্রিপুরায় শাসক জোট শরিক আইপিএফটি-র ডাকে ২৪ ঘন্টার এডিসি বনধ-এ মিশ্র সাড়া পড়েছে। শান্তিপূর্ণভাবেই বনধ পালিত হয়েছে। একটি বাস ভাঙচুর এবং দোকানে লুটপাটের অভিযোগ উঠেছে। আইপিএফটি-র সহ-সম্পাদক মঙ্গল দেববর্মার দাবি, পিকেটিং করার জন্য ছয় শতাধিক দলীয় কর্মী গ্রেফতার বরণ করেছেন।

এ-বিষয়ে মঙ্গলবাবু বলেন, তিপ্রাল্যান্ড গঠন, হাই পাওয়ার মডালিটি কমিটির রিপোর্ট অবিলম্বে প্রকাশ, সংবিধানের ১২৫ তম সংশোধন, ককবরক ভাষার রোমান হরফ এবং জনজাতি সংরক্ষিত শূন্যপদ পূরণের দাবিতে আজ বৃহস্পতিবার ত্রিপুরার এডিসি এলাকায় ২৪ ঘণ্টার বনধ পালন করা হচ্ছে। তাতে দারুণ সাড়া মিলেছে। সকাল থেকেই দলীয় কর্মীরা এডিসি এলাকায় পিকেটিং করেছেন। জাতীয় সড়ক এবং রেললাইনে ধরনা দিয়েছেন তাঁরা। তাঁর দাবি, বনধ-এর সমর্থনে পিকেটিং করতে গিয়ে ছয় শতাধিক কর্মীকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে।

এদিকে, বনধ-এর দরুন আজ রেল পরিষেবা বাতিল করা হয়েছে। অসম-আগরতলা জাতীয় সড়কেও যানবাহন চলাচল স্তব্ধ ছিল। এদিন গর্জিতে একটি গাড়িতে পিকেটাররা ভাঙচুর করেছে বলে অভিযোগ। এছাড়া গন্ডাছড়ায় একটি দোকানে পিকেটাররা লুটপাট চালিয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। অন্যদিকে পুলিশ জানিয়েছে, এমন কোনও ঘটনা ঘটেনি।

এদিকে, সিধাই থানা এলাকার হেজামারা র এসরাই এ সিপিআইএমের পার্টি অফিস ভাঙচুর করেছে দুষ্কৃতিকারীরা। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র ক্ষোভ ও রাজনৈতিক উত্তেজনা বিরাজ করছে।সংবাদ সূত্রে জানা গেছে এস্টাই পার্টি অফিসের পক্ষ থেকে গতকাল ওই এলাকায় মিছিল ও সভা সংগঠিত করা হয়েছিল।এরপরে আজ সকালে পার্টি অফিসের তালা ভেঙ্গে দুর্বৃত্তরা ভিতরে ঢুকে বিভিন্ন আসবাবপত্র ভেঙ্গে দেয় ও পার্টির জরুরী কাগজপত্র নষ্ট করে দেয়। ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় তীব্র রাজনৈতিক উত্তেজনা দেখা দেয়। সিপিআইএমের পক্ষ থেকে এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত না একটি সুনির্দিষ্ট মামলা দায়ের করা হয়েছে। ঘটনার খবর পেয়ে সিধাই থানার পুলিশ ছুটে আসে।পুলিশ এসে উত্তেজনাকর পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।এই ঘটনার জের ধরে এলাকায় ফের যেকোনো সময় অশান্তির বাতাবরণ তৈরি হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে।ত্রিপুরা স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ নির্বাচনকে সামনে রেখে জেলা পরিষদ এলাকার বিভিন্ন স্থানে এ ধরনের রাজনৈতিক উত্তেজনাকর

করোনায় আক্রান্ত জীতেন্দ্র চৌধুরী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ অক্টোবর।। করোনা আক্রান্ত হলেন প্রাক্তন সাংসদ তথা সিপিএম নেতা জীতেন্দ্র চৌধুরী। বৃহস্পতিবার শ্রীচৌধুরী সোশ্যাল মিডিয়ায় এই তথ্য দিয়েছেন। সেই সাথে তিনি আবেদন জানিয়েছেন, তাঁর সংস্পর্শে যারা এসেছেন তারা যাতে প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য বিধি মেনে চলেন। প্রসঙ্গত, রাজ্যে প্রথম কোন সিপিএম নেতৃত্ব করোনা আক্রান্ত হয়েছেন।

রাজ্যে কারুশিল্পীদের আর্থিক মান উন্নয়নে সরকার উদ্যোগ নিয়েছে ঃ উপমুখ্যমন্ত্রী

আগরতলা, ১৫ অক্টোবর (হি.স.)।। ত্রিপুরার কারুশিল্পীদের আর্থিক মানোন্নয়নে সরকার উদ্যোগ নিয়েছে। রাজ্যে উৎপাদিত বাঁশের তৈরি হস্তশিল্পের চাহিদাও রয়েছে। এই শিল্পের বিকাশে সরকার সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করছে। আজ বৃহস্পতিবার লিচুবাগানস্থিত ডিসি হ্যান্ডিক্রাফটস আগরতলা কার্যালয়ে আন্তর্জাতিক কারুশিল্প দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে আয়োজিত এক প্রদর্শনীর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে উপমুখ্যমন্ত্রী জিষ্ণু দেববর্মা এ-কথা বলেন।

অনুষ্ঠানে তিনি আরও বলেন, এই শিল্পের উপর নির্ভর করে অনেকেই জীবিকা নির্বাহ করছেন। রাজ্যের ঐতিহ্য এই শিল্পকে বাঁচিয়ে রেখে গ্রাহকদের কাছে আরও আকর্ষণীয় করে তোলার উদ্যোগ নিতে হবে যাতে শিল্পীরা তাঁদের উৎপাদিত পণ্যের উপযুক্ত দাম পেতে পারেন। তিনি বলেন, বাঁশ ভিত্তিক এই শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখা মানে আমাদের ঐতিহ্যের পরম্পরাকে বাঁচিয়ে রাখা। কারণ এই শিল্পের সাথে আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সম্পর্ক রয়েছে। উপমুখ্যমন্ত্রী দেববর্মা রাজ্যে এই শিল্পকে আরও বেশি করে জনপ্রিয় করে তোলার লক্ষ্যে রাজ্য সরকারের পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট সকলকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

সংবাদ মাধ্যমের অধিকার রক্ষার দাবীতে গণঅবস্থান অ্যাসেম্বলি অব জার্নালিস্টস'র

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ অক্টোবর।। সাংবাদ মাধ্যমকে দেখে নেওয়ার মুখ্যমন্ত্রীর হুমকির পরিপ্রেক্ষিতে বক্তব্য প্রত্যাহার না করার প্রতিবাদে ও বিভিন্ন দাবীতে অ্যাসেম্বলি অব জার্নালিস্টের উদ্যোগে বৃহস্পতিবার আগরতলায় রবীন্দ্র ভবনের সামনে গণঅবস্থানে বসেছেন সংবাদ কর্মীরা।

গত ১১ সেপ্টেম্বর স্পেশাল ইকোনমিক জোনের শিলান্যাস করতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী সংবাদমাধ্যমকে দেখে নেওয়ার হুমকি দেয়। তারপর থেকে সাংবাদিকদের উপর দুর্বৃত্তদের পর্যায়ক্রমে আক্রমণ বাড়তে থাকে। কখনো প্রাণনাশের হুমকি, আবার কখনো দৈহিক নির্যাতন। যা রাজ্যের ইতিহাসে হয়তো পূর্বে কখনো হয়নি বলেই চলে। মুখ্যমন্ত্রী এ ধরনের হুমকি রাজ্যে সংবাদমাধ্যমে নিন্দার ঝড় বইছে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবকে উনার হুমকি প্রত্যাহার করার দাবি জানিয়েছিলো অ্যাসেম্বলি অব জার্নালিস্টস। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী হুমকি প্রত্যাহার করতে নারাজ। বিষয়টি রাজ্যপাল থেকে শুরু করে দিল্লী প্রধানমন্ত্রীর এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পর্যন্ত অবহিত করা হলেও কাজের কাজ কিছুই হচ্ছে না। আর ধারাবাহিকভাবে সংবাদমাধ্যমকে নিগ্রহ হতে হচ্ছে। এরই প্রতিবাদে বৃহস্পতিবার পূর্বের ঘোষণা অনুযায়ী অ্যাসেম্বলি অফ জার্নালিস্টের আহবানে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মধুপুরে নিখোঁজ ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার জলাশয়ে

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১৫ অক্টোবর।। বৃহস্পতিবার সকালেমধুপুর থানাধীন সাধু রামপাড়া এলাকার জলাশয় থেকে উদ্ধার হলো এক ব্যক্তির মৃতদেহ। মৃত ব্যাক্তির নাম সুধীর দেববর্মা বয়স ৪৫। ঘটনা সুত্রে জানা যায় মৃত ব্যক্তি সুধীর দেববর্মা দীর্ঘ তিন চারদিন ধরে নিখোঁজ ছিল যদিও বাড়ির পরিবার থেকে মধুপুর থানায় কোন অভিযোগ করা হয়নি। পরবর্তী সময়ে বৃহস্পতিবার ভোর সকালে এলাকার এক ব্যক্তি রাবার গাছ কাটতে গিয়ে জলাশয়ে মৃত ব্যক্তির দেহ ভাসতে দেখে।

সঙ্গে সঙ্গে এই ব্যক্তি এলাকার লোকজনদের খবর দেয়। পরে খবর দেওয়া হয় মধুপুর থানায় ।মধুপুর থানার পুলিশ খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে এবং জলাশয় থেকে মৃতদেহটি উদ্ধার করে।পরে মৃতদেহটিকে মধুপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ময়নাতদন্তের জন্য নিয়ে আসা হয়। মৃত ব্যক্তির পরিবারের রয়েছে এক মেয়ে ও এক ছেলে এবং স্ত্রী। পরিবারের কাছ থেকে জানা যায় নিত্যদিন ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

চুরির অপবাদে নাবালককে ব্যাপক মারধর, উত্তেজনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ অক্টোবর।। রাজধানী আগরতলা শহর এলাকার সার্কিট হাউজ সংলগ্ন স্থানে এক নাবালককে মারধর করার ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। সংবাদ সূত্রে জানা গেছে হারু মজুমদার এবং তার স্ত্রী পূর্ণিমা মজুমদার এক নাবালককে অহেতুক প্রচণ্ড মারধর করেন।

নাবালকের বিরুদ্ধে চুরি করার মিথ্যা অপবাদ দিয়ে মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। মারধরের ফলে নাবালক ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যপালের সাথে সাক্ষাৎ আইএনপিটির প্রতিনিধিদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ অক্টোবর।। আই এন পি টি-র সভাপতি বিজয় রাঙ্খলের নেতৃত্বে ৫ সদস্যের এক প্রতিনিধি দল বৃহস্পতিবার রাজভবনে গিয়ে রাজ্যপালের কাছে ডেপুটেশন প্রদান করে। এই দাবি গুলির মধ্যে রয়েছে অবিলম্বে এডিসিতে সাধারন নির্বাচন করা।

৩৩ জন উপজাতি পরিবার রাজ্য সরকারের কাছে জমি বিক্রির জন্য সরকারের কাছে আবেদন জানিয়েছিল। সেই মোতাবেক তাদের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। কিন্তু কোন ভাবে ১৯৬০ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বন্যপ্রাণীকে খাঁচাবন্দি করে রাখার দায়ে গ্রেপ্তার যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১৫ অক্টোবর।। ভারতবর্ষের বন আইন অনুযায়ী কোন পশু অথবা পাখিকে গৃহে খাঁচাবন্দি করা রাখা যায় না। সেটা বন আইন অনুযায়ী দন্ডনীয় অপরাধ। তেমনি একটি বানর ও একটি তোতা পাখিকে খাঁচা বন্দি অবস্থায় একটি বাড়ি থেকে উদ্ধার করল তেলিয়ামুড়া বন দফতরের কর্মীরা।

এই দুটি প্রাণীকে খাঁচা বন্দি করে বাড়িতে রাখার অপরাধে গ্রেপ্তার করা হয় এক যুবককে। ঘটনায় জানা যায় তেলিয়ামুড়া বনদপ্তর এর রেঞ্জ অফিসার সুপ্রিয়া দেবনাথ এর নেতৃত্বে একদল বনকর্মী ও তেলিয়ামুড়া পুলিশ

প্রশাসনের সহায়তায় একটি প্রতিনিধি দল গোপন সূত্রের খবরের ভিত্তিতে নেতাজি নগর এলাকার বিশ্বজিৎ দেবনাথ এর বাড়িতে হানা দেয়। সেখান থেকেই একটি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

CMYK

জাগরণ আগরতলা ◘ বর্ষ-৬৭ ◘ সংখ্যা ১৫ ◘ ১৬ অক্টোবর ২০২০ ইং ◘ ২৯ আশ্বিন ◘ শুক্রবার ◘ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

লিঙ্গ নির্ধারণ

লিঙ্গ নির্ধারণের মানসিকতা সমাজব্যবস্থাকে কঠিন পরিস্থিতির দিকে ধাবিত করিয়াছে। ইহার ফলে সমাজে কন্যা সন্তান ও পুত্র সন্তানের মধ্যে ব্যবধান বাড়িয়া গিয়াছে। পুত্র ও কন্যা সন্তানের মধ্যে ব্যবধান বাড়িয়া যাইবার ফলশ্রুতিতে সমাজে নানা সমস্যার সৃষ্টি হইতেছে।এই সমস্যা সৃষ্টির জন্য মূলত দায়ী তথাকথিত শিক্ষিত সমাজ ব্যবস্থা।আধুনিক বিজ্ঞান ও তথ্য প্রযুক্তির সুযোগকে কাজে লাগাইয়া তথাকথিত শিক্ষিত সমাজ ব্যবস্থায় লিঙ্গ নির্ধারণের প্রচেষ্টা অব্যাহত রহিয়াছে।গর্ভস্থ সন্তান পুত্র না কন্যা সেই ভ্রূন নির্ধারণ হইবার ফলশ্রুতিতে কন্যা সন্তান ভ্রূন হত্যার প্রবণতা বৃদ্ধি পাইয়াছে।

কন্যাভ্রূণ হত্যায় ভারত অগ্রগণ্য এবং কয়েক বছরের মধ্যেই কন্যাসন্তানের জন্ম ভারতে উল্লেখযোগ্য ভাবে হ্রাস পাইবে। কন্যাসন্তানের প্রতি অবহেলা শিক্ষিত সমাজে কম নয়। সোনোগ্রাফি করিয়া গর্ভস্থ সন্তানের লিঙ্গ নির্ধারণ শিক্ষিত এবং অবস্থাপন্ন পরিবারে বেশি হইয়া থাকে। আমাদের এলাকায় এমনই এক পরিবারে প্রথমে কন্যাসন্তান জন্মের পর বাড়িতে অন্ধকার নামিয়া আসিয়াছিল। অন্নপ্রাশনের কোনও অনুষ্ঠান পর্যন্ত হয়নি। কয়েক বছর পর একটি পুত্রসন্তানের জন্ম হইলে বাড়িতে সবার মুখে আলো ফুটিয়াছিল। ধুমধাম করিয়া অন্নপ্রাশন হইয়াছিল।

ভ্রূণের লিঙ্গ নির্ধারণ বর্তমানে অপরাধ বলিয়া গণ্য হইলেও টাকার বিনিময়ে এই কাজ অবাধে চলিতেছে। দোষী ডাক্তারের শাস্তি হয় না কেন? কন্যাভ্রূণ হত্যা কঠোর ব্যবস্থা ছাড়া বন্ধ করা সম্ভব নয়। কেন্দ্রীয় সরকারের 'বেটি বচাও, বেটি পঢ়াও' এবং রাজ্য সরকারের নানা ব্যবস্থাদি' কন্যাভ্রূণ হত্যা বন্ধে খুব একটা ফলপ্রসূ হয়নি। ভ্রূণহত্যা বেশি হয় অবস্থাপন্ন পরিবারগুলোতে। সেখানে কী হইবে? আমরা শিক্ষিত হইয়াছি বটে, কিন্তু আজও মন থেকে ছেলেমেয়ের বিভেদ দূর করিতে পারিনি। কবে প্রতিটি পরিবারে কন্যাসন্তানরা 'অজাত' না হইয়া 'সুকন্যা' হিসেবে প্রতিপালিত হইবে? এইজন্য সমাজ ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন জরুরি হইয়া উঠিয়াছে। সমাজ ব্যবস্থায় পরিবর্তন আনতে না পারলে এ অবস্থার উন্নতি ঘটানো কোনভাবেই সম্ভব হইবে না। মানুষের মানসিক অবস্থা যেখানে পুত্র সন্তানের দিকে আকৃষ্ট হইয়া রহিয়াছে সেইখানে কন্যা সন্তান আদরণীয় হইয়া উঠিবে কি করিয়া? কন্যা সন্তান যে কোন ভাবেই পুত্র সন্তানের চাইতে কোন দিক দিয়াই কম নয় সেই ধারণা মানুষের মধ্যে জন্মাইতে হইবে। এই ধারণার জন্ম হইলেই সমাজে কন্যা সন্তানের প্রতি অবহেলা কমিবে। এইজন্য শিক্ষিত সমাজ ব্যবস্থাকে সঠিক শিক্ষায় শিক্ষা লাভ করিতে হইবে। সমাজ পরিবর্তন এই ক্ষেত্রে একমাত্র উপায়।

দুর্গাপুজো নিয়ে আদালতের প্রশ্নে সামাজিক মাধ্যমে প্রবল প্রতিক্রিয়া

কলকাতা, ১৫ অক্টোবর (হি. স.) : দুর্গাপুজোর ক্লাবগুলিকে দেওয়া অনুদান নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে আদালত। 'অনুদান কি শুধু দুর্গাপুজোতেই দেয় সরকার? না কি অন্য উৎসবেও দেওয়া হয় ? ইদেও কি দেওয়া হয়েছিল?' প্রশ্ন আদালতের। সামাজিক মাধ্যমে প্রবল প্রতিক্রিয়া এর প্রেক্ষিতে। একটি সংবাদমাধ্যমের খবর ফেসবুকে পোস্ট করার পর প্রথম চার ঘন্টায় প্রায় ৫ হাজার লাইক, ৯৩৩টি মন্তব্য, ৪৪৮ টি শেয়ার।দুর্গাপুজো উপলক্ষে পুজো কমিটিগুলিকে ৫০ হাজার টাকা করে অনুদান- সেপ্টেম্বর মাসে ঘোষণা করেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন, করোন আবহে অনেকেই বিজ্ঞাপন পাচ্ছে না। তাই পুজো কমিটিগুলিকে ৫০ হাজার টাকা। সিইএসসি, রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের বিলের ৫০ শতাংশ ছাড়। বৃহস্পতিবার বিচারপতি সঞ্জীব বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডিভিশন বেঞ্চে তার শুনানি ছিল। সেখানে বেঞ্চ বলেছে, 'দুর্গাপুজো নিয়ে আমরা গর্বিত। কিন্তু একইসঙ্গে আদালতের প্রশ্ন, 'তাই বলে কি যেভাবে ইচ্ছা টাকা দেওয়া যায়? 'গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় কি এই ভেদাভেদ করা যায়?'কণিকা দাস লিখেছেন, "লকডাউনে কর্মহীন মানুষ গুলো কে যদি সরকার কোনো আর্থিক সাহায্য করতো তাহলে খুব খুশি হতাম কিন্তু না, উনি তো বোমা বাঁধার জন্যে ক্লাবগুলিকে পুষবে তাই ক্লাব দের কে হাতে রাখার জন্য এই আর্থিক সংকটের মধ্যেও ৫০ হাজার টাকা করে দেবে, এর বেলায় টাকা বেরিয়ে যায়।।কিন্তু করোনার চিকিৎসার বেলায় নেই নেই সুরে ন্যাকা কান্না শুরু করে দেয়।"সবুজ দত্ত লিখেছেন, "যথার্থ বলেছেন কিন্তু কোনো লাভ নেই কারন ওনার মতন ক্ষমতা লোভি নির্লজ্জদের এতে কিস্যু যায় আসে না..." কৌশিক সেন লিখেছেন, "পুজো কমিটি গুলোকে টাকা দেবার কোন কারণ নেই। এটাকে সমর্থন করা যায় না। এবার প্রত্যেকের উচিত নিজেদের এলাকায় পুজো দেখে সন্তুষ্ট থাকা। অযথা ঠাকুর দেখার নামে ভিড় করে করণাকে ডেকে আনার কোন প্রয়োজন নেই। আর হ্যাঁ, রাজনৈতিক দলগুলো মিছিল মিটিং অবশ্যই বন্ধ রাখুন, ঐ মিটিং মিছিল থেকে করোনা ছড়াবার প্রচুর সম্ভাবনা।সুকান্ত বাবু লিখেছেন, "পূজা বন্ধ করার পক্ষে না। তবে অবশ্যই এ বছর উৎসব বন্ধ করার পক্ষে। সেই উৎসব, ৫০ হাজার করে টাকা নিজের সম্পত্তি মনে করে মমতা ব্যানার্জী যে উৎসবে আরো হাওয়া দিয়েছে। এই টাকা উৎসব আর বোমা রাখা ক্লাবের বদলে এই অসময়ে অন্তত মানুষের বিদ্যুৎ বিলের ঘাটতি তে দিলে আশাকরি মা দূর্গা আরো খুশি হতো।চন্দন দাম লিখেছেন, "দেওয়া যায়,, নিশ্চয়ই দেওয়া যায়/ জমিদারী থাকলে দেওয়া যায়,/ পরের ধনে পোদ্দারী করা যায়,/ সরকারি কোষাগার নিজের মনে করলে/---- ফাজলামি করা যায়।"মধু মজুমদার লিখেছেন, "দুর্গাপুজোর সাথে জড়িয়ে বাঙালির ভাবাবেগ। তাই দুর্গাপুজোটা হোক সেটা আমরা সবাই চাই। কিন্তু এর সুযোগ নিয়ে কিছু দল রাজনীতি করছে। ক্লাবগুলোকে পঞ্চাশ হাজার টাকা করে না দিলে তারা হয়ত বড় পুজো করতে পারত না। কিন্তু বড় পুজোর তো এবার দরকার ও ছিলো না। ভীড়কে এড়িয়ে চলাই আবশ্যক যেখানে প্রশ্ন উঠতেই পারে কার স্বার্থে এতো উদ্যোগ আয়োজন?বাঙালীর আবেগের সাথে জড়িয়ে থাকা দুর্গাপুজো। কিন্তু বেশ কয়েক বছর ধরেই রাজনীতি দেখাবার মঞ্চ। কখনও তা কার্নিভালের নাম করে বা পুজোর নামে অনুদান দিয়ে। রিপোর্ট বলছে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা এর পর সুনামির মত আছড়ে পড়বে। আমার প্রশ্ন হচ্ছে রাজ্যের প্রধান হিসাবে আপনি কি স্টেপ নিয়েছেন? ক্লাবকে পঞ্চাশ হাজার দিয়ে সেন্টিমেন্টে সুড়সুড়ি দেওয়া খুব সোজা কিন্তু বাস্তববাদী হয়ে চিকিৎসার পরিকাঠামো তৈরী করা সত্যিই খুব কঠিন। খুব দুর্ভাগ্য যে আমাদের এই রকম এক দায়িত্বজ্ঞানহীন মুখ্যমন্ত্রীর শাসনে থাকতে হয়।"দেবাশিস ঘোষ লিখেছেন, "আচ্ছা দিদি আপনি যখন ক্ষমতায় এসেছিলেন ৩৪ বছরের বাম সরকারকে সরিয়ে তখন তো ইমাম ভাতাও লাগেনি, পুরোহিত ভাতাও লাগেনি, পিকে-র টাকাও লাগেনি, ক্লাবের টাকাও লাগেনি। সাধারণ ঘরের মেয়ে হিসাবে মানুষ আপনাকে আশীর্বাদ করেছিল। আর আপনি গদির লোভে এ রকম পালটে গেলেন। কিছু লাগবেনা। রাস্তা ঘাট ঠিক করুন। বেকারদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করলে কোনও কিছু লাগত না।

ময়নাগুড়িতে ফের ৬ জন করোনায় আক্রান্ত, আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে ৯১০

ময়নাগুড়ি, ১৫ অক্টোবর (হি. স.) : জলপাইগুড়িতে ময়নাগুড়িতে ফের ৬ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন বলে স্বাস্থ্য দফতর সূত্রে খবর পাওয়া গিয়েছে। এখন পর্যন্ত জেলায় সবমিলিয়ে মোট আক্রান্তের সংখ্যা ৯১০ জন। ময়নাগুড়ি পলিটেকনিক কলেজ সেফ হোমে বর্তমানে রয়েছেন মোট ৭৩ জন।বৃহস্পতিবার ময়নাগুড়ি পঞ্চায়েত সমিতির সহকারী সভাপতি ঝুলন সান্যানল জানান, বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েতের তরফে সকলকে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার জন্য আবেদন জানিয়ে মাইকিং করা শুরু হয়েছে। আক্রান্তরা ব্লকের বিভিন্ন এলাকার বাসিন্দা। আক্রান্তদের হোম আইসোলেশনে রাখার বন্দোবস্ত করা হয়েছে। পুজোর আগে শহর এবং বিভিন্ন বাজারে মানুষের ভিড় বাড়ছে। সকলে মাস্ক ব্যবহার করছেন না বলেও অভিযোগ উঠেছে। তাদের মাস্ক ব্যবহারের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

কবে দেশের হিতের জন্য বলবেন ফারুক আব্দুল্লাহ

রবীন্দ্র কিশোর সিনহা

এখন চোখ খুলে গিয়েছে।পূর্ব লাদাখে চিন লাগোয়া সীমান্তে অত্যাধুনিক যুদ্ধবিমান থেকে শুরু করে মারণ ক্ষেপণাস্ত্র পর্যাপ্ত পরিমাণে মোতায়েন করেছে

ভারত। চিনের যেকোনো হামলার জবাব দিতে প্রস্তুত ভারতের বায়ু, স্থল এবং নৌসেনা।ফারুক আবদুল্লাহ বর্তমানে শ্রীনগর লোকসভা কেন্দ্রের সংসদ। তিনি বহু বছর কেন্দ্রীয় সরকারের মন্ত্রীও ছিলেন। বুঝে শুনে কথা পড়ার অভ্যেস অনেক আগে থেকেই তিনি হারিয়ে ফেলেছিলেন।কয়েকর বছ ফারুক আবদুল্লায় চেনাব উপত্যকায় একটি অনুষ্ঠান বক্তব্য রাখতে গিয়ে পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীরের (পিওকে) বিষয়ে ভারতের দাবির বিরুদ্ধে আবদুল্লাহ পাকিস্তানের সাথে একযোগে বলেছিলেন যে 'নরেন্দ্র মোদী সরকার আগে পি ও কে দখল করে দেখাক'।এর অর্থ ফারুক আবদুল্লাহর মতে পিওকে অর্জন করা ভারতের পক্ষে অসম্ভব।আপনি যদি ভারতে থাকেন এবং সরাসরি ভারতকে হুমকি দেন, তবে এটি কী? ফারুক আব্দুল্লাহ উচিত সময় পেলে সংসদ ভবনের গ্রন্থাগার গিয়ে ১৯৯৪ সালের ২২ ফেব্রুয়ারির সংসদে যে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল তা দেখা।

ওই প্রস্তাবে ভারত পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীর নিয়ে ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত নিয়েছিল. ওই প্রস্তাবে পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীর সহ গোটা কাশ্মীরকে ভারতের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে মান্যতা দেওয়া হয়েছিল।কাশ্মীরের যে অঞ্চলটি পাকিস্তান দখল করে রেখেছে তাকে অবিলম্বে ছেড়ে দিতে হবে।সংসদ সদস্য হিসাবে ফারুক আবদুল্লাহ কি সেই প্রস্তাবকে প্রত্যাখ্যান করবেন? প্রকাশ্যে তার এই ধরনের বক্তব্য থেকে তো তেমনই আভাস পাওয়া যাচ্ছে।জম্মু-কাশ্মীর ইস্যুতে দেশের নীতি ছাড়া আপনার কোনও নীতি বা চিন্তাভাবনা থাকতে পারে?

যদি এই নীতি সমাধানের আপনার কাছে কোনো পথ থাকে তবে বলুন এবং দেশকে গৌরবান্বিত করুন। ফারুক আবদুল্লাহও কাশ্মীরে ভারতীয় সেনাদের উপর যারা পাথর নিক্ষেপ করেছিলেন তাদের সমর্থনে প্রকাশ্যে বিবৃতি দিয়েছে।তিনি পাথর নিক্ষেপকারীদের সমর্থন করেছেন। এখন চিন্তা করে দেখুন তিনি কতটা দায়িত্বজ্ঞানহীন হয়ে উঠেছেন? ফারুক আবদুল্লাহ বলেছিলেন যে যদি কিছু যুবক সিআরপিএফ কর্মীদের উপর পাথর ছুঁড়তে থাকে তবে এদের মধ্যে কেউ কেউ সরকারী পৃষ্ঠপোষকও রয়েছেন।ফারুক আব্দুল্লাহ নিজের বিতর্কিত বক্তব্য থেকে কখনো বেরিয়ে আসবে না।ফারুক আবদুল্লাহর নির্লজ্জ ও বিতর্কিত বক্তব্যের তালিকা অনেক দীর্ঘ। এমনকি তিনি সুকমার মাওবাদী হামলা সঙ্গে কুপওয়ারার সন্ত্রাসবাদী হামলার তুলনা টেনেছেন।তিনি বলেছিলেন যে কুপওয়ারা শহীদদের শাহাদাত অত্যন্ত অতিরঞ্জিত করে দেখানো হয়েছে এবং সুকমার শহীদের উপেক্ষা করা হয়েছিল। সকলেই জানেন যে জম্মু ও কাশ্মীরের কুপওয়ারার পাঞ্জগাম সেক্টরে একটি সেনা শিবিরে সন্ত্রাসী হামলা হয়েছিল।আত্মঘাতী সন্ত্রাসী হামলায় একজন ক্যাপ্টেন, একজন জেসিও এবং একজন সেনা জওয়ান শহীদ হয়েছেন. নিরাপত্তা বাহিনীর অভিযানে দুই জঙ্গীও নিকেশ হয়ে ছিল।সুকমা বা কুপওয়ারা বা অন্য যে কোনও জায়গা হোক, পুরো দেশটি শহীদদের কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করে।

যারা দেশের জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করেছেন তাদের বিরুদ্ধে বৈষম্যের কথা কেউ স্বপ্নেও ভাবতে পারেন না। তবে এও মনে রাখা দরকার যে ভারতের একতা ও অখন্ডতার বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখা ফারুক আব্দুল্লাহর কেশাগ্র কেউ স্পর্শ করতে পারবে না। তার বিরুদ্ধে কোনও কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া হবে না।তার মানে তিনি দেশের বিরুদ্ধে ক্রমাগত বলতেই থাকবেন।

সর্বোপরি, এই দেশটি মত প্রকাশের স্বাধীনতা দিয়েছে তবে, আর কতদিন চলবে? হিন্দুস্থান সমাচার / শুভঙ্কর

(লেখক রাজ্যসভার প্রাক্তন সাংসদ)

বিহার ভোট ঃ নীতীশকুমারের বিদায় কি আসন্ন?

এইচ এন মাহাতো

আসন্ন বিহার বিধানসভা নির্বাচনে নীতীশকুমারে বিদায় কি সময়ের অপেক্ষা? বিশেষজ্ঞদের অভিমত, ত্রিশঙ্কু বিধানসবা তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। লালুপ্রসাদ জেলে থাকায় রাষ্ট্রীয় জনতা দল (আরজেডি)'র মহাগঠনবন্ধন পরিচালনার ক্ষেত্রে লালু পুত্র তেজস্বী যাদবের গ্রহণযোগ্যতা জোটের কাছে থাকলেও আমজনাতর কাছে। নেই। সেই অর্থে নীতীশকুমার ১৫ বছর ধরে রাজ্য চালিয়ে আমজনতার পরিচিত মুখ। কিন্তু পরিচিত মুখের ক্যারিশমাই তো সব নয়। বিশেষ করে জাতপাতের দ্বন্দ্বে দীর্ণ বিহারের মতো রাজ্যের ক্ষেত্রে। সম্প্রতি রামবিলাস পাশোয়ানের মৃত্যুতে তাঁর দল লোকজনশক্তি পার্টি (এলজেপি) পরিচালিত হচ্ছে পুত্র চিরাগের দ্বারা। দুসাদ জাতক প্রতিনিধিত্ব করতেন রামবিলাস। এরাই এলজেপি'র ভোটব্যাঙ্ক যা প্রায় সাত শতাংশ। যদিও গত ২০১৫ সালের বিধানসভা নির্বাচনে রামবিলাসের দল দুটি আসন জিতেছিল ৪.৮ শতাংশ ভোট পেয়ে। এলজেপি এবারের নির্বাচনে রাজ্যে জাতীয় গণতান্ত্রিক জোট (এনডিএ) ছেড়ে এককবাবে ১৪৩টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার কথা চিরাগ ঘোষণা করেছেন। তিনি জানিয়েছেন বিজেপি'র বিরুদ্ধে তাঁরা কোনো প্রার্থী দিচ্ছেন না, কিন্তু নীতীশকুমারে দল জেডিইউয়ের বিরুদ্ধে তাঁরা সব আসনে প্রার্থী দিচ্ছেন। জেডিইউয়ের সঙ্গে আসন সমঝোতা না হওয়ার কারণেই এলজেপি জেডিইউ বিজেপি জোট ছেড়ে এককভাবে লড়ছে এবং নীতীশকে হারাতে তাঁর দলের প্রার্থীদের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বান্দ্বিতা করছে। এলজেপি-কাঁটা নীতীশকুমারের মসৃণ জয়ের ক্ষেত্রে প্রধান অন্তরায় হয়ে উঠতে চলেছে বলে বিশেষজ্ঞদের অভিমত। আর চিরাগের এই সিদ্ধান্তের পিছনে আরএসএসর মজতপুষ্ট বিজেপি রয়েছে বলেও বিশেষজ্ঞারা বলছেন।

তিন পর্বে হতে চলা বিহার নির্বাচনের প্রথম পর্বের প্রার্থী মনোনয়নের স্ক্রুটিনিও সম্পন্ন হয়েছে। প্রথম পর্বের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে চলেছে ২৮ অক্টোবর, ২০২০-তে ১৬ জেলার ৭১টি আসনে। দ্বিতীয় পর্বে ভোট অনুষ্ঠিত হবে ১৭ জেলার ৯৪টি আসনে ৩ নম্ভের এবং তৃতীয় এবং শেষ পর্ব অনুষ্ঠিত হবে ৭ নভেম্বর ১৫ জেলার ৭৮টি আসনে। নির্বাচনী জোটও তৈরি হয়ে গিয়েছে । ছোট ও বড় দল মিলে পাঁচটি জোটও তৈরি হলেও মূল লড়াই হতে চলেছে ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক অ্যালায়েন্স (এনডিএ) বনাম মহাগঠবন্ধনের মধ্যে। এনডিএ জোট হল শাসক জেডিইউ ও বিজেপি'র জোট। এই ভোটে জিতনরাম মানঝির হিন্দুস্তানি আওয়াম মোর্চা (হাম) ও মুকেশ সাহনি-র বিকাশশীল ইনসান পার্টি (ভিআইপি) হয়েছে। আসল ভাগাভাগিতে জেডিইউ পেয়েছে ১২২টি আসন যার থেকে তারা হাম-কে ৭টি আসন ছেড়ে দিচ্ছে এবং বিজেপি পড়ছে ১২১ টি আসনে, যার থেকে তারা ভিআইপিকে দিচ্ছে ১১টি আসন। ওদিকে রামবিলাস পাশোয়ানের (সম্প্রতি প্রয়াত) ছেলে চিরাগ পাশোয়ানের লোকজনশক্তি পার্টি (এলজেপি), যারা এতদিন এনডিএতে ছিল, তারা নীতীশকুমারের জেডিইউয়ের উপর রাগ করে বিহারে জোট ছেড়ে নিজেরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে ঠিক করেছে। এবং তারা বলছে বিহারে বিজেপি বিরুদ্ধে কোনো প্রার্থী দাঁড় করাবে না। কিন্তু জেডিইউয়ের বিরুদ্ধে তারা প্রার্থী দেবে। বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, নীতীশকুমারকে টাইট দিতে এবং বিজেপি'র সুবিধা করে দিতে এলজেপির চিরাগ এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। কেন্দ্রে এনডিএতে তারা যথারীতি শামিল আছে।

মহাজোট তৈরি হয়েছে রাষ্ট্রীয় জনতা দল (আরজেডি), জাতীয় কংগ্রেস ও বামেদের (সিপিআই, সিপিআই (এম) এ সি পি আই (এমএল) লিবারেশন) মধ্যে। ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চাও এই মহাজোটে যুক্ত হয়েছে। আরজেডি ১৪৪টি আসনে (যার থেকে তারা ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চাকে কয়েকটি আসন ছাড়ছে) জাতীয় কংগ্রেস ৭০টি ও বামেরা ২৯টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে। বামেদের ২৯টি আসনের মধ্যে সিপিআই (এমএল) লিবারেশন ১৯টি আসনে, সিপিআই ৬টি আসনে ও সিপিআই (এম) ৪টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ২০১৯-এর সাধারণ লোকসভা নির্বাচন আরজেডি, জাতীয় কংগ্রেস, উপেন্দ্র কুশওয়ার রাষ্ট্রীয় লোকসমতা পার্টি (আরএলএসপি), জিতনরামের হামস ও ভিআইপি মিলে মহাগাঠবন্ধন তৈরি করে নির্বাচনে

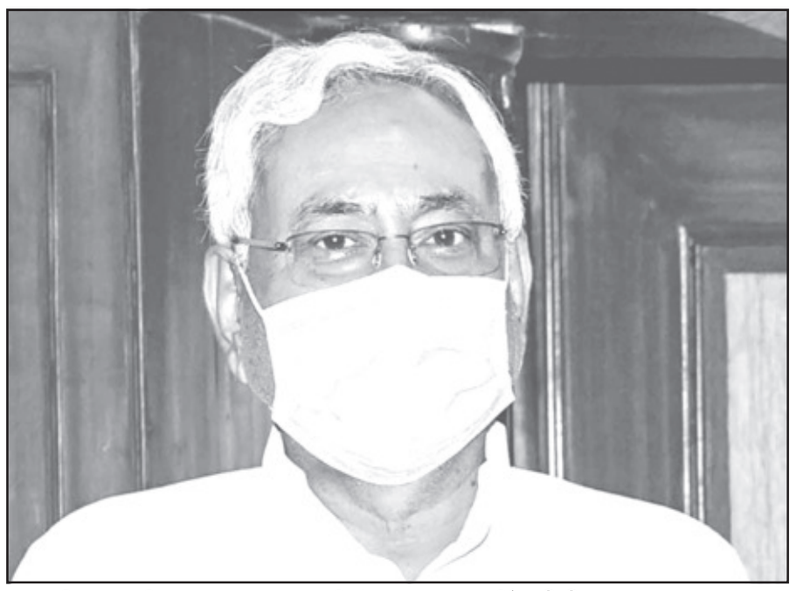

লড়ে বিশেষ সুবিধা করতে পারেনি। কংগ্রেস ছাড়া কেউই সংসদে খাতা খুলতে পারেনি। জেডিইউ-বিজেপি জোটই আরজেডি জোটকে ধরাশীয় করে দেয়। ২০১৫-র মতো ২০১৯-এ বামেরা পৃথকভাবে লড়ে নিজেদের মধ্যে জোট তৈরি করে। কমজোরি অন্যান্য জোটগুলি হল উপেন্দ্র কুশওয়ার আরএলএসপি, সঙ্গে বহুজন সমাজ পার্টি (বিএসপি-মায়াবতী যাঁর নেত্রী), জনতান্ত্রিক পার্টি (সোশ্যালিস্ট) মিলে জোট । বাবার মৃত্যুর চিরাগ সহানুভূতি ভোট পেতে পারে কিনা জিজ্ঞেস করলে বিহারের এক সমাজবিজ্ঞানী জানান, একটি বিধানসভা বা একটি লোকসবার ক্ষেত্রের হলে বিষয়টি অন্যরকম হতে পারত। অন্য একটি জোটের মধ্যে আছেন হায়দরাবাদে গড়ে ওঠা অল ইন্ডিয়া মজলিস-ই ইত্তেহাদুল মুসলিমিন (আসাদউদ্দিন ওয়েইসি যার নেতা) ও দেবেন্দ্র যাদবের সমাজবাদী জনতা দল মিলে তৈরি হয়েছে ইউনাইটেড ডেমোক্রেটিক সেকুলার অ্যালায়েন্স (ইউডিএসএ)।

এছাড়াও আছে বীম আর্মির আজাদ সমাজ পার্টি, রাজেশরঞ্জন তরফে পাপ্পু যাদবের জনঅধিকার পার্টি মিলে তৈরি হওয়া ইউনাইটেড ডেমোক্রাটিক অ্যালায়েন্স। আছে পপুলার ফ্রন্ট অফ ইন্ডিয়া। শারদ পাওয়ারের ন্যাশনালিস্ট কংগ্রেস পার্টি (এনসিপি)-ও আলাদাভাবে বিহার নির্বাচনে লড়ছে বলে জানিয়েছে। ছোটখাটো দলগুলির মোর্চা বিহার বিধানসভা নির্বাচনে লড়লেও কোনো মোর্চাই ক্ষমতা দখলের জায়গায় তো নেইই, এমনকী আসন জিতে প্রধান দুই জোটের ক্ষমতায় পৌঁছতে কারোর সংখ্যা কম পড়লে সাহায্য করে নির্ণায়ক ভূমিকাও পালন করতে পারবে না বলেই বিশেষজ্ঞদের অনুমান। সুতরাং লড়াই মূলত প্রধান দুই জোটের মধ্যে সীমাবদ্ধ। বিহারের বিধানসভা নির্বাচনে জাত পাতের সমীকরণই অন্যতম প্রধান ভরসা প্রতিদ্বন্দ্বি প্রধান দলগুলির। একে কোনো ইস্যু নির্বাচনের ফলাফলকে প্রভাবিত করতে পারবে না বলে বিশেষজ্ঞরা বলছেন অর্থাৎ এই নির্বাচনে সে অর্থে প্রধান কোনো ইস্যু কাজ করবে না। করোনা অতিমারিজনিত জনসাধারণের স্বাস্থ্য সুরক্ষিত করতে সরকারের ব্যর্থতা, পরিযায়ী শ্রমিকদের দুর্দশা দূর করতে নীতীশকুমারের ব্যর্থতা, বেরোজগারি, শিক্ষাক্ষেত্রে নৈরাজ্য, বিদ্যালয়গুলিতে চল্লিশ হাজার লোক নিয়োগের বিষয়টি ঝুলিয়ে রাখা, কৃষিক্ষেত্র কর্পোরেট হাইসের কাছে উন্মুক্ত করে দেওয়া বিষয়গুলি মহাগাঠবন্ধনের কাছে প্রধান ইস্যু। অন্যদিকে ২০১৫-তে নীতীশকুমারের সঙ্গে লালুপ্রসাদের জোট গঠন ও বিজেপিকে পরাস্ত ক্ষমতাদখল এবং কয়েকমাস পরে মহাগঠবন্ধন ছেড়ে বিজেপি'র সঙ্গে জেডিইউয়ের সমঝোতায় এনডিএতে যোগ দিয়ে নীতীশের ক্ষমতা দখল ২০২০-র নির্বাচনে প্রভাব ফেলছে না। সরকারের স্থায়িত্ব, নীতীশকুমারের ক্যারিশমা, উন্নয়নকে হাতিয়ার করেই এনডিএ জোট লড়ছে। জেডিইউ-বিজেপি জোট যদিও নীতীশকুমারকেই পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে তুলে ধরে এই নির্বাচনে লড়ছে তৎসত্ত্বেও গোপন অ্যাজেন্ডায় বিজেপি ভোট পরবর্তী পরিস্থিতিকে কাজে লাগিয়ে নিজেদের প্রার্থীকেই মুখ্যমন্ত্রী করার ছক কষে রেখেছে বলে বিশেষজ্ঞরা বলছেন। বর্তমানে কেন্দ্রীয়স্তরে এনডিএ জোটে শরিকদের অবস্থান খুবই দুর্বল। শরিক দলগুলির মধ্যে একজন প্রতিমন্ত্রী ছাড়া কেন্দ্রীয় মন্ত্রিত্ব পুরোটাই বিজেপি'র দখলে। আর মূল খেলাটা এখানেই। প্রথমে জোট বেঁধে ক্ষমতা দখল করো (মোদি অমিত শাহর নেতৃত্বে বিজেপি যা করছে) তারপর শরিকদে দুর্বল করে দাও। জম্মু কাশ্মীরে মেহবুবা মুফতির সঙ্গে জো করে ক্ষমতা দখল ও পরে পিডিপিকে দুর্বল করে দেওয়া, উত্তরপ্রদেশে মায়াবতীর বিএসপির সঙ্গে জোট করে ক্ষমতা দখল এবং পরে মায়াবতীকে সিবিআই, এনআইএ ইত্যাদির ফাঁদে ফেলে তাঁর আমলে হওয়া দুর্নীতির জুজু দেখিয়ে তাঁকে ও বিএসপিকে দুর্বল করা, অন্ধ্রে, চন্দ্রবাবু নায়ডুর তেলেও দেশমকে দুর্বল করা, সিকিমে চামলিংকে দুর্বল করা, উত্তর পূর্ব ভারতে রিজিওনাল দলগুলিকে দুর্বল করে দিয়ে ক্ষমতা দখল, মহারাষ্ট্রে শিবসেনাকে তাঁবে রাখার চেষ্টায় ব্যর্থ হওয়া (শিবসেনা কেন্দ্রে এনডিএ জোট ছেড়ে বেরিয়ে কংগ্রেস ও এনসিপির সঙ্গে রাজ্যে ক্ষমতা দখল করেছে নির্বাচন পরবর্তী পরিস্থিতিতে। ঝাখণ্ডের ও জেএমএমকে দুর্বল করার চেষ্টা এবং হেমন্ত সোরেনের সঙ্গে কংগ্রেসের জোট সরকার হওয়ার আগের টার্মে বিজেপিও ঝাড়খণ্ডের অন্যান্য দলের জোট গঠন , যেখানে মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন রঘুবর দাস। বিহারের ক্ষেত্রেও জেডিইউকে দুর্বল করে নিজেদের প্রার্থী ঠিক করে মুখ্যমন্ত্রী পদে বসানো আরএসএসের গোপন অ্যাজেণ্ডা। কারণ একবার যে কোনো উপায়ে বিহারের কুর্সিতে (মুখ্যমন্ত্রী পদে) বিজেপি বসতে পারলে ২০২১-র পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচন জিততে যে তারা সর্বশক্তি নিয়োগ করবে, তা বলাই বাহুল্য। বিজেপি যদি জেউইউয়ের তুলনায় বেশি আসন পায় এবং জোটের ক্ষমতা দখলের অবস্থা থাকে তাহলে নীতীশের মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার দাবি কমে যাবে।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

স্মার্ট সিটির অন্তর্গত গেইট নির্মাণে বিধায়ক ডাঃ দীলিপ দাস জায়গা পরিদর্শন করেন। ছবি- নিজস্ব।

রাশিয়ার করোনা বিধি ও এটিপির নিয়মভঙ্গের অভিযোগ মার্কিন টেনিস তারকা স্যাম কুয়েরির বিরুদ্ধে

নয়াদিল্লি, ১৫অক্টোবর (হি. স.): সেন্ট পিটার্সবার্গ ওপেনে খেলতে গিয়ে এটিপির গুরুতর নিয়মভঙ্গ করলেন মার্কিন টেনিস তারকা স্যাম কুয়েরি। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ সেন্ট পিটার্সবার্গ ওপেনে খেলতে গিয়ে করোনা পজিটিভ হিসেবে চিহ্নিত হন ৩৩ বছর মার্কিন টেনিস তারকা। তাঁর স্ত্রী অ্যাবি ও সন্তানে ফোর্ডের শরীরেও করোনা ভাইরাসের উপস্থিতি ধরা পড়ে বলে খবর। এই অবস্থায় আইসোলেশনে থাকার বদলে ব্যক্তিগত বিমানে রাশিয়া ছেড়ে পালিয়ে যান বলে অভিযোগ আমেরিকান টেনিস তারকার বিরুদ্ধে। স্বাভাবিকভাবেই রাশিয়ার কোভিড প্রোটোকল এবং সেই সঙ্গে এটিপির করোনাবিধি ভঙ্গের অভিযোগ উঠেছে কুয়েরির বিরুদ্ধে। শেষমেশ দোষী প্রমাণিত হলে এক লক্ষ মার্কিন ডলার জরিমানা ও তিন বছরের জন্য টেনিস থেকে নির্বাসিত হতে পারেন কুয়েরি।

সেন্ট পিটার্সবার্গের কোর্টে নামার আগে বাধ্যাতামূলক করোনা টেস্টে কুয়েরির রিপোর্ট পজিটিভ আসে। টুর্নামেন্ট থেকে সরিয়ে দেওয়া হয় তাঁকে এবং হোটেলে ১৪ দিনের কোয়ারান্টাইনে থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়। তবে রাশিয়ান স্বাস্থ্য দফতরের তরফে টেনিস তারকার কাছে ফোন যাওয়ার পরেই তিনি সম্ভবত ভয় পেয়ে যান।

রাশিয়ান স্বাস্থ্য দফতরের তরফে জানানো হয় যে, কুয়েরির কাছে মেডিক্যাল টিম যাবে পরীক্ষার জন্য। যদি কোনও উপসর্গ থাকে, তবে বাধ্যতামূলকভাবে হাসপাতালে ভর্তি করানো হবে তাঁকে।

আশঙ্কা করা হচ্ছে যে, কুয়েরির বা তাঁর পরিবারের কারও হালকা উপসর্গ ছিল। তাই হাসপাতালে থাকা এবং ৮ মাসের শিশু সন্তানের কাছ থেকে আলাদা থাকার ভয়েই মার্কিন টেনিস তারকা ব্যক্তিগত বিমান ভাড়া করে গোপনে সপরিবারে রাশিয়া ছেড়ে পালিয়ে যান।

বেন রোদেনবার্গের টুইট অনুযায়ী, কুয়েরি সম্ভবত কাছাকাছি কোনও ইউরোপীয়ান দেশে পৌঁছেছেন, যেখানে প্রবেশ করার জন্য নেগেটিভ করোনা রিপোর্ট আবশ্যক নয়।

কাছাড় জেলার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে ১৪৪ ধারা জারি

শিলচর (অসম), ১৫ অক্টোবর (হি.স.) : কাছাড় জেলার অন্তর্গত ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী এলাকায় ১৪৪ ধারা জারি করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার এক নির্দেশিকা জারি করে জেলাশাসক কীর্তি জল্লি কাছাড় জেলার সমস্ত বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী এলাকায় ক্রিমিনাল প্রসিজিওর কোডের ১৪৪ ধারা জারি করেছেন। আজ ১৫ অক্টোবর থেকে কাছাড় আগামী দুমাস জেলার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের এক কিমি ব্যাসার্ধের মধ্যে সূর্যাস্ত থেকে সূর্যোদয়ের মাঝামাঝি সময়ে যে কোনও ব্যক্তির চলাচল কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

এছাড়া কোনও ব্যক্তি সুরমা নদীর তীরে এবং তাঁর উঁচু তীরে এই অঞ্চলের সীমার মধ্যেও কেউ যেতে পারবে না বলে নির্দেশিকায় বলেছেন জেলাশাসক জল্লি। সূর্যাস্ত থেকে সূর্যোদয়ের সময়কালে মধ্যবর্তী ভারতের কাছাড় জেলায় আইন-শৃঙ্খলাজনিত সমস্যা সৃষ্টির করতে সন্ত্রাসবাদী সংগঠনগুলির চলাচল এবং জেলা সীমান্তের আশপাশের অঞ্চলগুলিতে গবাদি পশুর পাশাপাশি পণ্যসামগ্রীর অনুমোদিত চলাচলের পরিপ্রেক্ষিতে এই আদেশ জারি করা হয়েছে।

নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, যে কোনও ব্যক্তিকে মাছ ধরার উদ্দেশ্যে সুরমা নদীতে নৌকা চালানোর অনুমতি দেওয়া হবে না। প্রয়োজনে কাটিগড়ার সার্কল অফিসারের কাছ থেকে মাছ ধরার অনুমতি নিতে হবে। এতে আরও বলা হয়েছে, জেলার বাংলাদেশ সীমানার মধ্যে ৫ কিমি ব্যাসার্ধ এলাকায় সূর্যাস্ত থেকে সূর্যোদয়ের মধ্যে কোনও ব্যক্তি কোনও যানবাহন, রিকশা, চিনি, চাল, গম, ভোজ্যতেল, এসকে অয়েল, লবণ ইত্যাদি বহন করতে পারবেন না। তবে প্রয়োজন সাপেক্ষে এ ব্যাপারে কাটিগড়ার সার্কল অফিসারের কাছ পারমিট নেওয়া যেতে পারে। কেবল স্থানীয় সরবরাহ কর্মকর্তাদের কাছ থেকে যাচাই-বাছাইয়ের পর নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে কেবল শিথিলকরণের অনুমতি নিতে পারবেন সংশ্লিষ্টরা।

কোচবিহারে নতুন করে করোনা আক্রান্ত ৯৯ জন

কোচবিহার, ১৫ অক্টোবর (হি. স.) : কোচবিহারের দ্রুত হারে বাড়ছে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা। বৃহস্পতিবার জেলায় নতুন করে ৯৯ জনের শরীরে করোনা ধরা পড়ে। সেই সঙ্গে আগে সংক্রামিত ৯০ জন সুস্থ হয়ে উঠেছেন।

জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, সংক্রামিতদের মধ্যে কোচবিহার সদর মহকুমায় ২৭, দিনহাটায় ১৯, মাথাভাঙ্গায় ২৩, তুফানগঞ্জে ১৪ ও মেখলিগঞ্জে ১৬ জন রয়েছেন। এই নিয়ে জেলায় মোট সংক্রামিতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ৬,৭২৪। তার মধ্যে সুস্থ হয়েছেন ৬,০৩২ জন। মোট মৃতের সংখ্যা ৪৫। বর্তমানে অ্যাকটিভ কেস রয়েছে ৬৪৭টি। স্বাস্থ দফতরের তরফ থেকে সবাইকে সমস্ত নিয়ম মেন চলার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

কোভিডও চলবে দুর্গা পুজোও হবে : পার্থ

কলকাতা, ১৫ অক্টোবর (হি. স.): ''কোভিডও চলবে দুর্গা পুজোও হবে।'' বৃহস্পতিবার বেহালায় বুথ লেভেল কর্মী সম্মেলনে যোগ দিয়ে এ কথা জানান। সম্প্রতি দুর্গা পুজোয় সংক্রমণ ছড়ানোর সতর্কতা নিয়ে হাই কোর্টে একটি মামলা দায়ের করা হয়। পিটিশনারের পক্ষ থেকে দাবি করা হয় যে ভাবে রাজ্য জুড়ে কোরোনা সংক্রমণ বাড়ছে তাতে দুর্গা পুজোয় মানুষের ঢল নামবে। ফলে করোনার সংক্রমণ নিয়ন্ত্রিত না হয়ে উলটে বেড়ে যাবে।

এ বিষয়ে পার্থ প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে এদিন সাফ জনিয়ে দেন, ''এ রাজ্যে সব ধরণের সতর্কতা মেনে দুর্গা পুজো হবে। এ বিশয়ে প্রশাসন সজাগ দৃষ্টি রেখেছে।'' এদিন দুর্গা পুজো নিয়ে প্রশ্ন করা হলে পার্থ এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন। কিন্তু পরে বলেন, ''বিচারাধীন বিষয়। বিচারাধীন বিষয় নিয়ে আমি কিছু বলবো না। যখন একটা বিচার্য বিষয় তখন এটা নিয়ে ওনারা বলবেন। আমার মন্তব্য করাটা উচিত নয়। হাইকোর্টে বিচারাধীন বিষয় যেটা বিচার চলছে সেটা আমার মত প্রকাশের আধিকার নেই।''

ছয়ের পাতায়

বিশ্বভারতীর আবেদনের ক্ষুব্ধ প্রাক্তনরা

বোলপুর, ১৫ অক্টোবর (হি. স.): বিশ্বভারতীর কাছে প্রাক্তনীদের পক্ষ থেকে ১৯ দফা দাবি জমা দেওয়ার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই পাল্টা ১৪ দফা দাবি আবেদনের আকারে প্রাক্তনীদের উদ্দেশ্যে প্রকাশ করে বিশ্ব ভারতী কর্তৃপক্ষ।চিঠির বিষয় বস্তু দেখে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন বহু প্রাক্তনীরা।ইতিমধ্যেই সোস্যাল মিডিয়াতেও প্রাক্তনীদের একজোট করার কাজ শুরু হয়েছে। শীঘ্রই এব্যাপারে সমস্ত প্রাক্তনীদের সাথে যোগাযোগ করে সম্মিলিত ভাবে মাঠে নামতে চলেছেন তাঁরা, এমন ইঙ্গিত তাঁরা দিয়েছেন বহু প্রাক্তনী। জানা গেছে, বিশ্ব ভারতীতে মেলার মাঠ সহ বিভিন্ন জায়গায় পাঁচিল নিয়ে যে বিতর্ক চলছে, তার সমাধান সূত্র খুঁজে বের করতে বিশ্ব ভারতী কর্তৃপক্ষ, জেলা প্রশাসন ও আশ্রমিকদের নিয়ে একটি বৈঠকের চেষ্টা চলছিল।

চলতি মাসের ১০ তারিখ প্রাক্তনীদের তরফে একটি আবেদন পত্র জমা দেওয়া হয় বিশ্ব ভারতীর কাছে। তারপর ১২ তারিখ ফোন করে প্রাক্তনীদের জানানো হয় ১৪ তারিখ বৈঠকের কথা। সেই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তনীদের প্রতিনিধিদল। যাঁদের মধ্যে আলোচনায় অংশ নেন -- দীক্ষিত সিংহ, শান্তভানু সেন, প্রিয়রঞ্জন ঘোষ, সুদৃপ্ত ঠাকুর এবং কুন্তল রুদ্র। বৈঠকে প্রতিনিধিত্ব করা প্রাক্তনী দের অভিযোগ, প্রাক্তনী দের বেশির ভাগ মতামতের সঙ্গে সহমত নন উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তী। পাল্টা ১৫ দফা বিশ্ব ভারতী কর্তৃপক্ষের দাবি প্রাক্তনীদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। আর তার পরই ক্ষোভে ফেটে পড়েন প্রাক্তনীরা। বিশ্বভারতীর পক্ষ থেকে একটি অবেদন পত্র প্রকাশ করা হয়। সেখানে মন্দির সংস্কার, কর্পাস ফান্ড, দুঃস্থ ছাত্রদের সাহায্য সহ কর্মীদের পেনশনের তহবিলে সব মিলিয়ে ১কোটি ৩৫লক্ষ টাকা সাহায্য করার আবেদন করা হয়।শুধু তাই নয় আবেদন পত্রে বিশ্বভারতীর পক্ষ থেকে প্রাক্তনী দের উদ্দেশ্যে লেখা হয়েছে - প্রতি বুধবারের উপাসনা, বিশ্বভারতীর পৌষ মেলা বসন্ত উৎসব সহ সমস্ত অনুষ্ঠান এবং স্বচ্ছ ভারত মিশনের কাজে যোগ দিতে আগ্রহ করা হয়েছে। চিঠিতে সুচতুর ভাবে বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ প্রাক্তনীদেরকে মনে করিয়ে দিয়েছে প্রাক্তনীরা যেন শুধুমাত্র অধিকারের কথা না বলে দায়িত্ব নেওয়ার জন্য এগিয়ে আসেন। প্রাক্তনীদের উদ্দেশ্যে লেখা বিশ্বভারতীর চিঠি নিয়ে নিজের ক্ষোভ চেপে রাখেন নি ঠাকুর পরিবারের সদস্য তথা প্রবীণ আশ্রমিক সুপ্রিম ঠাকুর।তিনি বলেন, 'উপাচার্যের অনুরোধ করলে প্রাক্তনীরা ভেবে দেখতে পারে। তাই বলে উপাচার্য নির্দেশ দিতে পারেন না।এটা উপাচার্যের অধিকারের বাইরে।উনার দপবিত্র দপ্তর যা লিখেছেন তা সব কিছুলেখা যায় না। ইতিমধ্যেই সোস্যাল মিডিয়াতেও প্রচার শুরু করেছে প্রাক্তনীরা। তারা দেশ বিদেশের প্রাক্তনী দের একজোট করে এর যোগ্য জবাব দেবার প্রস্তুতি শুরু করেছে। বিশ্বভারতীর প্রাক্তন অধ্যাপক প্রাক্তনী দিক্ষিত সিংহ তাঁর প্রতিক্রিয়ায় বলেছেন, ''এমন বিজ্ঞপ্তি বিশ্বভারতীর ইতিহাসে কখনও হয়েছে বলে আমার জানা নেই। রবীন্দ্রনাথ নানা অবস্থার মধ্যে দিয়ে গেছেন। অর্থনৈতিক দূরাবস্থা রবীন্দ্রনাথ নিজেই মিটিয়েছেন। এমনকি নানা জায়গায় ভিক্ষা করে মিটিয়েছেন।

অনেকেই দু-হাত ভরে দান করেছিলেন গুরুদেবকে। আমরা জানি যে, বিশ্বভারতীর অর্থনৈতিক যে দূরাবস্থা ছিল তা কেন্দ্রীয় সরকার অধিগ্রহন করার পর থাকার কথা নয়।কিন্তু উপাচার্যের নানান সময়ে এভাবে টাকা চাওয়া শুধু প্রাক্তনী কেন কেউ কোনওদিন দেখেন নি। প্রাক্তনী অধ্যাপক কুন্তল রুদ্র বলেন, 'প্রাক্তনীরা পেনসনার নন। উনার বেতনভুক্ত কর্মচারী নন, যে উনি ফরমান জারি করে দিলেন, আর প্রাক্তনীরা পেনসনারদের ১ কোটি ২০ লক্ষ টাকা আদায় করে দেবেন। বে আইনি কিছু হলে, উনি নির্দিষ্ট জায়গায় অভিযোগ করুন। বিশ্ব ভারতীর জায়গা বেদখল হলে একইভাবে কর্তৃপক্ষ আইনানুগ ব্যবস্থা নেবে।

বিশ্ব ভারতীর মত প্রতিষ্ঠানের কর্তা হিসেবে উপাচার্য আমাদের সাথে যা করলেন, তা রসিকতা, আমরা হেসেছি, তাঁর ওই দাবি পত্র হাতে নিয়ে। শীঘ্রই সমস্ত প্রাক্তনীদের এক জায়গায় নিয়ে এসে বৃহত্তর কিছু পদক্ষেপ নেওয়ার কথা ভাবা হচ্ছে। সবার সাথে যোগাযোগ করা হচ্ছে।' যদিও বিশ্বভারতীর পক্ষ থেকে নতুন করে এই নিয়ে কোন মন্তব্য করা হয়নি।

ভুল স্বীকার করলেন অনুব্রত মণ্ডল

সাঁইথিয়া,১৫ অক্টোবর (হি. স.): অনুব্রতর বোধোদয়! কারন পঞ্চায়েত নির্বাচনে বিরোধী শুন্য জেলা পরিষদ উপহার দিতে তিনি বলেছিলেন উন্নয়ন রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকবে। ছিল ও তাই ফলে বীরভুম ৪২ এ ৪২ হয়। কিন্তু আজ উলট পুরান। সামান্য বুথ সভাপতির মুখে পঞ্চায়েত ভোটে নির্বাচন না করা নিয়ে প্রকাশ্যে মন্তব্য শুনে চরম অস্বস্তিতে পরেন অনুব্রত। তিনি সাফ জানান, 'এবার পঞ্চায়েত ভোট করে দেব। আর ভুল কাজ হবে না।' অনুব্রত এমন মন্তব্যে তীব্র কটাক্ষ করেছে বিরোধীরা। বৃহস্পতিবার সাঁইথিয়া হাইস্কুলে বুথ ভিত্তিক কর্মীসভায় উপস্থিত ছিলেন তৃণমূলের জেলা সভাপতি অনুব্রত মণ্ডল। মাঠপলসা পঞ্চায়েতের অধীন ১৯৮ নম্বর বুথের সভাপতি শেখ মিনারুল কে তার বুথে হেরে যাবার কারন জিজ্ঞেস করেন অনুব্রত। উত্তরে বুথ সভাপতি জানান, কংগেস বেশি ভোট পেয়েছে।এই শুনেই কটাক্ষ করেন অনুব্রত। তিনি বলেন, 'নতুন করে কংগেস কে কোথায় পেলেন। ৭০বছর আগে ছিল রাজ করেছে। মানুষের কোন উপকার করেনি। বুথের ফলাফল খারাপ হবার কারন বলতে শুরু করেন বুথ সভাপতি শেখ মিনারুল।তিনি বলেন, "পঞ্চায়েতের যিনি সদস্য হয়েছেন তাঁর বিরুদ্ধে ক্ষোভে মানুষ কংগ্রেসকে ভোট দিয়েছেন। তাছাড়া এবার পঞ্চায়েত নির্বাচন হয় নি। সবই সিলেকশন হয়েছে। এনিয়ে মানুষের মধ্যে ক্ষোভ রয়েছে। তাই হেরেছি"। বুথ কর্মীর মুখে এমন অস্বস্তিকর প্রশ্ন শুনে চরম অস্বস্তিতে পরেন অনুব্রত। অবস্থা সামাল দিতে গিয়ে অনুব্রত বলেন, "পঞ্চায়েত নির্বাচন না করিয়ে ভুল করেছি। বেশ এবার পঞ্চায়েতে ভোট করে দেব।আর ভুল কাজ হবে না। আপনারা নিজের নিজের ক্ষমতায় জিতে আসবেন"। অনুব্রত মুখে এহেন মন্তব্য শুনে বিরোধীরা একযোগে আক্রমন করেছে। বিজেপির জেলা সভাপতি শ্যামাপদ মণ্ডল বলেন, 'যাদেরকে কে জিতেছে তাদের পদত্যাগ করতে বলুন। দেখি কত পাটা আছে বুকের। আসলে কর্মী দের মুখে এমন কথা শুনে লজ্জিত হওয়া উচিত।' সিপিএমের মনসা হাঁসদা বলেন, 'আসলে বিনাশ কালে হাত জোড় করে ও আর কাজ হবে না। উনি যতই ভুল হয়েছে বলে ক্ষমা চান কোন লাভ হবে না। ইতিহাস লেখা হয়ে গেছে।' অন্যদিকে এদিনের সভার শুরুতে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়।অবস্থা এমন হয় সম্মেলন ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন কর্মী সমর্থকেরা। পরে দলের নেতারা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। এদিন বনগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতের ১৪২ নম্বর বুথ সভাপতি শান্ত মণ্ডলকে হারের কারন জানতে চান। শান্তবাবু বলেন, "অঞ্চল সভাপতি কোভিড মণ্ডল কোন সভা ডাকেন না। আর ব্লক সভাপতি সাবের আলি খান কখনও প্রধান আবার কখন অঞ্চল সভাপতির পক্ষ নেন। ফলে আমাদের হার হয়েছে"। এরপরেই ক্ষুব্ধ হয়ে অনুব্রত বলেন, "আগেই বলা হয়েছিল অভিযোগ থাকলে লিখিত ভাবে বলবেন। আপনি যা বললেন তাতে সংবাদমাধ্যম আপনার দিকে তাক করে রয়েছে। যান আপনার বক্তব্য শুনব না"। এরপরেই তার মাইক কেড়ে নিয়ে কার্যত ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বের করে দেওয়া হয়। এনিয়ে ব্লক সভাপতির অনুগামীদের সঙ্গে বাকবিতণ্ডার সৃষ্টি হয়। অঞ্চলের অধিকাংশ কর্মী সমর্থক বুথ সভাপতির সমর্থনে সভাস্থল ছেড়ে বেরিয়ে যান।

কোভিড টেস্টের সরকারি নির্দেশে আন্দোলনমুখি হাইলাকান্দির পুরোহিতকুল

হাইলাকান্দি (অসম), ১৫ অক্টোবর (হি.স.) : পঞ্চমীর দিন পুরোহিতদের কোভিড টেস্ট করা হলে দুর্গাপূজা করবেন না হাইলাকান্দি জেলার পুরোহিতরা। রাজ্য সরকারের জারিকৃত এসওপি-র বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন তাঁরা।

বৃহস্পতিবার হাইলাকান্দি শহরের ভৈরববাড়ি প্রাঙ্গণে হাইলাকান্দি জেলা পুরোহিত মণ্ডলির উদ্যোগে এক প্রতিবাদী সভা অনুষ্ঠিত হয়। পুরোহিত মণ্ডলির সভাপতি শম্ভু ভট্টাচার্য, সহ-সভাপতি রঞ্জিত কুমার চৌধুরী, সম্পাদক রঞ্জন ভট্টাচার্য, মিন্টু গোস্বামী, শুভময় ভট্টাচার্য, সুদীপ গোস্বামী, শান্তনু ব্যানার্জি, ধ্রুবজ্যোতি আচার্য, যজ্ঞেশ্বর ভট্টাচার্য, মহীতোষ চৌধুরী সহ অন্যান্যরা ক্ষোভ ব্যক্ত করে জানান, লকডাউনের ফলে দীর্ঘ কয়েক মাস ধরে পূজা পার্বণ বন্ধ থাকায় তাঁদের উপার্জনের পথ পুরোপুরি বন্ধ। পঞ্চমীর দিন কোভিড টেস্ট করিয়ে পূজায় বসতে পারবেন পুরোহিতরা, এমন নির্দেশিকা জারি হওয়ায় তাঁরা বিপাকে পড়েছেন।

তাঁরা সরাসরি জানিয়ে দিয়েছেন, রাজ্য সরকারের জারিকৃত নির্দেশ যদি অবিলম্বে প্রত্যাহর করা না হয় তা হলে এবার জেলার কোনও পুজো মণ্ডপে পুরোহিতরা পূজার আসনে বসবেন না। রাজ্য সরকার দুর্গাপুজো পণ্ড করার চক্রান্ত করছে বলে অভিযোগ তুলেছেন তাঁরা।পুরোহিত মণ্ডলির সদস্যরা আরও জানান, প্রতিবাদী সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে রাজ্য সরকারের উদ্দেশ্যে হাইলাকান্দি জেলাশাসককে এক স্মারকপত্র প্রদান করা হবে। আজকের প্রতিবাদী সভায় সরকারের এ ধরনের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে স্লোগান দিতে থাকেন বিক্ষুব্ধ পুরোহিতরা।

এদিন জেলার বিভিন্ন প্রান্তের পুরোহিতদের সাথে প্রতিবাদী সভায় শামিল হন রন্ধন কর্মীরাও। রন্ধন কর্মী লাভলী ভট্টাচার্য, সন্ধ্যা চক্রবর্তী, নিবেদিতা চক্রবর্তী, জয়ন্তী গোস্বামী, শিপ্রা চক্রবর্তী ক্ষোভ ব্যক্ত করে জানান, কোভিড টেস্ট করে যদি পূজা মণ্ডপে যেতে হয় তবে তাঁরাও দুর্গা পূজার ভোগ রান্না করা থেকে বিরত থাকবেন।

এদিকে হাতেগোনা মাত্র সাত দিন পর দুর্গাপূজা। করোনা অতিমারিকে সঙ্গী করেই জেলার পুজো কমিটিগুলি কোভিড প্রটোকল মেনে পূজার প্রস্তুতি আরম্ভ করেছে। পুরোহিত এবং রন্ধন কর্মীরা পুজোর অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। কিন্তু সরকারের এই সিদ্ধান্তে অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে হাইলাকান্দির দুর্গাপূজায়।

ওদালগুড়ির ভারত-ভুটান সীমান্তবর্তী বামুনজুলিতে বুনো হাতির মৃত্যু

ওদালগুড়ি (অসম), ১৫ অক্টোবর (হি.স.) : ওদালগুড়ি জেলার অন্তর্গত ভারত-ভুটান সীমান্তবর্তী বামুনজুলি গ্রামে একটি বুনো হাতির মৃত্যু হয়েছে। এ ঘটনায় সংশ্লিষ্ট গ্রামে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

জনৈক বন আধিকারিক জানান, ওদালগুড়ি জেলা সদর থেকে প্রায় ৩০ কিলোমিটার দূরে বড়নদী বণ্যপ্রাণী অভয়ারণ্য সংলগ্ন আন্তর্জাতিক সীমান্তের ২ নম্বর বামুনজুলি গ্রামের বাসিন্দারা আজ বৃহস্পতিবার সকালে ধানখেতের পাশে বুনো হাতির মৃতদেহ দেখে খবর দেন। খবর পেয়ে দল বল নিয়ে ঘটনাস্থলে যান তিনি। আধিকারিকটির ধারণা, খাদ্যের সন্ধানে জঙ্গল থেকে আগত দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে হাতিটি এখানে এসেছিল। তবে কী কারণে তার মৃত্যু হয়েছে সে রহস্য এখনও উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। মৃত হাতিটির ময়না তদন্ত করে কবরস্থ করা হয়েছে বলে জানান তিনি।

সরকারি নির্দেশ অমান্য, অতিরিক্ত ভাড়া নিচ্ছে অটো ও ই-রিকশা, পদক্ষেপ নিতে কাছাড়ের ডিটিও এবং এসপিকে স্মারকপত্র এসইউসিইআই (ক)-এর

শিলচর (অসম), ১৫ অক্টোবর (হি.স.) : এসইউসিআই (কমিউনিস্ট) দলের শিলচর আঞ্চলিক কমিটির পক্ষ থেকে বৃহস্পতিবার এক প্রতিনিধি দল কাছাড় জেলা পরিবহণ আধিকারিক (ডিটিও) এবং পুলিশ সুপারের সাথে সাক্ষাৎ করে অটো রিকশা ও ই-রিকশা সরকারের নির্দেশ অমান্য করে অধিক ভাড়া আদায়ের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ গ্রহণের দাবি জানিয়ে দুটো পৃথক স্মারকপত্র প্রদান করেছে।

দলের পক্ষ থেকে প্রদত্ত স্মারকপত্রে উল্লেখ করা হয়েছে, কোভিড প্রটোকল মেনে যখন যানবাহনে পঞ্চাশ শতাংশ যাত্রী পরিবহণের নির্দেশ ছিল, তখন যাত্রীদের কাছ থেকে দিগুণ, তিনগুণ ভাড়া আদায় করেছেন অটো, ই-রিকশা চালক-মালিকেরা। কিন্তু সম্প্রতি অসম সরকার যানবাহনে যাত্রী পরিবহণে একশো শতাংশের অনুমতি দিয়েছে। সরকারের পক্ষ থেকে সেই সঙ্গে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে যে লকডাউনের আগে যে ভাড়া ছিল সেই ভাড়াই যাত্রীদের কাছ থেকে নিতে হবে। রাজ্যের অন্যত্র যানবাহনের মালিকরা ভাড়া বৃদ্ধি না ঘটালেও শিলচর শহরের চলাচলকারী অটো এবং ই-রিকশা সরকারের নির্দেশ অমান্য করে আগের ১০ টাকার পরিবর্তে ২০ টাকা, ২০ টাকার স্থলে ৪০ টাকা করে ভাড়া আদায় করছে। এর ফলে প্রতিদিন অটোচালকদের সাথে নিত্য যাত্রীদের বচসা বাঁধছে। তাই এবাবে অতিরিক্ত ভাড়া আদায়কে কেন্দ্র করে যে কোনওদিন অপ্রীতিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে পারে বলে দলের পক্ষ থেকে আশংকা ব্যক্ত করা হয়েছে। দলের পক্ষ থেকে পরিবহণ আধিকারিক এবং পুলিশ সুপারকে অটো ও ই-রিকশা অ্যাসোসিয়েশনের সাথে আলোচনা করে পুরনো ভাড়ায় যাত্রী পরিবহণ করতে কড়া নির্দেশ প্রদানের দাবি জানানো হয়। প্রতিনিধিরা তাঁদের এ-ও বলেন, অটো বা ই-রিকশায় উঠলেই এখন কুড়ি টাকা করে যাত্রীদের দিতে হচ্ছে। ফলে লকডাউনে ক্ষতিগ্রস্ত সাধারণ মানুষের উপর বাড়তি আর্থিক চাপ পড়ছে। আগামীতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চালু হলে ছাত্র-ছাত্রীদের অধিক ভাড়া দিতে হবে। এতে তাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উপস্থিত হওয়ার ক্ষেত্রে বাধার সৃষ্টি হবে। তাই কোনও অবস্থায় যাত্রীদের কাছ থেকে যাতে বর্ধিত ভাড়া আদায় করা না হয় সে ব্যাপারে কড়া পদক্ষেপ গ্রহণের দাবি জানানো হয়েছে।

প্রতিনিধি দলে ছিলেন বিজিত কুমার সিংহ, হিল্লোল ভট্টাচার্য, সজল দাস, দুলালী গাঙ্গুলি প্রমুখ।

২১ অক্টোবর থেকে পর্যটকদের জন্য খুলে যাচ্ছে কাজিরঙা ন্যাশনাল পার্ক

কাজিরঙা (অসম), ১৫ অক্টোবর (হি.স.) : দুর্গা পুজোর কয়টা দিন যাঁরা বাইরে কাটাতে চান সেই সব পর্যটকদের জন্য ভালো খবর। আগামী ২১ অক্টোবর থেকে পর্যটকদের জন্য খুলে যাচ্ছে এক শৃঙ্গবিশিষ্ট গণ্ডারের বাসস্থান কাজিরঙা ন্যাশনাল পার্ক। এদিন বেলা ১১টার দিকে মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল আনুষ্ঠানিকভাবে পর্যটকদের জন্য কাজিরঙার গেট খুলে দেবেন।

সংবাদ মাধ্যমকে কাজিরঙার ন্যাশনাল পার্কের অধিকর্তা পি শিবকুমার জানিয়েছেন, অতিমারি করোনা পরিস্থিতির প্রতি লক্ষ্য রেখে পার্কের কোহরা এবং বাগরি রেঞ্জে জিপ সাফারিতে ৫০ শতাংশ পর্যটককে ওঠার অনুমতি দেওয়া হবে। হাতির পিঠে চড়তেও একই ব্যবস্থা রয়েছে। পঞ্চাশ শতাংশ পর্যটক হাতির পিঠে চড়ার সুযোগ পাবেন। সেই সঙ্গে মানতে হবে সরকারের বেঁধে দেওয়া কোভিড-১৯-এর সমস্ত প্রটোকল। মুখে মাস্ক অবশ্যই পরতে হবে। পর্যটকদের পাশাপাশি জিপের চালক থেকে শুরু করে অন্যান্য বনকর্মীদেরও মাস্ক পড়তে হবে। সামাজিক দূরত্ব বিধি মেনে চলতে হবে সবাইকে। একেকটি ট্রিপের পর জিপগুলোকে স্যানিটাইজ করার ব্যবস্থা করা হবে বলে জানিয়েছেন শিবকুমার। অধিকর্তা পি শিবকুমার আরও জানিয়েছেন, ১০ বছর বয়সের নীচে শিশু এবং ৬৫ বছরের ওপর বয়স্ক ব্যক্তিদের

ছয়ের পাতায়

বৃহস্পতিবার আগরতলা পুর নিগম কর্মীদের মধ্যে টিকা প্রদান করা হয়। ছবি- নিজস্ব।

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

মৌসুমি ফলের দারুণ গুণ

গ্রীষ্মকালে আমাদের দেশে প্রচুর ফল পাওয়া যায়। বৈচিত্র্যপূর্ণ আর রসাল সব মৌসুমি ফলের সমারোহ ঘটে এ সময়। আম, জাম, কাঁঠাল, লিচু ইত্যাদি রসাল ফল শুধু সুস্বাদুই নয়, পুষ্টিগুণেও ভরপুর। এগুলো পানি, খাদ্য-আঁশ ও প্রাকৃতিক চিনিরও (সুক্রোজ, গ্লুকোজ ও ফ্রুক্টোজ) উৎস। সব মিলিয়ে এই ফলগুলো শরীরের পুষ্টি চাহিদা পূরণের পাশাপাশি রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতেও বেশ সহায়ক। কাজেই করোনাভাইরাসের এই সংক্রমণের সময় রোজকার খাদ্যতালিকায় কিছু মৌসুমি ফল অবশ্যই রাখুন। এবার জেনে নেওয়া যাক এ সময়ের কোন ফলের উপকারিতা কতটুকু।

আম:আমে বিদ্যমান ক্যারোটিনয়েডগুলো কোলন ও ত্বকের ক্যানসারের ঝুঁকি কমায়, রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায় এবং বয়সজনিত চোখের সমস্যা প্রতিরোধ করে। আমের পটাশিয়াম, খাদ্য-আঁশ ও অ্যান্টি অক্সিডেন্ট গুলো উচ্চরক্তচাপ ও হৃদ্‌রোগের ঝুঁকি কমায়। পেকটিন খারাপ কোলেস্টেরল কমাতে সহায়তা করে। খাদ্য-আঁশ ও অ্যান্টি-অক্সিডেন্টের কারণে ডায়াবেটিসে আক্রান্ত ব্যক্তিরাও এক দিন পরপর দৈনিক শর্করার চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে আম খেতে পারেন।

জাম: কালো জামের অ্যান্থোসায়ানিন হৃদ্‌রোগ ও ক্যানসারের ঝুঁকি কমায়। পটাশিয়াম উচ্চরক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখে,অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট গুলো ফ্রি-রেডিক্যাল কমিয়ে ত্বকের টিস্যুকে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া থেকে রক্ষা করে। জামের খনিজ লবণ হাড়কে শক্তিশালী ও মজবুত করতে সাহায্য করে। শর্করা কম থাকায় এবং খাদ্য—আঁশের উপস্থিতির কারণে কালো জাম খাওয়ার পর রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা নিয়ন্ত্রণে থাকে। এ কারণে ডায়াবেটিস রোগীরা প্রতিদিনই কালো জাম খেতে পারেন।

কাঁঠাল: রসাল ও সুমিষ্ট স্বাদের ক্যারোটিন সমৃদ্ধ এই ফলে শর্করা, প্রোটিন, ভিটামিন সি ও পটাশিয়াম আছে। ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম ও বি ভিটামিনেরও ভালো উৎস এটি। কাঁঠালের বীজ ও কাঁচা কাঁঠালে রয়েছে যথেষ্ট প্রোটিন, ক্যালরি, পটাশিয়াম, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, ফলিক অ্যাসিড, ভিটামিন সি ও খাদ্য—আঁশ। কাঁঠালের ফাইটোকেমিক্যালসগুলো ফ্রি-রেডিক্যাল দূর করে কোষকে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া থেকে রক্ষা করে। ফলে ক্যানসারের মতো মারাত্মক রোগ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। এ ছাড়া এর ভিটামিন সি সর্দি-কাশি প্রতিহত করে, খাদ্য-আঁশ কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে।

লিচু: মিষ্টি গন্ধ ও স্বাদের রসাল ফল লিচুতে রয়েছে শর্করা, প্রোটিন, ক্যালসিয়াম ও ভিটামিন সি। এ ছাড়া এই ফলে বিদ্যমান কপার, আয়রন, ফোলেট লোহিত কণিকা তৈরিতে; বি ভিটামিনগুলো বিপাক ক্রিয়া ত্বরান্বিত করতে; পটাশিয়াম ইলেকট্রোলাইট ব্যালেন্স ও রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে। লিচুর খাদ্য-আঁশ ও অ্যান্টিঅক্সিডেন্টগুলো রোগপ্রতিরোধে বিশেষ ভূমিকা রাখে।

সুষম খাদ্যের মধ্যে কি ধরনের উপাদান থাকে

বাজার অনেক নানারকম ফল পাওয়া যায়। এনজাইম, মিনারেল, ভিটামিন, প্ল্যান্ট ফাইটোকেমিক্যালে ভরপুর ফল শরীরকে ভাল রাখতে সাহায্য করে। আজ আপনার সামনে উপস্থাপন করছি আমাদের চারপাশে পাওয়া যায় এমন কিছু ফলের পুষ্টিগুণ সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য। সুষম খাবার কি?

যে খাদ্যে ভিটামিন, শর্করা, আমিষ, চর্বি, লবণ ও জলের এই ছয়টি উপাদান থাকে।

আমিষ বা প্রোটিন—প্রোটিন, শ্বেতসার আর স্নেহ পদার্থ আমাদের শরীরের বৃদ্ধি ও বিকাশের জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয় এবং এরা আমাদের শরীরের শক্তি বৃদ্ধি করে থাকে।

বাজারে ওষুধ আকারে বিভিন্ন খনিজ লবণ সমৃদ্ধ ও ভিটামিন ওষুধ কিনতে পাওয়া যায়। তবে আমাদের দেশীয় বিভিন্ন ফল ও শাকসবজি গ্রহণের মাধ্যমে এসব ভিটামিন ও খনিজ লবণ অতি সহজে, সুলভ মূল্যে গ্রহণ করাই বাঞ্চনীয়। কারণ শাকসবজি ও ফলমূল সরাসরি গ্রহণ করলে শরীরের পুষ্টি ও উপকারিতা বেশি পাওয়া যায়। শর্করা বা শ্বেতসার —শ্বেতসার বা শর্করা জাতীয় খাবারগুলো হচ্ছে চাল, আটা, ময়দা, আলু, গুড় চিনি ইত্যাদি। স্নেহ বা তেলজাতীয় খাদ্য—

ঘি, মাখন, তেল, চর্বি ইত্যাদি চবি বা স্নেহজাতীয় খাবার। ভিটামিন। আমাদের শরীরের স্বাভাবিক সুস্থতা রক্ষায় প্রয়োজন ভিটামিন। এই ভিটামিন আবার এ বি, সি, ডি কে এবং ইত্যাদি নামে পরিচিত। আর এসব ভিটামিন আমরা সহজেই সরাসরি গ্রহণ করতে পারি বিভিন্ন ফলমূল, শাকসবজি ও বিভিন্ন সুগন্ধি মসলাজাতীয় দ্রব্যের মাধ্যমে। দেশী ফলে এসব ভিটামিন প্রচুর রয়েছে। সাধারণ দেশীয় ফলে, যেমন— কলা, পেঁপে, পেয়ারা, বেল, আম, জাম কাঁঠাল প্রভৃতি ভিটামিন সমৃদ্ধ ফল। খনিজ লবণ— ক্যালশিয়াম সর্বাধিক পরিচিত ও গুরুত্বপূর্ণ একটি খনিজ লবণ। ক্যালসিয়াম আমাদের হাড় ও দাঁতের গঠন মজবুত ও শক্তিশালী করে, ক্ষয়রোধ করে এবং আর্থ্রারাইটিস, বাত জাতীয় রোগের সাথে লড়াই করে। গর্ভবতী ও প্রসূতি মায়ের ক্যালসিয়ামের অবদান অনস্বীকার্য। এছাড়াও আয়োডিন গলগন্ড, দুর্বলতা, স্তন ক্যান্সার সহ বিভিন্ন রোগ প্রতিরোধ করে থাকে। কডলিভার অয়েল, বিভিন্ন সামুদ্রিক মাছ, আয়োডিন মিশ্রিত খাবার লবণ হতে খুব সহজেই আয়োডিন পাওয়া যায়। কডলিভার অয়েলে আয়োডিন ছাড়াও আছে একটি মূল্যবান উপাদান ভিটামিন এ যা অন্ধত্ব ও রাতকানা প্রতিরোধ করে। এছাড়া আরো আছে ক্যালশিয়াম যা শিসুদের হাড় ও দাঁত মজবুত করে।

যা খেলে রোগ প্রতিরোধক্ষমতা বাড়ে

করোনাভাইরাসের সংক্রমণের এই সময়ে নানা ধরনের ভিটামিন-মিনারেল বড়ি খাওয়ার হিড়িক পড়েছে। কিন্তু গবেষকেরা বলছেন, এমন কোনো জাদুকরি খাবার বা বড়ি নেই, যা খেলে করোনার সংক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে। সামাজিক দূরত্ব, বারবার হাত ধোয়া আর স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলাই এ ক্ষেত্রে মূলমন্ত্র।

তবে এটাও ঠিক যে, সঠিক সুষম ও পুষ্টিকর খাবার যেকোনো রোগ, বিশেষ করে সংক্রামক রোগের সঙ্গে লড়াই করার শক্তি জোগায়।

বিজ্ঞানীরা আগে থেকেই নানা ধরনের ফ্লু আর নিউমোনিয়ার সঙ্গে লড়ার জন্য অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ খাবার খাওয়ার পরামর্শ দিয়ে আসছেন। ভিটামিন সি, ডি, ই এবং খনিজের মধ্যে জিংক, সেলেনিয়াম ও ম্যাগনেসিয়াম শরীরের রোগ প্রতিরোধব্যবস্থার বিভিন্ন পর্যায়ে কাজে লাগে। তার মানে এই নয় যে এগুলোর সাপ্লিমেন্ট খেলে আপনি নিরাপদ থাকবেন।

যুক্তরাষ্ট্রের ওষুধ প্রশাসন বলছে, রোগ প্রতিরোধ করতে বাজারের সাপ্লিমেন্ট কাজে আসবেএমন দাবির কোনো বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই। ভিটামিন সি নিয়ে ইতিমধ্যে চীনে দুটি গবেষণা হয়েছে আর জিংক নিয়ে গবেষণা হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় স্বাস্থ্যসেবা ইনস্টিটিউটে (এনআইএইচ)। এসব গবেষণায় কিছুটা উপকার দেখা গেলেও এগুলো রোগীর শারীরিক অবস্থার উন্নতিতে কতটা কার্যকর, তা নিয়ে সন্দেহ রয়েছে।

তবে গবেষকেরা এ-ও বলছেন, সাপ্লিমেন্ট বা বড়ির বদলে এই মুহূর্তে বাড়িতে স্বাস্থ্যকর ভিটামিন, খনিজসমৃদ্ধ খাবার খাওয়ার দিকে মনোযোগ দেওয়া উচিত সবার। তাই বলে কোনো কিছুই অতিরিক্ত খাওয়া চলবে না।

বয়োবৃদ্ধ, রোগী, হজমের গোলমাল রয়েছে কিংবা কিডনি জটিলতা আছে, এমন ব্যক্তিরা ভিটামিন বা মিনারেল সাপ্লিমেন্ট খেতে পারেন। যারা এ মুহূর্তে ঘরবন্দী এবং ঘরে রোদ পান না, তাঁরা ভিটামিন ডি সাপ্লিমেন্ট খেতে পারেন।

এবার জেনে নেওয়া যাক, কোন খাবারে কোন ভিটামিন ও খনিজ উপাদান পাওয়া যায়।

ভিটামিন এ এবং বিটা ক্যারোটিন: মিষ্টিকুমড়া, স্কোয়াশ, গাজর, মিষ্টি আলু, পাতাওলা শাক এবং আম।

ভিটামিন সি: সাইট্রাস ফল (লেবু বা টকজাতীয় ফল), স্ট্রবেরি, ক্যাপসিকাম, কাঁচা মরিচ, টমেটো।

ভিটামিন ই: উদ্ভিজ্জ তেল, বাদাম, শস্যজাতীয় খাবার।

সেলেনিয়াম: ডিম, মাশরুম, পালংশাক, মুরগির মাংস।

ভিটামিন ডি: কলিজা, ডিমের কুসুম, দুধ ও দুগ্ধজাতীয় খাবার, যেমন দই।

এ ছাড়া সামুদ্রিক মাছ, যেমন স্যামন, টুনা, সার্ডিন মাছেও ভিটামিন ডি রয়েছে। সূর্যরশ্মিতে শরীরে প্রাকৃতিকভাবে ভিটামিন ডি তৈরি হয়। তাই ঘরবন্দী থাকলেও বারান্দায় বা উঠোনে গিয়ে ত্বকে রোদ লাগানোর চেষ্টা করুন।

আপনার রাশি

আপনি নিজেই আপনার ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন শতকরা ৯০ থেকে ৯৬ ভাগ। বাকিটা আমরা ফেট বা নিয়তি বলতে পারি। ভাগ্য অনেক সময় অনির্দিষ্ট কারণে আপনা থেকেও গতিপথ বদলাতে পারে। এখানে রাশিচক্রে আমি 'নিউমারলজি' বা 'সংখ্যা-জ্যোতিষ' পদ্ধতি প্রয়োগ করেছি।

মেষ ২১ মার্চ-২০ এপ্রিল। ভরী ৬

আপাতত খুব ছোট করে লিখতে হচ্ছে। স্পেসের কারণে। রাগ নিয়ন্ত্রণে রাখুন। তাহলেই সপ্তাহ আপনার ভালো কাটবে।

বৃষ ২১ এপ্রিল-২১ মে। ভরী ১

বলুন, ভয়কে ভয় বলে মানব না। সপ্তাহ ৭০ ভাগ শুভ।

মিথুন ২২ মে-২১ জুন। ভরী ৬

নিজে আনন্দে থাকুন। অন্যকে আনন্দে রাখুন। তাহলেই সপ্তাহ শুভ্র হবে।

কর্কট ২২ জুন-২২ জুলাই। ভরী ২

ভাবনাটাই বড় জিনিস। নিজেকে বলুন, ভালো আছি। তাহলেই ভালো থাকবেন।

সিংহ ২৩ জুলাই-২৩ আগস্ট। ভরী ১

সঙ্গীর দিকে তাকিয়ে হাসিমুখে সময় কাটিয়ে দিন। সপ্তাহ শুভ হবে না কেন, বাহ

কন্যা ২৪ আগস্ট-২৩ সেপ্টেম্বর। ভরী ২

আপনজনের মনের কাছাকাছি থাকুন। সপ্তাহ ভালো কাটবেই।

তুলা ২৪ সেপ্টেম্বর-২৩ অক্টোবর। ভরী ২

বিধাতা আপনাকে দিয়েছেন আশ্চর্য মনোবল। এই শক্তি দিয়ে নিজে ভালো থাকুন, অন্যকেও ভালো রাখুন।

বৃশ্চিক ২৪ অক্টোবর-২২ নভেম্বর। ভরী ২

যে মানুষ কাজ ভালোবাসে এবং কাজের মধ্যেই থাকে, তার তো ভালো না থেকে উপায় নেই। আপনার কথাই বললাম।

ধনু ২৩ নভেম্বর-২১ ডিসেম্বর। ভরী ৯

শুভ চিন্তা করে যান। পজিটিভ বার্তা ছড়িয়ে যান। ওটাই আপনার ভালো থাকার উপায়।

মকর ২২ ডিসেম্বর-২০ জানুয়ারি। ভরী ৩

চিন্তায় যেন দুশ্চিন্তার ছায়া না পড়ে, শুধু এটুকুই খেয়াল রাখুন। সপ্তাহ শুভ না হয়ে যাবে কোথায়!

কুম্ভ ২১ জানুয়ারি-১৮ ফেব্রুয়ারি। ভরী ৯

রবীন্দ্রনাথকে স্মরণ করুন, চিত্ত যেথা ভয়শূন্য, উচ্চ যেথা শির। আপনার চরিত্র তো তা-ই। তাহলে আর ভাবনা কী!

মীন ১৯ ফেব্রুয়ারি-২০ মার্চ। ভরী ৩

অনেক না পাওয়ার ব্যথা ভুলে যাবেন। এখন নতুন কিছু এসে ধরা দেবে। আনন্দ আসবে।

১০ 'ফালতু' চিন্তা এখনই ঝেড়ে ফেলুন

ক্যানসারের সঙ্গে যুদ্ধজয়ী পুরস্কারপ্রাপ্ত মার্কিন ব্লগার ও লেখক র‍্যাচেল ইয়াহনে ১০টি ক্ষুদ্র দুশ্চিন্তার কথা তুলে ধরে তা থেকে মুক্তির উপায় বলেছেন। বলেছেন জীবনকে আনন্দময় করে তোলার কৌশল। মার্কিন সংবাদমাধ্যম 'হাফপোস্ট'-এ প্রকাশিত প্রতিবেদন এখানে তুলে ধরা হলো:সকালে ব্যাংকে গিয়ে বিদ্যুৎ বিল জমা দিতে হবে। কাল ঘরের জন্য কিছু বাজারও করা দরকার। কোনটা আগে করলে সুবিধা হয়বাজার নাকি ব্যাংকে যাওয়া। নাকি সকালে বাজার বাদ দেবেন। নাকি ব্যাংকে যাওয়াই বাদ দেবেন! আগের দিন রাত থেকেই মনে মনে এই হিসাব কষতে কষতে সিদ্ধান্তহীনতা নিয়েই ঘুমাতে গেলেন। সকালে ঘুম ভেঙেও কিছুক্ষণ এ নিয়ে ভাবলেন। মাঝেমধ্যে বিরক্ত হন এই ভেবে যে বড় বড় দুশ্চিন্তার মধ্যে এসব 'আজাইরা টেনশন' এসেও ভর করে।

কিংবা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে একটি স্ট্যাটাস দিলেন, তাতে কোনো একজন আপনাকে খোঁচা মেরে একটি মন্তব্য করলেন। আর ওই একটি মন্তব্যকে কেন্দ্র করে দিনভর আপনার মেজাজ বিগড়ে রইল। আপনার এই 'আজাইরা টেনশনকে' সত্যিকারভাবে বিশেষজ্ঞরাও 'আজাইরা টেনশন' বা 'ফালতু চিন্তা' বলছেন। তবে তাঁরা এটাকে পরিশীলিত ভাষায় বলছেন 'সিলি স্ট্রেসেস'। তাঁদের ভাষায়, এই দুশ্চিন্তাগুলো প্রকৃত অর্থে অসম্ভব রকমের সাধারণ ও ক্ষুদ্র। তাই খুব সহজে এগুলো এড়ানোও সম্ভব। আপনার প্রতিদিনের দায়িত্ব খুব ভালোভাবেই পালন করতে পারেন এসব দুশ্চিন্তাকে সরিয়ে। এর জন্য দরকার শুধু আপনার ইচ্ছাশক্তি।

ক্যানসারের সঙ্গে যুদ্ধে জয়ী পুরস্কারপ্রাপ্ত মার্কিন ব্লগার ও লেখক র‍্যাচেল ইয়াহ ১০টি ক্ষুদ্র দুশ্চিন্তার কথা তুলে ধরে তা থেকে মুক্ত হওয়ার উপায় বলেছেন

সময়

সময়ের নিয়ন্ত্রণে থাকার জন্য আপনি সব সময় লড়াই করে চলেছেন। এর চেয়ে বরং এগিয়ে চলুন। অতীতে যা হয়েছে, তা ঝেড়ে ফেলুন, সেসব আপনার জন্য ভালো কিছু বয়ে আনে না। সময়ের মোহ আমাদের অযাচিত প্রত্যাশায় ডুবিয়ে রাখে (বিশেষ করে বয়স হচ্ছে এমন নারীদের) এবং এটা আমাদের নূনতম ক্ষমতায়িতও করে না।

আপনার মূল্য

আপনি সব সময় নিজেকে বলে যান যে আপনার কোনো দাম নেই। এই একটি ভাবনার কারণে আপনি ভালোবাসা, সফলতা, অর্থএসব কোনো কিছুতেই নিজের মূল্য আছে, এই বোধ পান না। এসব চিন্তা থেকে দূরে থাকুন। এটা আপনাকে আঘাতই করে শুধু।

তুলনা

আপনার আনন্দ-উচ্ছ্বাসকে মাটি করার সবচেয়ে বড় ঘাতক হলো তুলনা। এর বিরুদ্ধে লড়াই করার সহজ একটি উপায় হচ্ছে নিজেকে, নিজের জীবন এবং নিজের উপহারগুলোকে অনন্য ধরে বিবেচনা করা। অন্য কারও কিছু নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে নিজের সেরাটা নিয়ে ভাবুন।

স্বত্ব

যখন ছোট ছিলাম, মায়ের দেওয়া পোশাক 'বিশেষ উপলক্ষের' জন্য যত্ন করে রেখে দিয়েছিলাম। আমি বড় হয়ে গেলাম। কিন্তু পোশাকটি পরার সেই উপলক্ষ আর এল না। তাই কোনো কিছু ধরে রাখার জন্য এত কষ্ট করবেন না। যখন যা থাকবে, তা নিয়ে আনন্দ করুন। আরেকটি বিষয় মনে রাখবেন, আপনি অন্যকে যা দিতে চান, তার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কিছু নিজের অধিকারে থাকতে পারে না।

সৌন্দর্য

নিজেকে সুন্দর ভাবতে আমরা সবাই ভালোবাসি। এতে দোষের কিছু নেই। তবে চেহারার চেয়ে আপনার অনেক কিছু দেওয়ার আছে এই পৃথিবীকে। তাই আপনার চেহারা ভালো কি মন্দ, তা নিয়ে মানুষ কী ভাবছে, সেটা নিয়ে মাথা ঘামাবেন না। এর চেয়ে অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আছে চিন্তা করার জন্য।

উপার্জন

এক জ্ঞানী ব্যক্তি বলেছিলেন, ব্যাংকে রাখা অর্থগুলো দেখে আসার জন্য আপনার সব সময় ব্যয় করে ফেলবেন না। একই কথা প্রযোজ্য যদি ব্যাংকে আপনার অর্থ না থাকে। আপনি সব সময় অর্থ থাকা নিয়ে বা অর্থ না থাকা নিয়ে চিন্তা করে সময় নষ্ট করে ফেলতে পারেন না। অর্থের প্রতি মোহ আমাদের জীবনের সাধারণ আনন্দ দেখার ক্ষমতা নষ্ট করে দেয়।

অতীত

অতীত বাস্তব নয়, এটা আপনার সামনে নেই। তাই অতীত নিয়ে আর ভাববেন না। এটাকে ভয় পাওয়া বন্ধ করুন। এটার অজুহাতে কোনো ঝুঁকি নেওয়া, কাউকে ভালোবাসা দেওয়া থেকে নিজেকে বিরত রাখাও বন্ধ করুন। নিজেকে নিয়ে ভালো বোধ করুন।

ভয়

সব দুশ্চিন্তাই মূলত ভয়ে মোড়ানো। এই ভয় দুশ্চিন্তাগুলোকে আরও আতঙ্কিত ও শক্তিশালী করে তোলে। ভয় সেখানে থাকবেই, তাতে কী? ভয় থাকলে সেটির চারপাশ ঘিরেই কাজ করুন। থেমে যাবেন না।

জনপ্রিয়তা

ফেসবুকে ফটো দেওয়ার পর লাইক গোনা বন্ধ করুন। আপনি প্রকৃতভাবে অন্য মানুষদের মধ্যে কীভাবে অনুভূতি তৈরি করেন সেটা নিয়ে ভাবতে শুরু করুন। বিশ্বকে যা পরিবর্তন করে তা খুব কমই জনপ্রিয় হয়। আপনাকে নিজেকেই বাইরে বের হতে হবে। যদি আপনি কিছু করতে চান, সেটা লোকজন অপছন্দ করলেও করতে হবে।

শরীর

শারীরিক আকার-আকৃতি, শক্তিমত্তা, খুঁত...এসবই আমাদের নিরাপত্তাহীনতা। যদি একজনের বেড়ে ওঠার গুরুত্বপূর্ণ সময়ে (১৭ বছর) তাঁকে কেমোথেরাপির মধ্যে দিয়ে যেতে হয়, এ কারণে চুল পড়ে ন্যাড়া হতে হয়, তাহলে তার করার কী আছে!

বিপরীতে যদি আপনার শরীরের কোনো একটি অংশ যদি সচল থাকে এবং তা আপনাকে পৃথিবীর একটি মুহূর্তও উপভোগ করার সুযোগ দেয়, তাহলে আপনাকে বলা যায় সৌভাগ্যবান। এ মুহূর্তে আপনার যে দেহ আছে, সেটি আপনার। জীবনে এটি আপনি একবারই পান। তো নিজের দেহ নিয়ে লজ্জা পাওয়া বন্ধ করুন। এটাকে সম্পদ ভাবুন।

ক্যানসারের সঙ্গে যুদ্ধজয়ী র‍্যাচেল ইয়াহনের এই ভাবনাগুলো আপনি নিজের ওপর প্রয়োগ করে দেখতে পারেন। নিঃসন্দেহে তা আপনাকে উপকৃত করবে।

করোনা: ভাইরাস নয়, হলদে পরির দেশের নদী

আপাতদৃষ্টে পরির অস্তিত্ব থাক আর না—ই থাক, ইউরোপের একটি দেশকে 'হলদে পরীর দেশ' নামে ডেকেছিলেন আমাদের পল্লিকবি জসীমউদ্‌দীন। কোন দেশ সেটি? এই দেশটিকে 'পৃথিবীর বিলুপ্ত দেশ' নামেও ডাকা যায় এখন। দেশটির নাম যুগোস্লাভিয়া। ১৯১৮ সালে দক্ষিণ ইউরোপের সার্বিয়া, মন্টেনিগ্রো, স্লোভেনিয়া, উত্তর মেসিডোনিয়া, ক্রোয়েশিয়া আর বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা মিলে যুগোস্লাভিয়া নামের এ দেশটি গঠন করেছিল নিজেদের জাতিগত পরিচয়ের সাপেক্ষে।আমরা যাঁরা গত শতকের আশি ও নব্বইয়ের দশকে বড় হয়েছি, তারা যুগোস্লাভিয়া ও বেলগ্রেডের নাম শুনেছি প্রচুর। এই বেলগ্রেড এখন সার্বিয়ার রাজধানী। যুগোস্লাভিয়া নামের এ দেশটি ভাঙতে ভাঙতে ১৯৯০—এর দশকে এবং তারও কিছু পরে মোট সাতটি দেশের জন্ম দিয়েছে। এই দেশগুলোর প্রতিটিকে আমরা চিনি ১৯৯০—এর দশকের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের দেশ হিসেবে। পরবর্তী সময়ে তার একটি দেশকে আমরা চিনেছি অনিন্দ্যসুন্দর ফুটবলের দেশ হিসেবে। দেশটির নাম ক্রোয়েশিয়া। যুগোস্লাভিয়া ভেঙে ক্রোয়েশিয়া, উত্তর মেসিডোনিয়া, বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা ও স্লোভেনিয়া স্বাধীন হয় প্রথমে। সার্বিয়া আর মন্টেনিগ্রো 'ফেডারেল রিপাবলিক অব যুগোস্লাভিয়া' নামে আরও কিছুকাল টিকে থাকলেও ২০০৬ সালে মন্টেনিগ্রো স্বাধীন হয়ে গেলে যুগোস্লাভিয়া নামের দেশটি তার অস্তিত্ব হারিয়ে জায়গা করে নেয় ইতিহাসের পাতায়। পরবর্তী সময়ে সার্বিয়া ভেঙে আবারও দুটি রাষ্ট্রের জন্ম হয়একটির নাম সার্বিয়া, অন্যটির নাম কসোভো।এই করোনাকালে ইতিহাস-ভূগোলের এত কচকচানি কেন? কারণ একটাই। 'হলদে পরীর দেশ'খ্যাত পৃথিবীতে যে বিশাল দেশটির অস্তিত্ব ছিল, যে দেশ ঘুরে এসে আমাদের পল্লিকবি লিখেছিলেন 'হলদে পরীর দেশে' নামে সুখপাঠ্য এক ভ্রমণকাহিনি, সেই দেশের একটি নদীর নাম করোনা। না, করোনাভাইরাসের সঙ্গে তার কোনো যোগসূত্র নেই বটে, কিন্তু এক গভীর যোগসূত্র আছে মানুষের চোখের জলের।

বৃহস্পতিবার আগরতলার রবীন্দ্র ভবন প্রাঙ্গণে এসেম্বলি অব জার্নালিস্ট এসোর গণঅবস্থান পালন করেন। ছবি- নিজস্ব।

মানকাচরে বাংলাদেশের সহকারী হাইকমিশনার, ট্রেড অ্যাসোর সঙ্গে বৈঠক আমদানি-রফতানি বাণিজ্য নিয়ে আলোচনা

মানকাচর (অসম), ১৫ অক্টোবর (হি.স.) : নিম্ন অসমের দক্ষিণ শালমারা-মানকাচর জেলার অন্তর্গত সাহাপাড়া সীমান্ত সুরক্ষা চৌকির প্রেক্ষাগৃহে আজ বৃহস্পতিবার সকাল ১১.৩০টা থেকে বেলা ১.৩০টা পর্যন্ত বাংলাদেশের সহকারী হাইকমিশনার ড় শাহ মহম্মদ তানভির মনসুরের সঙ্গে মানকাচর ট্রেড অ্যাসোসিয়েশনের এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৈঠকে অসমের সঙ্গে বাংলাদেশের আমদানি-রফতানি নিয়ে বিস্তর আলোচনা হয়েছে বলে জানা গেছে।

মানকাচর ট্রেড অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি আবদুল বাসিত আহমেদের পৌরোহিত্যে অনুষ্ঠিত সভায় দক্ষিণ শালমারা-মানকাচর জেলার সহকারী কমিশনার বিভাস মেধি, ডিএসপি ফারুখ আহমেদ, বিএসএফ-এর ৬ নম্বর ব্যাটালিয়নের ২১ কমান্ডার প্রিয়রঞ্জন মগা সহ বাণিজ্য সংস্থার বেশ কয়েকজন পদাধিকারী সদস্য উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকে ভারত-বাংলাদেশের মধ্যে চলমান আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মাধ্যমে প্রতিবেশী উভয় দেশের পণ্যসামগ্রী আমদানি ও রফতানি নিয়ে বিস্তর আলোচনা হয়েছে। প্রতিবেশী দুই দেশের মধুর সম্পর্ক বজায় রেখে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য চালিয়ে যেতে উদ্ভূত সব ধরনের সমস্যাবলি এবং এগুলি সমাধান সম্পর্কেও আলোচনা হয়েছে।

আজকের বৈঠকে ফারুখ আহমেদ, প্রশাসনিক আদিকারিক বিভাস মেধি সহ অন্য বক্তা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য উন্নয়নে বহু মূল্যবান পরামর্শ দিয়েছেন। এছাড়া আয়োজিত বৈঠকে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে পারদর্শিতার জন্য জাকির হুসেন, রাজীব ইসলাম, আবদুল বাসিত আহমেদ, নাজির হুসেন সহ কয়েকজনকে বাংলাদেশের সহকারী হাইকমিশনার ড় শাহ মহম্মদ তানভির মনসুর ফুলাম গামোছা এবং মানপত্র দিয়ে সংবর্ধনা জানিয়েছেন।

উল্লেখ্য, মানকাচর ট্রেড অ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গে বৈঠকে বসতে গতকাল দক্ষিণ শালমারা-মানকাচর জেলা সদর হাটশিঙিমারির আবর্ত ভবনে রাত কাটিয়েছিলেন বাংলাদেশের সহকারী হাইকমিশনার ড় শাহ মহম্মদ তানভির মনসুর। আজ মানকাচরে বৈঠক শেষ করে তিনি ফের হাটশিঙিমারি চলে গেছেন। আজ রাত এখানে আবর্ত ভবনে কাটিয়ে আগামীকাল তিনি বাংলাদেশে ফিরে যাবেন বলে জানা গেছে।

মেঘালয়ে বাঙালি হেনস্তা বন্ধের দাবি নিয়ে রাজ্যপালের শরণাপন্ন ইছামতী ও ভোলাগঞ্জের মানুষ

শিলং (মেঘালয়), ১৫ অক্টোবর (হি.স.) : শীঘ্র বাঙালিদের বিরুদ্ধ সংগঠিত হেনস্তা ও নিগ্রহ বন্ধ করার দাবি নিয়ে এবার রাজ্যপাল সত্যপল মালিকের শরণাপন্ন হয়েছেন ইছামতী ও ভোলাগঞ্জের ভুক্তভোগীরা। বৃহস্পতিবার শিলঙে রাজভবনে গিয়ে রাজ্যপালের সঙ্গে দেখা করে তাঁর কাছে পূর্ব খাসিপাহাড় জেলার ইছামতী, ভোলাগঞ্জ সহ মেঘালয়ের বিভিন্ন স্থানে বাঙালিদের ওপর চলমান নির্যাতনের বর্ণনা তুলে ধরে একটি স্মারকপত্র তুলে দেন তাঁরা।

রাজ্যপালকে মালিককে তাঁরা জানান, গত ফেব্রুয়ারি মাস থেকে অত্যন্ত অমানবিকভাবে বাঙালি জনগণের ওপর নানাভাবে হামলা ও নির্যাতন চালিয়েছে খাসি ছাত্র সংগঠন কেএসইউ, এফকেজেজিপি, এইচওয়াইসি সহ অন্যান্য খাসি সংগঠন।

স্থানীয় ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিলের পরোক্ষ মদতে এই সব অন্যায় আচরণের শিকার হচ্ছেন রাজ্যের অসংখ্য বাঙালি। বাঙালি জনগণের স্থানীয় ভোটার আইডি না থাকলে নির্যাতনের মাত্রা অনেকগুণ বেড়ে যায়। এছাড়া পরিচয়পত্র খতিয়ে দেখার নামে বিভিন্নভাবে হয়রান করা হচ্ছে রাজ্যের বাঙালিদের। ফলে অসংখ্য ব্যবসায়ী, সরকারি ও বেসরকারি চাকরিজীবী, স্থায়ী বাঙালি বাসিন্দারা কার্যত পণবন্দি অবস্থায় ঘরে আবদ্ধ হয়ে রয়েছেন। তাই মেঘালয়ে বর্তমানে বাঙালি জনগণ অর্থনৈতিক সংকটজনক পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়ে চূড়ান্তভাবে নির্যাতিত হচ্ছেন। শারীরিক মানসিক ও অর্থনৈতিক হেনস্তা থেকে পরিত্রাণ পেতে মেঘালয়ের রাজ্যপালের আশু হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন ইছামতী ও ভোলাগঞ্জ এলাকার বাঙালিরা।

রাজ্যপাল সত্যপল মালিকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁর হাতে স্মারকপত্র তুলে দিয়ে বাঙালিদের ওপর সংগঠিত নির্যাতনের বর্ণনা করেছেন মৃদুল দাস, বিনায়ক রায়, প্রাণতোষ সরকার প্রমুখ। রাজ্যপাল মালিক তাঁদের আশ্বস্ত করে নাকি বলেছেন, তিনি মুখ্যমন্ত্রী কনরাড সাংমার সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করে শীঘ্র বাঙালি নির্যাতন বন্ধ করে স্বাভাবিক পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে বিহিত ব্যবস্থা নেবেন।

দিল্লিতে বেড়ে চলা বায়ু দূষণ নিয়ে উদ্বিগ্ন কেন্দ্রীয় বন এবং পরিবেশমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১৫ অক্টোবর (হি. স.): দিল্লিতে বেড়ে চলা পরিবেশ দূষণ নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন কেন্দ্রীয় বন এবং পরিবেশমন্ত্রী প্রকাশ জাভরেকর। পঞ্জাবের ফসলের অবশিষ্টাংশ পোড়ানোর ফলে দিল্লিতে মাত্র চার শতাংশ দূষণ হয়েছে।দিল্লির মধ্যে স্থানীয় কারণের জন্য দূষণের মাত্রা ৯৬ শতাংশ বলে জানিয়েছেন তিনি।

বৃহস্পতিবার সাংবাদিক সম্মেলনে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জানিয়েছেন, দিল্লি দূষণ নিয়ন্ত্রণ বোর্ডের পঞ্চাশটি টিম গোটা শহর জুড়ে নজরদারি চালিয়ে যাচ্ছে। পঞ্জাব সরকারের উচিত ফসলের অবশিষ্টাংশ পোড়ানোর ওপর নিয়ন্ত্রণ আনা। এর জন্য অনুরোধও কেন্দ্রের তরফে করা হয়েছে। দিল্লিতে বায়ু দূষণের পরিস্থিতি উদ্বেগের। সেই কারণে হিমালয় থেকে আসা ঠান্ডা হওয়ার গতি শ্লথ হয়ে যায়। আগামী কুড়ি দিন ফসলের অবশিষ্টাংশ পোড়ানোর প্রবনতা দেখা যাবে। ফসলের অবশিষ্টাংশ পোড়ানোর রোধে পঞ্জাব সরকারকে যথাযথ সাহায্য করে চলেছে। বর্জ্য নিষ্কাশন এবং ব্যবস্থাপনা দিল্লিতে সঠিক উপায় হচ্ছে না। সেই জন্য মানুষ বর্জ্য পুড়িয়ে দিচ্ছে।কেন্দ্রীয় সরকারের দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ সেই রোধে ৫০ টি টিম নজরদারি চালাচ্ছে।

উল্লেখ করা যেতে পারে, দিল্লিতে বেড়ে চলা দূষণের জন্য কেন্দ্রকে দায়ী করেছেন রাজ্যের উপমুখ্যমন্ত্রী মণীশ সিসোদিয়া। তিনি দাবি করেছেন ফসলের অবশিষ্টাংশ পোড়ানো রোধে কেন্দ্র কোন রকমের সদর্থক পদক্ষেপ নেয়নি। বেড়ে চলা দূষণের জন্য কেন্দ্রকে দায়ী করেছেন রাজ্যের উপমুখ্যমন্ত্রী মণীশ সিসোদিয়া। তিনি দাবি করেছেন ফসলের অবশিষ্টাংশ পোড়ানো রোধে কেন্দ্র কোন রকমের সদর্থক পদক্ষেপ নেয়নি। বেড়ে চলা দূষণের জন্য কেন্দ্রকে দায়ী করেছেন রাজ্যের উপমুখ্যমন্ত্রী মণীশ সিসোদিয়া।তিনি দাবি করেছেন ফসলের অবশিষ্টাংশ পোড়ানো রোধে কেন্দ্র কোন রকমের সদর্থক পদক্ষেপ নেয়নি।

শাসকদলে গোষ্ঠীকোন্দল, কাঁকসার বনকাটি পঞ্চায়েত প্রধানের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব জ্ঞাপন

দুর্গাপুর, ১৫ অক্টোবর (হি. স.) : রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন যতই এগিয়ে আসছে। ততই শাসকদলের গোষ্ঠীকোন্দল আসতে শুরু করেছে পশ্চিম বর্ধমানের কাঁকসা জঙ্গলমহলে। পঞ্চায়েত প্রধানের বিরুদ্ধে স্বজনপোষণ ও স্বেচ্ছাচারিতার অভিযোগ তুলে অনাস্থা প্রস্তাব জ্ঞাপন করল কাঁকসার বনকাটি পঞ্চায়েতের দলের ৯ বিক্ষুব্ধ সদস্য। বৃহস্পতিবার ঘটনাকে ঘিরে বিস্তর শোরগোল পড়ছে রাজনৈতিক মহল। প্রশ্ন উঠেছে, বোর্ড গঠনের আড়াইবছরের আগেই কিভাবে অনাস্থা প্রস্তাব আনল? তৃণমূলের এই কোন্দল প্রকাশ্যে আসতেই কটাক্ষ শুরু করেছে বিজেপি।

জানা গেছে, বৃহস্পতিবার কাঁকসার বিডিও অফিসে বনকাটি পঞ্চায়েতের প্রধান পিন্টু বাগদীর বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব জমা দেয় ৯ জন বিক্ষুব্ধ সদস্য। অনাস্থা প্রস্তাব জ্ঞাপন করা জামালআরা বেগম, রাহুল পাতর, লিপিকা গোলদার, রীনা গাইন, ছবি রুইদাস, নয়নমনি মেটে, পরিমল মুর্মু, সন্দীপ কর্মকার, কৈলাস মাহাত প্রমুখ জানান,' বর্তমান প্রধান স্বেচ্ছাচারিতা আমাদের কোন বোর্ড মিটিংয়ে ডাকে না। স্বজনপোষন করেন। তাই তার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব জ্ঞাপন করেছি। আমরা চাই নতুন করে প্রধান নির্বাচিত করা হোক।' আর এই অনাস্থা প্রস্তাব আনাকে ঘিরেই বিস্তর শোরগোল পড়েছে যেমন, তেমনই প্রশ্ন উঠেছে। আর তার জেরে তৃণমূলের গোষ্ঠীকোন্দল আবারও প্রকাশ্য এসেছে।

প্রসঙ্গত, ২০১৮ সালে রাজ্যে ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচন হয়। ফল ঘোষনার পর কাঁকসার বনকাটি পঞ্চায়েত তৃণমূল এককভাবে জয়ী হয়ে বোর্ড গঠন করে। ওই বছরের ১৮ অক্টোবর বোর্ড গঠন হয়। পঞ্চায়েতের সংবিধান অনুযায়ী আড়াই বছরের আগে অনাস্থা আনা যায় না। আর প্রশ্ন এখানেই, তাহলে আড়াই বছরের আগেই কিভাবে অনাস্থা প্রস্তাব জমা দিল ওই সদস্যরা? উল্লেখ্য, মাসখানেক আগে তৃণমূলের রাজ্যের সমস্ত ব্লকের নতুন করে ব্লক সভাপতি ঘোষনা হয়। কাঁকসা ব্লকে দেবদাস বক্সী সভাপতি হয়। দেবদাসবাবুর নাম ঘোষনা হতেই গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব প্রকাশ্যে আসে। কেন্দ্রের কৃষিবিল বিরোধী দলের বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠীর প্রতিবাদ মিছিলে দেবদাসবাবু যোগ দিতেই ধুন্ধুমার ঘটনা ঘটে। ওই ঘটনার পর এদিনের অনাস্থা প্রস্তাবে আবার কোন্দল প্রকাশ্যে আসে। প্রশ্ন, প্রধানের বিরুদ্ধে এই সদস্যদের ক্ষোভ কেন? কি বলছেন বনকাটির প্রধান পিন্টু বাগদী।

পিন্টুবাবু সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করে জানান,' আমি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুগত সৈনিক। ওনার নীতি আদর্শ ও নির্দেশ মেনে চলি।' তিনি পাল্টা অভিযোগ তুলে বলেন,' বোর্ড মিটিং সকল সদস্যকে ডাকা হয়। তার রিসিভ কপি আছে। যারা অভিযোগ তুলছেন, তারা হাজির থাকেন না মিটিংয়ে। এলাকার উন্নয়নে বাধা সৃষ্টি করেন, উন্নয়নকে স্তব্ধ করে বিরোধীদের হাত শক্ত করতে চায়ছেন।' তিনি আরও বলেন,' যারা অনাস্থা আনতে চাইছেন, তাদের এলাকার মানুষের ভুরি ভুরি অভিযোগ আসছে। ওইসব সদস্যদের মাসের পর মাস দেখা পাওয়া যায় না। কেউ আবার গত দেড় বছর এলাকা থেকে উধাও। ভারী বর্ষায় প্রাকৃতিক দুর্যোগে তাদের এলাকার মানুষের সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখেনি। অনেকে গত লোকসভা নির্বাচনে বিরোধীদের সঙ্গে গোপনে আঁতাত করে বিরোধীদের হাত শক্ত করেছিল। তাই আমার মনে হয়, আগামী বিধানসভা নির্বাচনে বিরোধীদের হাত শক্ত করতেই এটা একটা ষড়যন্ত্র। বিষয়টি দলের শীর্ষ নেতৃত্বকে জানাবো।' কাঁকসার বিজেপি নেতা রমন শর্মা জানান,' গনতান্ত্রিক উপায়ে জনগনের ভোটে এরা ক্ষমতায় আসেনি। বোমা, বন্দুকের ভয় দেখিয়ে ক্ষমতা দখল করেছে। এখন হয়তো স্বার্থে আঘাত লেগেছে না হলে ''কাটমানি'' ভাগ না পাওয়ায় অনাস্থা প্রস্তাব দিয়েছে।' তবে কাঁকসার তৃণমূলের ব্লক সভাপতি দেবদাস বক্সী জানান,' প্রধানের বিরুদ্ধে ক্ষোভ জানিয়ে করেছে। বিষয়টি দলের মধ্যে আলোচনা করে মিটিয়ে নেওয়া হবে।'

একশো বছরের প্রথা ভেঙে রাজবাড়িতে এবার হচ্ছে ঘটপুজো

কলকাতা, ১৫ অক্টোবর (হি. স.) : করোনা আবহে অসম্পূর্ণ হয়ে পড়ে আছে মায়ের প্রতিমা। সাবেকি যে কাঠামোতে গড়া কাঠামো বাঁশ লাগানো অবস্থাতাতে মন্দিরেই পড়ে আছে। ঠাকুরদালান রং করা হয়নি, আশেপাশের জঙ্গল ঝোপঝাড়ও পরিষ্কার করা হয়নি। কারণ এবার করোনা নিয়ম বিধি মেনে পুজো সারতে হবে। বেশি মানুষজনের সমাগম করা যাবে না।

উত্তর দিনাজপুরের দুর্গাপুর রাজবাড়ির দুর্গাপুজোর একশো বছরের ইতিহাস এবার বদলে যাচ্ছে। ঘট পুজোর মধ্যে দিয়েই জৌলুসহীন ভাবে উদযাপন করা হবে। কোনও ব্যস্ততা নেই রাজবাড়ির ঠাকুরদালানে। কেবল রাজ পরিবারের বর্তমান প্রজন্মের নয়, মন ভালো নেই স্থানীয় বাসিন্দাদেরও। ঠাকুরদালানের সামনে আসলেই রাজ পরিবারের সকলের মন খারাপ হয়ে যাচ্ছে। স্থানীয় বাসিন্দারা হইহই করতেন এই পুজোকে ঘিরে। তাঁরা জানচ্ছেন, মন খারাপ হচ্ছে। কারণ, দুর্গাপুজো হবে আর রাজবাড়ির পুজোতে কেউ যাবে না এমনটা কখনই হয়নি।

এবছর সমস্ত নিয়ম মেনে পূজা হলেও তা হবে ঘট পুজোর মাধ্যমেই। এমনটাই জানিয়েছেন রাজপরিবারের বর্তমান বংশধর অভিজিৎ রায়চৌধুরী। তাঁরা নিজেদের স্বাস্থ্যের কথা চিন্তা করে করোনা সংক্রমণ থেকে বাঁচার জন্য ভিড় এড়িয়ে চলছেন। সেই কারণেই এই সিদ্ধান্ত। অভিজিৎবাবু বলেন, 'দীর্ঘদিনের ইতিহাস জড়িয়ে আছে এই পুজোর সঙ্গে। ঠাকুমার মুখে শুনেছি শের শাহের আমল থেকে এই রাজবাড়ির পুজো হত ইটাহারের চূড়ামণি এস্টেটে। নদী ভাঙ্গনে রাজবাড়ী ভেঙে যাওয়ায় এস্টেট চলে আসে দুর্গাপুরে। বাংলার ১৩৩৫ সালে এখানে মন্দির স্থাপন করে পুজো শুরু হয়।' যদিও দীর্ঘকাল ধরে চলে আসা এই পুজোতে কোনদিনও এমন ঘট পুজো হয়নি। কিন্তু এবার সেই ইতিহাসের পরিবর্তন হতে চলেছে।

বেলেঘাটায় বিজেপি মহিলা সমর্থকদের ওপর হামলার অভিযোগ লকেটের

কলকাতা, ১৫ অক্টোবর (হি. স.) : বেলেঘাটার ক্লাবে বিস্ফোরণের পর সেখানে যাওয়া বিজেপি নেত্রীর স্থানীয় সফরসঙ্গীদের ওপর তৃণমূলের ছেলেরা হামলা করেছে বলে অভিযোগ।

প্রাথমিক তদন্তে পুলিশ অনুমান করে, বোমা মজুত করা ছিল ক্লাবেই। নিশ্চিত হতে ঘটনাস্থলের নমুনা সংগ্রহ করে নিয়ে যায় ফরেনসিক বিশেষজ্ঞরা। কিন্তু প্রথম থেকেই একথা মানতে নারাজ ছিল ক্লাব কর্তৃপক্ষ। পরবর্তীতে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করেই শুরু হয় রাজনৈতিক তরজা। বোমা মজুতের অভিযোগ তুলে সরব হন বিজেপি সাংসদ লকেট চট্টোপাধ্যায়।

ছয়ের পাতায়

দূষণ কমাতে সিগনালে দাঁড়িয়ে থাকা গাড়ির ইঞ্জিন বন্ধ করার আহ্বান মুখ্যমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ১৫ অক্টোবর (হি. স.): আর কদিন পরেই দিল্লিতে শীত পড়তে শুরু করবে। কিন্তু এরই মধ্যে বায়ুদূষণ রোধে তৎপর দিল্লির সরকার। বৃহস্পতিবার দিল্লি ও এনসিআর অঞ্চলে বায়ু দূষণ রোধ করার লক্ষ্যে '' রোড লাইট অন, গাড়ি অফ ''অভিযানের শুভারম্ভ করলেন মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল।

এদিন দিল্লিবাসীকে মুখ্যমন্ত্রী আহ্বান করেছেন যে এবার থেকে রাস্তায় সিগনালে দাঁড়িয়ে থাকা গাড়ির ইঞ্জিন বন্ধ করে রাখতে হবে। প্রতিটা দিল্লিবাসীকে এই সংকল্প নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। সিগনালের আলো যখন লাল হয়ে হবে তখন দাঁড়িয়ে থাকার গাড়ির ইঞ্জিন বন্ধ করে দিতে হবে। গোটা দিল্লি এক কোটি রেজিস্টার্ড গাড়ি চলে। এর মধ্যে যদি ১০ লক্ষ গাড়িও সিগনালে লাল আলো জ্বলে উঠলে নিজেদের গাড়ির ইঞ্জিন বন্ধ করে রাখে তা হলে বিশেষজ্ঞদের মতে বছরে পিএম ১০ বায়ু দূষণ ১.৫ টন কম হয়ে যাবে। পিএম ২.৫ বায়ু দূষণ ০.৪ টন কম হবে। যদি দিল্লির প্রতিটা গাড়ির চালক সিগনালে লাল আলো জ্বলে উঠলে গাড়ির ইঞ্জিন বন্ধ করে দেয় তো বছরে সাত হাজার টাকা সঞ্চয় করা সম্ভবপর হবে।

উল্লেখ করা যেতে পারে, প্রতিবছর দিল্লিতে শীত পড়লেই বায়ু দূষণের পরিমাণ ব্যাপকহারে বৃদ্ধি পায়। তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বেড়ে চলে ধোঁয়াশা। ফলে ফুসফুস জনিত বিভিন্ন রোগে ভুগতে হয় দিল্লি এবং এনসিআর বাসীকে।

করোনা মোকাবিলায় সামাজিক প্রতিষেধকের পক্ষে সওয়াল স্বাস্থ্যমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ১৫ অক্টোবর (হি. স.): সামাজিক প্রতিষেধক করোনার বিরুদ্ধে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে। করোনার বিরুদ্ধে গণ আন্দোলনের প্রতীক হচ্ছে এই সামাজিক প্রতিষেধক।বৃহস্পতিবার ইন্ডিয়ান রেড ক্রস সোসাইটি এন্ড সেন্ট জোন্স অ্যাম্বুলেন্স এর বার্ষিক সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে এই কথা জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী ডা: হর্ষবর্ধন। নিয়মিত হাত ধোয়া, দুই গজের দূরত্ব বিধি মেনে চলা, নিয়মিত মাস্ক পরলে মানুষের জীবনকে রক্ষা করা যাবে। আর সরকারেরও সেটাই উদ্দেশ্য।

এদিনের সভায় কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণমন্ত্রী জানিয়েছেন, ইন্ডিয়ান রেড ক্রস সোসাইটি এই বার্তাগুলোকে প্রতিটা মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য নিয়মিত কাজ করে গিয়েছে। এই বিধি মেনে চললে চলতি বছরের মধ্যেই আমরা করোনাকে পরাজিত করতে পারব। করোনা সংকটের মধ্যেও রক্তদান শিবিরের আয়োজন নিয়মিত করা উচিত বলে জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী। তার মতে এই পরিস্থিতির মধ্যেও রক্তের চাহিদা যাতে পূরণ হয় সেই লক্ষ্য নিয়ে কাজ করে যেতে হবে।

আরও কিছুটা উন্নতি সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের শারীরিক অবস্থার

কলকাতা, ১৫ অক্টোবর (হি. স.): স্বস্তির খবর আরও কিছুটা শারীরিক অবস্থার উন্নতি হয়েছে বর্ষীয়ান অভিনেতা সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের। বর্তমানে বেলভিউ হাসপাতালে চিকিৎসারত অভিনেতা। ৩৬ ঘন্টায় জ্বর আসেনি সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের বৃহস্পতিবার এমনটাই খবর বেলভিউ হাসপাতাল সূত্রে।

বেলভিউ হাসপাতাল সূত্রে আরও খবর, আগের থেকে অনেকটাই সুস্থ রয়েছেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়। নতুন করে আর জ্বর আসেনি অভিনেতার। বর্তমানে সোডিয়াম পটাশিয়ামের মাত্রাও ঠিক রয়েছে অভিনেতার। মূত্রনালীর সংক্রমণও কমেছে।বর্তমানে অভিনেতা করোনা মুক্ত তাকে কোভিড আইটিইউ থেকে স্থানান্তরিত করা হল নন-কোভিড আইটিইউতে।ওষুধেও সাড়া দিচ্ছেন অভিনেতা।বর্তমানে অভিনেতাকে মিউজিক থেরাপিতে রাখা হয়েছে বলে খবর।

প্রসঙ্গত, ৬ অক্টোবর অভিনেতার পরিবারের সদস্যরা সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়কে ইএম বাইপাসের ধারে বেলভিউ হাসপাতালে ভর্তি করে।

ঢেকিয়াজুলিতে ট্রাক-টাটা সুমোর মুখোমুখি সংঘর্ষ, হত শিশু-মহিলা সহ চার

ঢেকিয়াজুলি (অসম), ১৫ অক্টোবর (হি.স.) : এক মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনায় শিশু ও মহিলা সহ ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়েছে চারজনের। ঘটনা আজ বৃহস্পতিবার মধ্য অসমের শোণিতপুর জেলার অন্তর্গত ঢেকিয়াজুলির রবরটলায় ট্রাক এবং যাত্রীবাহী টাটা সুমোর মুখোমুখি সংঘর্ষে সংঘটিত হয়েছে। একই দুর্ঘটনায় আরও আটজন আহত হয়েছেন। তাদের মধ্যে দুজনের অবস্থা সংকটজনক বলে জানা গেছে। আহতদের তেজপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে ভরতি করা হয়েছে। নিহত ও আহতদের সকলেই নিম্ন অসমের ধুবড়ির বাসিন্দা বলে পরিচয় পাওয়া গেছে। নিহতদের আবদুল আজিজ খান, বাবুল আলি, খুজেদা বিবি এবং আরিফুল হক বলে শনাক্ত করা হয়েছে।

জানা গেছে, এএস ১৭ ডি ৭৫৮৩ নম্বরের একটি টাটা সুমো ভাড়া করে ধুবড়ি থেকে উজান অসমের যোরহাটের উদ্দেশে রওয়ানা হয়েছিলেন একই পরিবারের কয়েকজন সদস্য। কিন্তু মধ্য অসমের ঢেকিয়াজুলির রবরটলায় নাগাল্যান্ডের রেজিস্ট্রেশনভুক্ত এনএল ০১ কে ১৮২৩ নম্বরের একটি ট্রাকের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয় যাত্রীবাহী টাটা সুমোর। প্রচণ্ড সংঘর্ষে ঘটনাস্থলেই মর্মান্তিক মৃত্যু হয় আবদুল আজিজ খান, বাবুল আলি, খুজেদা বিবি এবং আরিফুল হকের। পরে স্থানীয় মানুষের সহযোগিতায় নিহতদের উদ্ধার করে ময়না তদন্ত এবং আহতদের চিকিৎসার জন্য তেজপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠিয়েছে পুলিশ।

হীরের গয়নার চাহিদা বৃদ্ধি, মুখে হাসি সুরাটের শিল্পীদের গালে

সুরাট, ১৫ অক্টোবর (হি. স.): লকডাউন পরিস্থিতি কাটিয়ে ওঠার পর ফের স্বমহিমায় ফিরে এসেছে গুজরাটের সুরাটে হীরা ব্যবসা।আসন্ন দীপাবলি উপলক্ষে এশীয় দেশগুলিতে হীরা পালিশের চাহিদা বেড়ে যাওয়ায় ব্যবসায়ী এবং হীরা শিল্পীদের মুখে ফাঁসি এবং হৃদয় স্বস্তি ফিরে এসেছে।আসন্ন উৎসবের মৌসুমগুলিতে হীরের গয়নার চাহিদা ৮৩ শতাংশ বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।এর থেকে ১২ হাজার কোটি টাকার ব্যবসা হতে পারে বলে আশা প্রকাশ করা হচ্ছে। করোনা সংকটকালের মধ্যে মাত্র ৮০ শতাংশ শিল্পী এবং কর্মকারদের নিয়ে সুরাটে ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে হীরের ব্যবসায়ীরা। দেওয়ালি উপলক্ষে চাহিদা আরও বৃদ্ধি পাবে।ফলে পাল্লা দিয়ে বেড়ে চলেছে কাজের চাপ।

এই প্রসঙ্গে জেমস এন্ড জুয়েলারি এক্সপোর্ট প্রমোশন কাউন্সিলের অধ্যক্ষ দীনেশ নবাডিয়া বৃহস্পতিবার জানিয়েছেন, ২০১৯ সালের এপ্রিল থেকে ২০২০ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত কিরে ব্যবসায় ৩৭ শতাংশ পতন হয়েছিল। কিন্তু এর মধ্যে ৮৩ শতাংশ কভার করা গিয়েছে।ভারতের মধ্যে হীরের বাজার খুব ভালো পর্যায়ে রয়েছে এখন শ্রমিকদের চাহিদাও বেড়ে চলেছে। হীরের আন্তর্জাতিক বাজারে ইতিবাচক পরিবর্তন লক্ষ্য করা গিয়েছে বর্তমান সময়।

দক্ষিণ শালমারায় বাংলাদেশে পাচারের পথে নৌকা বোঝাই ১৩টি গরু উদ্ধার

দক্ষিণ শালমারা (অসম), ১৫ অক্টোবর (হি.স.) : দক্ষিণ শালমারা-মানকাচর জেলার দক্ষিণ শালমারা থানার পুলিশ বাংলাদেশে পাচারের পথে ১৩টি গরু উদ্ধার করেছে। গরুগুলি ব্রহ্মপুত্র নদের ওপারে বাংলাদেশে পাচারের সময় অভিযান চালিয়ে উদ্ধার করেছে পুলিশ।

দক্ষিণ শালমারা থানার ওসি অতুল রায়প্রধানির কাছে জানা গেছে, আজ বৃহস্পতিবার দুপুরের দিকে ধুবড়ি জেলার ব্রহ্মপুত্র নদ দিয়ে নাতিনে আলগা চর থেকে বাংলাদেশে পাচার করা হচ্ছিল গরুগুলি। দক্ষিণ শালমারা গরু পাচারে ব্যবহৃত যন্ত্রচালিত একটি নৌকা বাজেয়াপ্ত করেছে। তবে পুলিশ দেখে ব্রহ্মপুত্রে ঝাঁপ মেরে পালিয়েছে গরু পাচারকারীরা। পুলিশ উদ্ধারকৃত ১৩টি গরুকে বালাডোবা খোয়াড়ে নিয়ে রেখেছে।

প্রসঙ্গত, মঙ্গলবার (১৩ অক্টোবর) ধুবড়ি জেলারই ফকিরগঞ্জ থানা এলাকার মাটিফাটায় ব্রহ্মপুত্রের বুকে অভিযান চালিয়ে একটি যন্ত্রচালিত নৌকা বোঝাই চোরাই ৫০টি গরু সহ জনৈক শুকুর আলি (৩৮) নামের পাচারকারীকে গ্রেফতার করেছিল দক্ষিণ শালমারা পুলিশ।

বৃহস্পতিবার আগরতলায় জিবি হাসপাতালের রোগী কল্যাণ সমিতির সদস্যদের নিয়ে এক বৈঠকে সাংসদ প্রতীমা ভৌমিক। ছবি- নিজস্ব।

পুজোর মঞ্চকে ব্যবহার করে রাজনীতি করা হচ্ছে, ভারচুয়াল উদ্বোধন নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে একহাত সুজনের

কলকাতা, ১৫ অক্টোবর (হি স): হাতে গুনে আর মাত্র কয়েকদিন তারপরেই উমা পাড়ি দেবেন মর্তে। চলতি বছর করোনা আবহে পুজোর উদ্বোধন ভার্চুয়ালি করছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। গতকাল এবং আজ বৃহস্পতিবারও নবান্ন থেকে ভার্চুয়ালি পুজোর উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী। আর তারপরেই ”পুজোর মঞ্চকে ব্যবহার করে রাজনীতি করা হচ্ছে” মুখ্যমন্ত্রীকে এক হাত বাম পরিষদীয় দল নেতা সুজন চক্রবর্তীর।

এই প্রসঙ্গে সুজন চক্রবর্তী আরও বলেন, ”মুখ্যমন্ত্রী ঘেরাটোপের মধ্য থেকে ভার্চুয়ালি উদ্বোধন করলেও যে পুজোর উদ্বোধন হচ্ছে সেখানে প্রচুর মানুষ জমায়েত হচ্ছে। তাদের বিপদ বাড়ছে। এটা বাস্তবে পুজো বা উৎসব নয়, এটা আসলে পুজোর মঞ্চকে ব্যবহার করে রাজনীতি করা হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রীর এই আচরণ শারদোৎসবের কৌলিন্যকে নষ্ট করছে। পুজোর পর কোভিড সংক্রমণ বাড়লে তার দায় মুখ্যমন্ত্রীকেই নিতে হবে”।

আগামীকাল ফল প্রকাশ নিটের

কলকাতা, ১৫ অক্টোবর (হি. স.): আগামীকাল ফল প্রকাশ হতে চলেছে নিটের। শুক্রবার সকাল থেকেই দ্রঙ্খ.থত্ত্বদ্র এবং দ্রঙ্খদ্রত্রএ্ঠ.দ্ব্রত্ত্বদ্র এই দুই ওয়েব সাইটের মাধ্যমে ফলাফল জানতে পারবেন পরীক্ষার্থীরা।

করোনা আবহে বহু বিতর্কের মধ্যে ১৩ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হয়েছিল নেশনাল এলিজিবিলিটি এন্ট্রান্স টেস্ট। পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছিল প্রায় ১৪.৩৭ লক্ষের বেশি পরীক্ষার্থী। সেই ফলাফলই আগামীকাল প্রকাশ করতে চলেছে ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি।

দ্রঙ্খ.থত্ত্বদ্র এবং দ্রঙ্খদ্রত্রএ্ঠ.দ্ব্রত্ত্বদ্র এই দুই ওয়েব সাইটে দেখা যাবে ফলাফল। পরীক্ষার্থীদের এই লিঙ্ক দুটি দিয়ে ওয়েবসাইটে ঢুকে ডাউনলোড রেজাল্ট লিঙ্ক এ ক্লিক করতে হবে প্রথমে। এরপর রেজিস্ট্রেশন নাম্বার রোল রোল নম্বর দিতে হবে। হলে ফলাফল পেয়ে যাবে পরীক্ষার্থীরা।

প্রসঙ্গত অনেক পরীক্ষার্থী কনটেইনমেন্ট জোন এলাকায় থাকায় সেই দিন পরীক্ষা দিতে আসতে পারেননি। তাদের জন্য সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে পুনরায় ১৪ অক্টোবর অর্থাৎ গতকাল সেই পরীক্ষার দিন ঠিক করেছিল।

ক্যানিংয়ে ভার্চুয়াল দুটি পুজোর উদ্বোধন করলেন মুখ্যমন্ত্রী

ক্যানিং, ১৫ অক্টোবর (হি. স.): বৃহস্পতিবার বিকেলে রাজ্যের বিভিন্ন জেলার পাশাপাশি ক্যানিংয়ের দুটি দুর্গাপুজো ও ভার্চুয়াল ভাবে উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। করোনা সংক্রমণের কারনে মুখ্যমন্ত্রী ভার্চুয়াল পদ্ধতিতে পুজো উদ্বোধন করলেও ক্যানিংয়ের গান্ধীকলোনি সার্বজনীন দুর্গাউৎসব কমিটির মন্ডপে এই ভার্চুয়াল উদ্বোধন দেখতেই নেমেছিল মানুষের ঢল। উধাও শারীরিক দূরত্ব বিধি। যে দুটি পুজো মন্ডপ এদিন উদ্বোধন হয়, সেখানে এদিন ক্যানিং মহকুমা প্রশাসনের আধিকারিক, স্থানীয় বিধায়করা ও উপস্থিত ছিলেন। ক্যানিং গান্ধীকলোনির মণ্ডপে মহকুমা শাসক রবি প্রকাশ মিনা, বিধায়ক শ্যামল মন্ডল, আই সি ক্যানিং আতিবুর রহমান নিজে উপস্থিত ছিলেন। তবুও পুজো উদ্বোধনের মুহূর্তে সেখানে যেন এলাকার মানুষের ঢল নেমেছিল। ক্ষনিকের জন্য উধাও হয়ে গিয়েছিল সমস্ত স্বাস্থ্যবিধি। যে সংক্রমণ এড়াতে মুখ্যমন্ত্রী ভার্চুয়াল উদ্বোধনের পথ নিয়েছেন বাস্তবে এই মন্ডপে তা কতটা ফলপ্রসূ হয়েছে তা নিয়েই প্রশ্ন উঠেছে। এ বিষয়ে বিধায়ক বলেন, “সকলেই দূরত্ব বজায় রেখে এখানে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়েছিলেন। স্বাস্থ্যবিধি মেনেই সব হয়েছে।” মহকুমাশাসক রবিপ্রকাশ মিনা বলেন, “মণ্ডপে সবই ঠিক ছিল। কিন্তু উদ্বোধনের সময় কিছু উৎসাহী মানুষ এসে পড়েছিলেন। তবে মন্ডপে মাস্ক, স্যানিটাইজার সবকিছুর ব্যবস্থাই ছিল।” এবিসয়ে এই পুজোর উদ্যোক্তা কলাকল্প ক্লাবের সদস্যরা বলেন।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

পশ্চিমবঙ্গে দৈনিক সংক্রমনে নয়া রেকর্ড, একদিনে আক্রান্ত ৩৭২০

কলকাতা, ১৫অক্টোবর (হি. স.): আবার দৈনিক সংক্রমনে নতুন রেকর্ড তৈরি হল রাজ্যে। গত ২৪ ঘন্টায় রাজ্যে নতুন করে করোনা সংক্রমিত হয়েছেন ৩৭২০জন। সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন ৩১৭৯জন। মৃত্যু হয়েছে ৬২ জনের। গতকালের থেকে কমেছে দৈনিক মৃত্যু। এদিকে গতকালের মত আজকেও মোট পরীক্ষিত নমুনার ৮.০১ শতাংশ মানুষের এদিন সংক্রমিত হয়েছেন। বৃহস্পতিবার স্বাস্থ্য দফতর বুলেটিন সূত্রে অন্তত খবর এমনটাই।

এখন রাজ্যে সক্রিয় চিকিৎসাধীন করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ৩১হাজার ৯৮৪জন। এই পর্যন্ত রাজ্যে মোট করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩লাখ ৯হাজার ৪১৭জন। রাজ্যে মোট করোনা মুক্ত হয়েছেন ২লাখ ৭১হাজার ৫৬৩জন। রাজ্যে করোনা আক্রান্ত হয়ে মোট মৃত্যু হয়েছে ৫৮৭০জনের। এদিকে ফের কমেছে রাজ্যে সুস্থতার হার। এখন রাজ্যে সুস্থতার হার ৮৭.৭৭ শতাংশ।

এদিকে গত ২৪ ঘন্টায় কলকাতা শহরেও রেকর্ড সংখ্যক মানুষ আক্রান্ত হয়েছেন। ৭৮৪ জন নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন কলকাতায়। তাই শহরে মোট কেস বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৬৭হাজার ৪৬৬টি। গত ২৪ ঘন্টায় ৫৩৪জন সুস্থ হয়ে উঠছেন। তাই এখন সুস্থ হওয়ার সংখ্যা মোট ৫৮হাজার ৪১৭জন। গত ২৪ ঘন্টায় মারা গেছে শহরে ১৭জন। তাই এখনও পর্যন্ত কলকাতায় মোট ১৯৪৩জন মারা গেছে করোনা আক্রান্ত হয়ে। বর্তমানে কলকাতায় করনা আক্রান্ত সক্রিয় চিকিৎসাধীন রয়েছেন ৭১০৬জন। এদিকে রাজ্যে সংক্রমনের নিরিখে কলকাতার পরেই রয়েছে উত্তর চব্বিশ পরগনা। ওই জেলায় একদিনে আক্রান্ত হয়েছেন ৭৬৩জন। সুস্থ হয়ে উঠছেন ৫৫৬জন।

এদিনের বুলেটিনে আরও জানানো হয়েছে, গত ২৪ ঘন্টায় রাজ্যে ৪২ হাজার ৬৫৩টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। এই পর্যন্ত রাজ্যে মোট নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে ৩৮লাখ ৬১হাজার ৯৫টি। এখন রাজ্যে ৯২টি ল্যাবরেটরীতে নমুনা পরীক্ষা করা হচ্ছে।

মাদক ও প্রচুর টাকাসহ ধৃত তিন

বারুইপুর, ১৫ অক্টোবর (হি. স.): দুর্গাপুজোর আগেই বড়সড় সাফল্য বারুইপুর জেলা পুলিশের। গোপনসূত্রে খবর পেয়ে বারুইপুর পুলিশ জেলার স্পেশাল অপারেশান গ্রুপ ও বারুইপুর থানার পুলিশ যৌথভাবে তল্লাশি অভিযান চালিয়ে পাঁচ লক্ষ টাকা বাজার মূল্যের প্রায় চারশো গ্রাম হেরোইন ও নগদ প্রায় ছয় লক্ষ টাকা উদ্ধার করল। এই ঘটনায় এক মহিলা সহ মোট তিনজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। বারুইপুর থানার অন্তর্গত বেতবেরিয়া রেল স্টেশান লাগোয়া এলাকা থেকে এদেরকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। পুলিশ সূত্রের খবর, বেশকিছু দিন ধরেই বারুইপুর পুলিশ জেলার স্পেশাল অপারেশান গ্রুপের কাছে খবর আসছিল যে এই এলাকায় হেরোইন পাচার চক্র যথেষ্ট সক্রিয় হয়ে উঠেছে। এলাকায় মাদক দ্রব্যের ব্যবসা ও চলছে রমরমিয়ে। সেই খবর অনুযায়ী ঘটনার তদন্তে নামে পুলিশ। তদন্তে নেমে বৃহস্পতিবার বিকেলে শিউলি বিবি, জনাব আখন্দ ও মহসিন লস্কর নামে তিনজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান শিউলি বিবি হচ্ছেন এই হেরোইনের মূল ডিলার। তাঁর কাছ থেকে জনাব আখন্দ হেরোইন নিয়ে বিভিন্ন খরিদ্দারের কাছে সাপ্লাই করতো। অন্যদিকে মহসিন লস্কর জনাবের কাছ থেকে হেরোইন নিয়ে অন্যত্র পাচার করতো। ধৃতদের কাছ থেকে মোবাইল ফোন ও একটি মোটর বাইক ও উদ্ধার করেছে পুলিশ। শিউলি বিবির বাড়ি ক্যানিং থানার তালদিতে হলেও সে এই হেরোইন ব্যবসার জন্য বেতবেরিয়া স্টেশানের কাছে থাকত বলে জানিয়েছে পুলিশ। অন্য দুই ধৃতের বাড়ি জীবনতলা থানার নারায়নপুর ও বাঁশড়া এলাকায়। ধৃতদের বিরুদ্ধে এন ডি পি এস অ্যাক্টে মামলা দায়ের করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে বারুইপুর থানার পুলিশ। ধৃতদের শুক্রবার বারুইপুর মহকুমা আদালতে তোলা হবে। এই মাদক ব্যবসার সাথে আর কে বা কারা জড়িত সে বিষয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। বারুইপুর পুলিশ জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ইন্দ্রজিৎ বসু বলেন, “ বেশ কিছুদিন ধরেই আমাদের কাছে খবর ছিল মাদক ব্যবসা এই এলাকায় চলছিল। এদিন মাদক পাচারের সময় বারুইপুর থানার পুলিশ দুষ্কৃতীদের হাতে নাতে ধরে ফেলে। এদের কাছ থেকে প্রচুর মাদক ও নগদ টাকা উদ্ধার হয়েছে। এই কারবারে আর কারা কারা জড়িত সে বিষয়ে তদন্ত চলছে।’

অভিযোগ লকেটের

পাচের পাতার পর

বৃহস্পতিবার লকেট চট্টোপাধ্যায় এক সাংবাদিক সম্মেলনে অভিযোগ করেন, “শনিবার বিস্ফোরণের পর বিকেলে আমরা মিছিল করে ঘটনাস্থলে যাই। ১৪৪ ধারা না থাকা সত্বেও আমাদের পথে আটকে দেওয়া হয়। তবু আমরা যাই। স্থানীয় যেসব মহিলারা আমাদের কাছে এসেছিলেন সেই রাতে এবং গতকাল তাঁদের ওপর স্থানীয় তৃণমূলের সমর্থকরা হামলা করেছে। বাড়িতে ঢুকে মারধর করা হয়। ঘটনার মূল অভিযুক্ত ওই ক্লাবের কর্তা রাজু নস্কর পলাতক।

নির্যাতিতা বেশ কয়েকজন মহিলার নামোল্লেখ করে ও তাঁদের ছবি দেখিয়ে লকেট করেন, এলাকায় ওঁদের ওপর নির্যাতন হয়েছে। এ রাজ্যের মহিলারা বামেদের হঠিয়ে মহিলা মুখ্যমন্ত্রী এনেছিলেন। সেই মহিভারাই দল বেঁধে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে সরাতে ভোট দেবে।

ন্যাশনাল পার্ক

তিনের পাতার পর

পার্কে ঢোকার ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে।

এদিকে রাজ্য পর্যটন দফতরের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, কাজিরঙায় ৯০ শতাংশ পর্যটক বিদেশ থেকে আসেন। কিন্তু অতিমারি করোনা পরিস্থিতির কারণে রাজ্যে পর্যটন শিল্পে প্রচুর ক্ষতি হয়েছে। তবে এখন পর্যটকদের জন্য পার্কের গেট খুলে গেলে ক্যাব ড্রাইভার থেকে শুরু করে লজ, রিসর্টগুলোর মালিকপক্ষ চিন্তা মুক্ত হতে পারবেন।

প্রসঙ্গত, অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহে কাজিরঙায় ৬৬ তম বন্যপ্রাণী সপ্তাহ অনুষ্ঠিত হয়ে যায়। কোভিড প্রটোকল মেনে সজাগতা অভিযান সমেত বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে।

পার্থ

তিনের পাতার পর

এর পরেই পার্থবাবু বলেন, ”দুর্গা পুজো শুধু বাঙালির উৎসব না জাতীয় উৎসব। তাই সমস্ত রকম স্বাস্থ্যবিধি মেনে যাতে করা যায় সেদিকে আমরা সকলের নজর রেখেছি। দুর্গাপূজা কোনও ভাবে সংক্রমিত না করতে পারে সরকার যথেষ্ট সচেতন। পাশপাশি ক্লাব এবং যারা দুর্গা পুজো করছেন তারাও সচেতন। সচেতনতা মধ্য দিয়ে দুর্গাপূজা হবে এবং হচ্ছে। সেটাই স্বাভাবিক। তবে প্রশাসন ও নবান্ন এবং স্বাস্থ্য দফতর পুরো বিষয়টার ওপর নজর রাখছে। নিয়ন্ত্রণ করার জন্য যা যা প্রযোজনীয় পদক্ষেপ তা গ্রহণ করবে।”

অন্যদিকে, এদিন বিজেপির কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক কৈলাশ বিজয়বর্গিয় অভিযোগের জবাব পার্থ বলেন, ”জবাব দেওয়ার তো কোন প্রশ্নই নেই। যে কেউ যেকোনও অভিযোগ তুলতে পারে। কিন্তু সব কিছুর উত্তর দিতে হবে এমন কোনও বাধ্যবাধকতা নেই।” কৈলাস বিজয়বর্গীয় অভিযোগ করেছিলেন তৃণমূল বিজেপি নেতাদের মারার জন্য বাংলাদেশ থেকে সারপ শ্যুটার আমদানি করছে এ রাজ্যে।

অন্যদিকে, রাজ্যপাল জগদীপ ধনকরকে ও এদিন কড়া ভাষায় আক্রমণ করেন পার্থ চট্টোপাধ্যায়। তিনি বলেন, ”রাজ্যপাল আগে মাথাটা ঠিক করাক। তারপর উত্তর দেব। যার মাথা ঠিক নেই তার কথার উত্তর দেওয়ার কোন মানে নেই।” এদিন রাজ্যপাল জগদীপ ধনকর টুইট করে অভিযোগ করেছিলেন পশ্চিমবঙ্গ সন্ত্রাসবাদের স্বর্গরাজ্য হয়ে উঠেছে আর তাতেই এদিন পাল্টা মন্তব্য করেন পার্থ চট্টোপাধ্যায়।

মঙ্গলকোটে পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু বাবার, জখম ছেলে

বর্ধমান, ১৫ অক্টোবর (হি. স.) : পূর্ব বর্ধমানের মঙ্গলকোট থানার বনকাপাসি বাস স্ট্যান্ডের কাছে পুজোর জামাকাপড় কিনতে যাওয়ার পথে পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল বাবার। দুর্ঘটনায় গুরুতর জখম হয়েছেন ছেলে। তাঁদের বাড়ি মুর্শিদাবাদ জেলার সালার থানার সালিন্দা গ্রামে। বৃহস্পতিবার দুর্ঘটনাটি ঘটে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় মঙ্গলকোট থানার পুলিশ। ঘাতক গাড়ি সহ চালক পলাতক।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতের নাম সুযেন মণ্ডল (৪৫)। আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাঁর ছেলে অনিমেষ মণ্ডল বর্ধমান মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। এদিন সকালে বাইকে করে বাবা ও ছেলে পুজোর জামাকাপড় কিনতে বর্ধমানে যাচ্ছিলেন। পথে মঙ্গলকোটের বনকাপাশি বাস স্ট্যান্ডের কাছে একটি ছোট মালবাহী গাড়ি তাঁদের বাইকে সজোরে ধাক্কা মারলে বাবা ও ছেলে রাস্তায় ছিটকে পড়েন। পুলিশ ও স্থানীয় মানুষ তাঁদের উদ্ধার করে কাটোয়া মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক সুযেন মণ্ডলকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। শারীরিক অবস্থা সংকটজনক হওয়ায় অনিমেষ মণ্ডলকে বর্ধমান মেডিকেলে স্থানান্তরিত করা হয়। ঘটনার তদন্ত করছে মঙ্গলকোট থানার পুলিশ।

ঝাড়গ্রাম শহরের সাতটি পুজোর উদ্বোধন করলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী

ঝাড়গ্রাম, ১৫ অক্টোবর (হি. স.) : ঝাড়গ্রাম শহরের সাতটি পুজোর উদ্বোধন করলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বৃহস্পতিবার ভার্চুয়াল ভাবে এই পুজা গুলি উদ্বোধন করেন।আর তাই ঘিরে পুজা কমিটি গুলির উন্মাদনার শেষ নেই। এদিন সকাল থেকেই পুজা কমিটি গুলির উদ্যোক্তাদের মধ্যে তোড় জোরের শেষ ছিল না।শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি ছিল তুঙ্গে।

এদিন ঝাড়গ্রাম শহরের বিভিন্ন ওয়ার্ডের মোট সাতটি সর্বজনিন পুজার উদ্বোধন হয় ভার্চুয়ালি।এদিন উদ্বোধন হলে গেল পুরাতন ঝাড়গ্রাম সর্বজনিন দূর্গোৎসব পুজা কমিটি,ঘোড়াধরা সর্বজনিন দূর্গপুজা কমিটি, পূর্বাশা কদমকানন দূর্গাপুজা,রঘুনাথপুর সর্বজনিন দূর্গোৎসব কমিটি, তিলত্তমা মহিলা কালচারাল ক্লাব রঘুনাথপুর,জামদা সর্বজনিন দূর্গোৎসব কমিটি(উত্তরায়ন),বাছুরডোবা সর্বজনিন দূর্গ পুজা কমিটি(ইয়ং ইলেভেন ক্লাব) এই সাতটি পুজার উদ্বোধন হয়ে গেল এদিন মুখ্যমন্ত্রীর হাত ধরে।ঘোড়ধরা সর্বজনিন দূর্গপুজা কমিটির সম্পাদক উজ্জ্বল পাত্র বলেন “ আমরা আপ্লুত,গর্বিত মুখ্যমন্ত্রী আমাদের পুজা উদ্বোধন করেছেন।আমরা রাজ্য সরকারের নির্দেশ মতো সব রকম বিধি মনে পুজা পরিচালনা করব।সমাজিক দূরত্বের বিষয়টি বিশেষ করে নজরে রাখব।” পুরাতন ঝাড়গ্রাম সর্বজনিন দূর্গোৎসব পুজা কমিটির সম্পাদক অরণ্য হাজরা বলেন “ আমাদের খুবই ভাল লাগছে।বর্তমান কভিট পরিস্থিতিতে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী আমাদের পুজা ভর্চুয়ালি উদ্বোধন করলেন।আমরা আশা করব পরের বছর ওনাকে যাতে সশরীরে পাওয়া যায়। স্বাস্থ্য বিধি মেনেই সব কিছু করা হবে।’

উত্তরপ্রদেশের আইন-শৃঙ্খলার অবনতি নিয়ে নিন্দায় সরব কংগ্রেস

লখনউ, ১৫ অক্টোবর (হি. স.): উত্তরপ্রদেশে বেড়ে চলা অপরাধের ঘটনা নিয়ে নিন্দায় সরব কংগ্রেস। সম্প্রতি সামাজিক মাধ্যমে রাজ্যের বালিয়া জেলায় এক বিজেপি বিধায়কের ঘনিষ্ঠ ডিএসপি উপস্থিতিতে এক ব্যক্তিকে গুলি করার অভিযোগ উঠেছে।এই ঘটনার জন্য রাজ্য বিজেপিকে দায়ী করেছে কংগ্রেস।শতাব্দীপ্রাচীন দলটির মুখপাত্র রণদীপ সিং সুরজেওয়ালা জানিয়েছেন যে উত্তরপ্রদেশে গুন্ডাগিরি করার লাইসেন্স বিজেপি নেতাদের দেওয়া হয়েছে।

উত্তরপ্রদেশে বিজেপি নেতা এবং কার্যকর্তাদের গুন্ডাগিরি করার লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে। শাসক নিজেই যখন অপরাধী।তখন অপরাধের দাস হয়ে যায় আইন। এমন পরিস্থিতিতে সংবিধানকে লঙ্ঘন করায় রাজ ধর্মে পরিণত হয় বলে চাঞ্চল্যকর দাবি করেছেন রণদীপ সিং সুরজেওয়ালা। উল্লেখ করা যেতে পারে, কিছুদিন আগেই হাথরাস গণধর্ষণ কাণ্ড নিয়ে নিন্দায় সরব হয়েছিলেন কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি রাহুল গান্ধী।

বোসপুকুরে দুটি পুজো মন্ডপের দ্বার খুললেন মুখ্যমন্ত্রী

কলকাতা, ১৫ অক্টোবর (হি স): শহরজুড়ে পুজো পুজো রব। চারদিকের হই হট্টগোলই বলে দিচ্ছে পুজো এসে গিয়েছে। আর মাত্র কয়েকটা দিন তারপরেই মণ্ডপে মণ্ডপে রাজ করবেন মা দুর্গা। আর তাই পুজোর আগেই আজ বৃহস্পতিবার বোসপুকুরে দুটি পুজো মন্ডপের দ্বার খুললেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

চলতি বছর করোনা আবহে সবকিছুতেই পড়েছিল ভাঁটা। অদৃশ্য ভাইরাসের আতঙ্কে মন খারাপ ছিল শহরবাসীর। কিভাবে সম্ভব পুজো সেই চিন্তায় কপালে ভাঁজ পড়েছিল সকলের। যদিও সেই সব চিন্তার অবসান ঘটিয়ে চলতি বছরেও হচ্ছে পুজো। তবে, এই বছর একাধিক নিয়ম মেনে করা হচ্ছে পুজো। চলতি বছর পুজো প্যান্ডেলে যাওয়ার ক্ষেত্রে দর্শনার্থীদের পড়তে হবে মাস্ক মানতে হবে সামাজিক দূরত্ব। দর্শনার্থীরা আগে থেকেই যাতে পুজো দেখতে পারেন তাই আজ বৃহস্পতিবার বোসপুকুর শীতলামাতা সর্বজনীন দূর্গোৎসবের ও বোসপুকুর তালবাগান দূর্গোৎসবের উদ্বোধন করলেন মুখ্যমন্ত্রী।

নবান্ন থেকে জবাব না মেলায় পুজোর আগে চলবে না লোকাল ট্রেন, জানালো রেল কর্তৃপক্ষ

কলকাতা, ১৫ অক্টোবর (হি স): কিছু স্পেশাল ট্রেন চললেও বর্তমানে বন্ধ লোকাল ট্রেন। পুজোর আগে কোন ভাবে লোকাল ট্রেন চলবে কিনা সেই নিয়ে শুরু হয়েছে জোর জল্পনা। কিন্তু সেই জল্পনা উস্কে পুজোর আগে চলবে না লোকাল ট্রেন বৃহস্পতিবার সাফ জানালেন শিয়ালদহ ডিভিশনের বিভাগীয় রেল আধিকারিক এসপি সিং।

শিয়ালদহ ডিভিশনের বিভাগীয় রেল আধিকারিক এসপি সিং জানান, ”গত মঙ্গলবার লোকাল ট্রেন চালানো নিয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য রাজ্যের সঙ্গে বৈঠকে বসার প্রস্তাব দেওয়া হলেও সেই চিঠির জবাব বৃহস্পতিবারও রেলের দফতরে এসে পৌঁছয়নি। রাজ্য সরকার জবাব না দেওয়ায় পুজোর আগে চলবে না লোকাল ট্রেন। রাজ্য সরকারের সঙ্গে বৈঠকে ট্রেন চালানোর বিধি নিয়ম ঠিক হওয়ার কথা। সেই বিধি চূড়ান্ত হলে তা কার্যকর করতে রেলের অন্তত ১০ দিন লাগবে”।

রাজ্যপালের

● **প্রথম পাতার পর**

সালের অ্যাক্ট অনুযায়ী অনুমতি দেওয়া যাবে না। কোন উপজাতির জমি অনুপজাতি কিনতে পারবে না। আইন গত ভাবে তাকে রক্ষা করতে হবে। জে ডি মণ্ডল লেখা বইয়ে উদ্দেস্য প্রনেদিত ভাবে রাজ্যের ইতিহাস বিকৃত করা হচ্ছে। তাকে অবিলম্বে বাদ দেওয়া। এই সমস্ত বিষয় নিয়ে এদিন ডেপুটেশন প্রদান করা হয় আই এন পি টি-র পক্ষ থেকে। রাজ্যপাল এই বিষয়ে বিশ্ব বিদ্যালয়ের উপাচার্যের সঙ্গে কথা বলবেন বলে আশ্বাস দিয়েছেন। অন্যান্য দাবি গুলি দেখবেন বলেও তাদের জানিয়েছেন বলে জানান আই এন পি টি-র সম্পাদক জগদীশ দেববর্মা।

সংবাদ

● **প্রথম পাতার পর**

সাড়া দিয়ে রবীন্দ্র ভবনে সম্মুখে শহীদ স্কয়ারে গণঅবস্থানে বসে সংবাদ কর্মীরা।

গণঅবস্থানে উপস্থিত অ্যাসেম্বলি অফ জার্নালিস্টের চেয়ারম্যান সুবল কুমার দে বক্তব্য রেখে বলেন, সংবাদমাধ্যম কোন রাজনৈতিক দলের পক্ষপাতিত্ব নয়। সংবাদমাধ্যম মানুষের হয়ে বিগত দিনেও কাজ করে এসেছে। এবং আগামী দিনেও কাজ করবে। তবে এ ধরনের সাংবাদিক নিগ্রহের ঘটনায় রাজ্যে বিরল বলা যায়। এবং বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী সংবাদমাধ্যমকে যে হুমকি দিয়েছে তা অবিলম্বে প্রত্যাহার করতে হবে। নয়তো এই ধরনের আন্দোলন আগামী দিনে জনস্বার্থে এবং সাংবাদিকদের নিরাপত্তার স্বার্থে অব্যাহত থাকবে বলে তিনি জানান।

শ্রী দে আরও বলেন, মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব গত বিধানসভা নির্বাচনের আগে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন ক্ষমতায় আসার পর রাজ্যে সাংবাদিকদের স্বাধীনতা দেওয়া হবে। কিন্তু, ২০১৮ সালের মার্চ মাসে ক্ষমতায় আসে নতুন সরকার। গত ২ বছর ৫ মাসে রাজ্যের সাংবাদিকরা আতঙ্কের মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন। এই সময়ের মধ্যে ১৭ জন সাংবাদিক আক্রান্ত হয়েছেন। শ্রী দে আরও জানান, রাজ্যের বিভিন্ন মহকুমা থেকে প্রাপ্ত তথ্যে জানা গিয়েছে কর্মরত সাংবাদিকরা প্রতিনিয়ত হুমকির মুখে পড়ছেন।

এদিকে, গণঅবস্থানে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রবীণ সাংবাদি স্রোত রঞ্জন খিসা বলেন, অতীতে রাজ্য সরকারের রোষাণলে পড়েছে ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক জাগরণ। এই সংবাদপত্রের বিজ্ঞাপন বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল।

দিল্লীতে

● **প্রথম পাতার পর**

নিয়ে ইতিবাচক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। বনমন্ত্রী জানিয়েছেন, শ্রী সিং এবং শ্রী পান্ডা দুজনই দাবি গুলি মনযোগ সহকারে শুনেছেন। বনমন্ত্রী জানিয়েছেন, তারা চেয়েছিলেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জে পি নাড্ডার সাথে সাক্ষাত করার। কিন্তু শ্রীনাড্ডা দিল্লির বাইরে অবস্থান করছেন ও তিনি দলীয় কাজে ব্যস্ত থাকায় সাক্ষাতের সময় দিতে পারেননি।

জানা গিয়েছে, মূলত কেন্দ্রীয় সরকারের তরফ থেকে যে মডালিটি কমিটি গঠন করেছিল সেই বিষয়ে দাবী সনদ দেয়া হয়েছে।

মৃত্যু ৬৮০

● **প্রথম পাতার পর**

২৪ ঘন্টায় ১১.৩৬ লক্ষের বেশি করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ১৩ অক্টোবর (বুধবার সারা দিনে) ভারতে ১১,৩৬,১৮৩টি করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। সবমিলিয়ে এ পর্যন্ত দেশে ৯,১২, ২৬,৩০৫টি স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে।

কোভিড-১৯ ভাইরাসকে হারিয়ে ভারতে সুস্থতার সংখ্যা ক্রমশই বাড়ছেই। একইসঙ্গে কমছে সক্রিয় রোগীর সংখ্যাও। বৃহস্পতিবার সকালে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ভারতে মোট আক্রান্তের (৭৩,০৭,০৯৮) ৮৭.৩৬ শতাংশ করোনা-রোগী ইতিমধ্যেই সুস্থ হয়ে উঠেছেন। সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা ৮,১২, ৩৯০ (১১.১২ শতাংশ)। ভারতে মৃত্যুর সংখ্যা ১,১১,২৬৬-তে পৌঁছেছে।

সরকার

● **প্রথম পাতার পর**

তিনি বলেন, দুর্গোৎসবের পর দ্বিতীয় এবং তৃতীয় ধাপে অ্যান্টিবডি টেস্টের জন্য রক্তের নমুনা সংগ্রহের প্রক্রিয়া শুরু হবে। ওই সময় সামনের সারির যোদ্ধা এবং তৃতীয় ধাপে করোনায় আক্রান্ত হয়ে ২৮ দিন অতিক্রান্ত যাঁরা করেছেন তাঁদের নমুনা সংগ্রহ করা হবে। তাঁর দাবি, এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মানুষের দেহে অ্যান্টিবডির পরিমাণ জেনে নেওয়া সম্ভব হবে। তার পর তিনটি ধাপে প্রাপ্ত রিপোর্ট নিয়ে অধ্যায়ন করে করোনা মোকাবিলায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে ত্রিপুরা সরকার।

উত্তেজনা

● **প্রথম পাতার পর**

আহত হয়। স্থানীয় লোকজন তাকে হাসপাতালে নিয়ে যান। ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। এ ব্যাপারে নাবালকের পরিবারের তরফ থেকে হারু মজুমদার এবং পূর্ণিমা মজুমদারের নাম উল্লেখ করে থানায় সুনির্দিষ্ট মামলা দায়ের করা হয়েছে। অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার এবং কঠোর শাস্তি মূলক ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানানো হয়েছে। পুলিশ অভিযুক্ত আরো মজুমদারকে গ্রেপ্তার করেছে। তার স্ত্রী পূর্ণিমা মজুমদার পলাতক।

জলাশয়ে

● **প্রথম পাতার পর**

মদ মত্ত অবস্থায় থাকতো সুধীর দেববর্মা।এবং মদমত্ত অবস্থায় জলাশয় পরে উনার মৃত্যু হয়েছে বলে এলাকাবাসীর ধারনা। সুধীর দেববর্মা পেশায় শ্রমিক ছিলেন। এই ঘটনায় গোটা এলাকায় শোখের ছায়া নেমে আসে।

প্রয়াত কিশোর ভিমানি

কলকাতা, ১৫ অক্টোবর (হি. স.) : বরিষ্ঠ সাংবাদিক, ক্রিকেট ভাষ্যকার কিশোর ভিমানি প্রয়াত হলেন। বয়স হয়েছিল ৮১। প্রায় এক মাস ধরে চিকিৎসা চলছিল দক্ষিণ কলকাতার একটি নার্সিংহোমে। বৃহস্পতিবার সকালে তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন।

জন্ম ১৯৩৯-এর ২৮ ফেব্রুয়ারি। রেখে গিয়েছেন চিরসঙ্গীনী স্ত্রী জনসংযোগ আধিকারিক রীতা, পুত্র আর অনেক গুনমুগ্ধকে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালের পর পড়াশোনা করেছিলেন লন্ডন স্কুল অফ ইকনমিক্সে। সাংবাদিকতা করেছেন বিভিন্ন বিষয়ে। পরে ‘দি স্টেটসম্যান’-এর ক্রীড়া সম্পাদক হন। আজীবন কাজের স্বীকৃতি হিসাবে ২০১৩-তে ‘সেরা সাংবাদিকতা’-র পুরস্কার পান ভারতীয় ক্রিকেট দলের প্রাক্তন অধিনায়ক রবি শাস্ত্রীর কাছ থেকে।টুইটে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন রাজদীপ সরদেশাই। প্রবীন সাংবাদিক চিরঞ্জীব স্মৃতিচারণে জানিয়েছেন, গত শতকে ছয়ের এর দশকের মাঝামাঝি আমরা এক সঙ্গে অশোক কুমার নাইট বিচারবিভাগীয় তদন্তের রিপোর্ট করতাম। পরে কিশোর ক্রীড়া সম্পাদক হন। অনেক দেশে গিয়েছেন। টিভি চ্যানেলে অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিলেন। বিদেশে খুব সুনাম ছিল। সাংবদিকদের নানা সমস্যায় একত্রে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন।

যুবক

● **প্রথম পাতার পর**

বানর ও তোতা পাখি উদ্ধার করে খাঁচা বন্দি অবস্থায়।

জানা যায় বিশ্বজিৎ দেবনাথ এর ছেলে বীরদেন্দু দেবনাথ এই দুটি প্রাণীকে খাঁচা বন্দি করে রেখে বাড়িতে রেখেছিল। খবর পেয়ে বনদপ্তর এর কর্মীরা প্রাণী দুটিকে বাড়ি থেকে তুলে এনে বনদপ্তরে নিয়ে যায়। সেই সাথে গ্রেপ্তার করে বীরদেন্দু দেবনাথকে। রেঞ্জ অফিসার জানায় বন্য আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন দপ্তর।

সঞ্জয় দত্ত

আটের পাতার পর

জানান, আমি শীঘ্রই ক্যান্সার থেকে মুক্তি পাব। অভিনেতা সঞ্জয় দত্তের ফুসফুসে ক্যান্সার ধরা পড়েছিল। ক্যান্সার তৃতীয় পর্যায় বা থার্ড স্টেজে পৌঁছে গিয়েছিল। অবশেষে ক্যান্সারকে হারিয়ে স্বাভাবিক জীবনযাত্রার ফিরতে চলেছেন সঞ্জয় দত্ত। সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে হয়তো নভেম্বর মাসেই সেটে দেখা যাবে মুন্নাভাইকে।

ছুঁইছুঁই

আটের পাতার পর

পর আক্রান্তের সংখ্যা পৌঁছেছে ৩,৮৪,৫৫৯-এ।

বাংলাদেশে বিগত ২৪ ঘণ্টায় সুস্থ হয়েছেন ১,৭৮০ জন। এ পর্যন্ত মোট সুস্থ হয়েছেন ২,৯৯,২২৯ জন। গোটা দেশে সরকারি ও বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় ১০৯টি ল্যাবে নমুনা সংগ্রহ ও পরীক্ষা হয়েছে। গত ২৪ ঘণ্টায় নমুনা সংগ্রহ হয়েছে ১৪,২৬১টি। এ পর্যন্ত নমুনা পরীক্ষা হয়েছে ২১,২৬,৫৫২টি।

ব্রেকিং ব্যাড ও কিছু উপলব্ধি

করোনার দিনে এত আক্রান্ত আর মৃত্যুর খবরে মন খারাপ হওয়াটাই স্বাভাবিক। এর চেয়ে কিছু অনুপ্রেরণার গল্প শুনলে কেমন হয়? আঘাত, চোট, বদভ্যাস থেকে ফিরে আসার গল্প তো অনেকেই আছে খেলার জগতে। তার চতুর্থ পর্বে আজ ছেলেদের টেনিসের কিংবদন্তি আন্দ্রে আগাসি ও সাবেক ভারতীয় অলরাউন্ডার যুবরাজ সিংয়ের গল্প —

তাঁর শেষ দেখেছিল সবাই

সংকটের অবস্থা থেকে ফিরে আসার জিন তাঁর পরিবারেই ছিল। মা এলিজাবেথ বেটি আগাসিই যে ব্রেস্ট ক্যানসারকে হার মানিয়ে ফিরেছিলেন! ছেলে তেমন কোনো জটিল রোগে পড়েননি, কিন্তু নেশার অন্ধকার আর মানসিক অবসাদ কাটিয়ে ওঠাও তো আন্দ্রে আগাসির কোনো গ্র্যান্ড স্লাম জয়ের চেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়!

টেনিসে তিনি কেমন ছিলেন, তা তো যুক্তরাষ্ট্রের টেনিস কিংবদন্তির রেকর্ডই বলে। রড লেভারের পর ওপেন যুগে ছেলেদের এককে চার গ্র্যান্ড স্লামের সবগুলো (ক্যারিয়ার গ্র্যান্ড স্লাম) জেতা দ্বিতীয় খেলোয়াড় তিনি, যে কীর্তি এরপর ছুঁয়েছেন আরও তিনজন। নামগুলো চেনাই --- রজার ফেদেরার, রাফায়েল নাদাল ও নোভাক জোকোভিচ। ছেলেদের এককে ক্যারিয়ার গোল্ডেন স্লাম (ক্যারিয়ার গ্র্যান্ড স্লাম ও অলিম্পিকে সোনার পদক) জেতা দুজনের প্রথম খেলোয়াড় তিনি। অন্যজন? রাফায়েল নাদাল! আর ক্যারিয়ারের গোল্ডেন স্লামের পাশাপাশি এটিপি ওয়ার্ল্ড ট্যুর চ্যাম্পিয়নশিপ যোগ করে নিলে, যেটিকে ক্যারিয়ার সুপার স্লামও বলা হয়? সেখানে আন্দ্রে আগাসি অদ্বিতীয়। এ তো টেনিসে তিনি শেষ পর্যন্ত কী করেছেন, তার বর্ণনা। আর টেনিসে তিনি কেমন হতে যাচ্ছেন, সে ইঙ্গিত সম্ভবত দিয়েছিল আন্দ্রে আগাসির ১৩ বছর বয়সের একটা ঘটনা। ফ্লোরিডাতে টেনিস কোচ নিক বোলেটিয়েরির একাডেমিতে গিয়েছিলেন আগাসি। সেখানে তাঁর তিন মাস থাকার কথা ছিল, বাবা এমানুয়েল মাইক আগাসির পক্ষে এর চেয়ে বেশি খরচ টেনে নেওয়া সম্ভব ছিল না। কিন্তু আগাসিকে খেলতে দেখার ত্রিশ মিনিটের মধ্যেই বোলেটিয়েরি এসে মাইক আগাসিকে বললেন, "আপনি আপনার চেকটা ফেরত নিয়ে যান, ও এখানে বিনামূল্যেই শিখবে।" ১৯৮৬ সালে মাত্র ১৬ বছর বয়সেই পেশাদার টেনিসে অভিষেক আন্দ্রে আগাসির।

গ্র্যান্ড স্লামে সাফল্য অবশ্য সঙ্গে সঙ্গেই আসেনি। ফ্রেঞ্চ ওপেন, ইউএস ওপেনে সেমিফাইনাল, ফাইনালে যাচ্ছিলেন, কিন্তু গ্র্যান্ড স্লামের শিরোপামঞ্চে ওঠা ১৯৯২ উইম্বলডনেই প্রথম। মজার ব্যাপার, টুর্নামেন্টটাতে সবকিছুতে সাদা পোশাকের দৌরাত্ম্যে বিরক্ত আগাসি উইম্বলডনে খেলেননি ১৯৮৮ থেকে ১৯৯০ পর্যন্ত। অস্ট্রেলিয়ান ওপেন তো ক্যারিয়ারের প্রথম আট বছরেই খেলেননি! কে জানে, তা না হলে তাঁর গ্র্যান্ড স্লামের সংখ্যা আরও বাড়ত কিনা! ১৯৯২ উইম্বলডনের দুবছর পর আসে ইউএস ওপেন, তার পরের বছর অস্ট্রেলিয়ান ওপেনও। ১৯৯৬ অলিম্পিকে সোনাও এসেছে।এর পরই ছন্দপতন! সে সময়ের স্ত্রী ব্রুক শিল্ডের সঙ্গে বনিবনা হচ্ছিল না তাঁর, তাতে খেলাটার প্রতিই আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছিলেন। সঙ্গে যোগ হয়েছিল মাদক সেবন। বিখ্যাত টিভি সিরিজ "ব্রেকিং ব্যাডে"র কল্যাণে যেটির নাম অনেকেরই জানা --- ক্রিস্টাল মেথামফেটামিন। সে সময় আগাসি অবশ্য দাবি করেছিলেন, এক বন্ধু জোর করে দিয়েছিলেন সেটা। পেশাদার টেনিসের সংগঠনের (এটিপি) ড্রাগ টেস্টে ধরা পড়লেও আগাসি চিঠি লেখে জানান, তাঁর ওই বন্ধু পানীয়ের মধ্যে সেটা মিশিয়ে দিয়েছিলেন। এটিপি তখন সতর্ক করে ছেড়ে দেয় তাঁকে। কিন্তু পরে আত্মজীবনীতে আগাসি জানান, চিঠিতে মিথ্যা লিখেছিলেন। তিনি আসলেই আসক্ত হয়ে পড়েছিলেন ক্রিস্টালে।যার প্রভাব স্বাভাবিকভাবেই পড়েছে তাঁর পারফরম্যান্সে। জয়ের চেয়ে হারের সংখ্যা বেশি হয়ে গিয়েছিল। যে আগাসি র‍্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষে উঠেছিলেন ১৯৯৫ সালে, ১৯৯৭-তে একটা সময়ে তাঁর র‍্যাঙ্কিং নেমে গিয়েছিল ১৪১-এ! সবাই তখন রায় দিয়ে দিয়েছিল, আগাসি শেষ!কিন্তু ওই যে, শেষের কাছ থেকে ফিরে আসা তাঁর জিনেই যে আছে! ১৯৯৮ সালে কঠোর কন্ডিশনিং প্রোগ্রাম করে মানসিক ও শারীরিকভাবে ঝরঝরে হয়ে ফেরেন। পাঁচটি শিরোপা জিতে সে বছরই র‍্যাঙ্কিংয়ে ১১০ থেকে উঠে আসেন ৬ নম্বরে। ১৯৯৯ ফ্রেঞ্চ ওপেন জয় দিয়ে পূরণ হয় তাঁর ক্যারিয়ার স্লাম। ঝরঝরে হয়ে ফেরার পরের আগাসি কতটা ভয়ঙ্কর ছিলেন, সেটির প্রমাণ সম্ভবত এই যে, ফেরার পর পাঁচটা গ্র্যান্ড স্লাম জিতেছিলেন। ফেরার আগে কয়টা ছিল? ৩!

আনন্দ মিলিয়ে গেল দুঃস্বপ্নে

"এই পথটা আমি চিনি।এই ব্যথাটা আমার জানা। জানি তিনি শেষ পর্যন্ত লড়ে গেছেন। কিন্তু ভাগ্য কারও কারও পাশে থাকে, তাঁরা বেঁচে যান।আর কারও পাশে ভাগ্য থাকে না।"

বিরল ক্যানসারের সঙ্গে যুদ্ধে হার মেনে অভিনেতা ইরফান খান মারা যাওয়ার পর টুইটটা করেছিলেন যুবরাজ সিং। কে জানে, হয়তো নিজের কেমোথেরাপির দিনগুলো মনে পড়ছিল তাঁর। ইরফান খান কী কষ্টের মধ্য দিয়ে গেছেন, তা হয়তো কিছুটা হলেও আঁচ করতে পারছিলেন যুবরাজ। কিন্তু ভাগ্য তাঁর পাশে ছিল।ভারতকে তখনো দ্বিতীয় বিশ্বকাপ জেতানোর আনন্দটা ঠিকভাবে উপভোগ করেছেন কি করেননি, যুবরাজের জীবনে ঝড় হয়ে এল দুঃস্বপ্ন সংবাদটা। বড় চ্যালেঞ্জের সামনে বুক চিতিয়ে দাঁড়ানো তাঁর অভ্যাস। সেটি ২০০০ সালে চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে তাঁর প্রথম ব্যাট হাতে নামার দিন হোক বা টি-টোয়েন্টি-ওয়ানডে বিশ্বকাপে আলো ছড়ানো। তাঁর দারুণ অনেক পারফরম্যান্স ভারতকে ২০০৭ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ এনে দিয়েছে, এর মধ্যে ইংল্যান্ডের স্টুয়ার্ট ব্রডের এক ওভারে ছয় ছক্কার কথা কে ভুলতে পারে! উপমহাদেশেই আয়োজিত ২০১১ ওয়ানডে বিশ্বকাপে ভারতকে শিরোপা এনে দেওয়ার পথে ব্যাটে-বলে বাজিমাত করে টুর্নামেন্টসেরার মুকুটই পরেছেন। তাঁর তো তখন গর্বে-প্রশংসায় ভাসার সময়। অথচ যুবরাজ ভাসলেন সমবেদনার বার্তায়। বিশ্বকাপের সাত মাস পর নভেম্বরে খবর এল, ভারতের বিশ্বকাপ নায়কের ফুসফুসে ব্যতিক্রমী এক টিউমার আছে। তিন মাস পর রাশিয়ার এক ডাক্তার জানালেন সেটি ক্যানসার। তবে সাধারণত ফুসফুসের ক্যানসার যেমন হয়, এটি তেমন নয়। যুবরাজের হয়েছিল সেমিনোমা, প্রাথমিক পর্যায়ে ধরা পড়ায় যেটি থেকে বেঁচে ফেরার হার ৯৫ শতাংশ বলে জানা যায়। যুবরাজ অবশ্য পরে জানান, ২০১১ সালের জানুয়ারিতে দক্ষিণ আফ্রিকা সফরের সময়ই তাঁর বমির সঙ্গে রক্ত গিয়েছিল। ওই অবস্থা নিয়েই বিশ্বকাপ খেলেছেন। সেরা হয়েছেন !ক্রিকেটবিশ্বকে থমকে দেওয়া ওই খবরের সঙ্গে অবশ্য দ্রুতই মানিয়ে নিয়েছেন যুবরাজ। ২০১২ সালের শুরুর দিকে যুক্তরাষ্ট্রে শুরু হয় তাঁর কেমোথেরাপি। তিন ধাপের কেমোথেরাপি শেষে দেশে ফেরেন। ক্রিকেটে ফিরতে অবশ্য বেশি সময় নেননি। ক্যানসারকে পাশ কাটিয়ে কেমোথেরাপির ধকল সারিয়ে ভারতের জার্সিতে আবার তাঁকে মাঠে দেখা গেছে ২০১২ সালের আগস্টেই!

ফেরার পর অবশ্য ব্যাট হাতে ধুকেছেন। মাঝেমধ্যে আলো ছড়ালেও আগের সেই ছন্দে আর ফিরতে পারেননি। দলে আসা-যাওয়ার মধ্যেই ছিলেন। ২০১৭ সালের জুনেই শেষবার ভারতের জার্সিতে খেলেছেন।

তবে ক্যানসার জয় করে আন্তর্জাতিক মঞ্চে ফেরা, ভারতের জার্সিতে ম্যাচ জেতা-জেতানো, এসব তো আছেই। যুবরাজের কাছে এর চেয়েও বেশি গুরুত্ব পায় অবশ্য অন্য দিকটি। জীবনের জয়গান! ২০১৩ সালে হিন্দুস্তান টাইমসে এক সাক্ষাৎকারে তাঁর কথাগুলো যে কারও জন্যই হয়তো প্রেরণার, "আমি এখন আগের চেয়ে বেশি নির্ভার। দেখুন, বয়স যখন কম থাকে, দেশের হয়ে খেলার ইচ্ছা থাকে, ভালো করতে থাকেন, তখন হয়তো কোনো বাধাকেই বাধা মনে হয় না। সে চোট হোক, বা ফর্মহীনতা। এটাতে হয়তো রাগ হতে পারে, বিরক্তি আসতে পারে, হতাশ হতে পারেন। কিন্তু যখন মৃত্যুর মুখোমুখি হবেন, তখন হয়তো জীবনের আসল মূল্যটা বুঝতে পারবেন।"

সেই মূল্যটা কী, সেটাও একটা বড় শিক্ষা যুবরাজের কাছে, "নিঃশ্বাস নেওয়া, খাবার উপভোগ করা, জীবনের ছোট ছোট আনন্দ, ছোট ছোট সহজ ।

গর্ভে সন্তান, এর মধ্যে করোনায় আক্রান্ত

কবে ভ্যাকসিন আসবে, আবিষ্কার হবে করোনাভাইরাসের প্রতিষেধক — সে প্রতীক্ষায় ক্ষণ গুনছে বিশ্ব। দুঃস্বপ্ন হয়ে দেখা দেওয়া এই মহামারি থেকে মুক্তি খুঁজছে সবাই। লাখো প্রাণ কেড়ে নেওয়া এই ভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার অভিজ্ঞতা যে দুঃসহ।শারীরিক কষ্ট তো আছেই, সঙ্গে যোগ হয় মানসিক দুশ্চিন্তা।এর মধ্যে যদি সন্তান গর্ভে থাকা অবস্থায় করোনায় আক্রান্ত হয়, তাহলে দুশ্চিন্তাটা কতগুণ বেড়ে যাবে, তা তো সহজেই কল্পনা করে নেওয়া যায়! জুভেন্টাসের ডিফেন্ডার দানিয়েলে রুগানির বান্ধবীর সে অভিজ্ঞতা হয়েছিল। যে সময়ে তাঁর মনে হয়েছিল, তাঁর মস্তিষ্কে শর্ট সার্কিট হচ্ছে।নামডাক আছে, ইউরোপে এমন ফুটবলারদের মধ্যে সবার আগে করোনায় আক্রান্ত হয়েছিলেন রুগানি। সে সময় আক্রান্ত হন তাঁর বান্ধবী মিশেলা পেরসিকোও। যাঁর গর্ভে অনাগত সন্তান। মার্চের শুরুর দিকে করোনার মৃদু লক্ষণ দেখা দেয় রুগানি-পেরসিকো দুজনেরই।

ইতালিয়ান দৈনিক তুত্তোস্পোর্তে সে সময়ের অভিজ্ঞতা জানাতে গিয়ে পেরসিকো বললেন, "একে তো সন্তান গর্ভে, তারওপর করোনা নিয়ে অনেক কিছু অজানা থাকায়ই তাঁর ভয় আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। আমি এখন ঠিক আছি, সৌভাগ্যবশত আমার শুধু মৃদু কিছু লক্ষণ দেখা দিয়েছে। ঘ্রাণ ও স্বাদ হারিয়ে ফেলেছিলাম, জ্বর ছিল, ক্লান্তি ছিল। অন্য অনেকের তুলনায় দানিয়েলে আর আমি অনেক সৌভাগ্যবান।" ভয়ের কথাও বললেন, "সবচেয়ে বড় ভয়টা ছিল এই যে, আমার গর্ভে সন্তান আছে। দানিয়েলেও অসুস্থ ছিল, আইসোলেশনে ছিল, সে কারণে আমি একা ছিলাম। তারওপর পরিবার নিয়ে দুশ্চিন্তা তো ছিলই। বেরগামো থেকে আমার বাবা-মা বলতেন তাঁরা সব সময় রাস্তায় শুধু অ্যাম্বুলেন্সের সাইরেনই শুনতে পান, আর কিছু না। অথচ তখন মাত্র মার্চের শুরু।"রুগানির করোনায় আক্রান্ত হওয়ার খবর প্রথম শুনে ফুটবলবিশ্ব যেমন উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিল, পেরসিকোর চিন্তা তো আরও বেশিই হওয়ার কথা। সেটি রুগানিকে নিয়ে যেমন, তেমনি নিজেকে আর গর্ভের সন্তানকে নিয়েও। "যেদিন শুনলাম দানিয়েলের টেস্টে পজিটিভ এসেছে, আমি ধরেই নিয়েছি আমারও তা-ই আসবে। এটাতে আমার সন্তানের ওপর কী প্রভাব পড়বে, সেটা ভেবে সে সময় মনে হচ্ছিল আমার মস্তিষ্কে শর্ট সার্কিট হচ্ছে। ভাইরাসটাই এত নতুন, গর্ভাবস্থায় এতে আক্রান্ত হলে কী প্রভাব পড়ে তা তো জানি না। সে কারণে প্রথম কয়েকদিন অনেক ভয়ের ছিল। পরামর্শের জন্য কতজনকেই না ফোন করেছি!"- বললেন পেরসিকো।

ভয়টা কেটেছে ডাক্তারদের কাছ থেকে এই নিশ্চয়তা পাওয়ার পর যে, গর্ভের সন্তানকে নিয়ে ভয় নেই। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমেও রুগানি আর তাঁর জন্য সমবেদনা-প্রার্থনা জানিয়েছেন অনেকে। পেরসিকোর তা মন ছুঁয়ে গেছে, "সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে যে সমর্থন পেয়েছি, তাতে মুগ্ধ আমি। সমর্থনটা শুধু জুভেন্টাস সমর্থকরাই করেননি। রুগানিও ভালোবাসাটা টের পাচ্ছিল। যে ভালোবাসাটা একটা ফুটবল দল ছাপিয়েও অনেক বড় কিছু।"

রামোসের "৯২.৪৮" তাঁর যে সতীর্থের দুঃস্বপ্ন

এখন তাঁরা সতীর্থ, রিয়াল মাদ্রিদের যেকোনো ম্যাচে তাঁরা খুব কাছাকাছিই থাকেন। সার্জিও রামোস সামলান রিয়াল মাদ্রিদের ডিফেন্স, অধিনায়কত্বের বাহুবন্ধনীও তাঁর হাতে। আর থিবো কোর্তোয়া আগলান রিয়ালের গোলবার। কিন্তু সালটা যখন ২০১৪, দুজন ছিলেন দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী দলে। রামোস তো রিয়ালেই ছিলেন, কোর্তোয়া অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদে। ২০১৪ সালে রামোসের ৯২.৪৮ মিনিটের ওই গোলটি যেন এখনো দুঃস্বপ্নের মতো তাড়া করে কোর্তোয়াকে!

ফুটবলের একনিষ্ঠ অনুসারীরা নিশ্চয়ই এতক্ষণে বুঝে গেছেন কোন গোলটির কথা বলা হচ্ছে। ২০১৪ সালের ২৪ মে চ্যাম্পিয়নস লিগের ফাইনালে রামোসের গোলটি। সেদিন অতিরিক্ত সময় শেষে ম্যাচটি রিয়াল ৪-১ গোলে জিতেছিল। তবে এটা বলতে কেউ দ্বিধা করবেন না রিয়ালকে ম্যাচটি আসলে জিতিয়েছিল রামোসের ৯২.৪৮ মিনিটের ওই গোলই। রিয়ালকে এনে দিয়েছিল স্বপ্নের লা দেসিমা।

ম্যাচে তখন যোগ করা সময়ের তৃতীয় মিনিট চলছে, দিয়েগো গোদিনের গোলে তখনো ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে অ্যাটলেটিকো। ঠিক সেই সময়ে টনি ক্রুসের কর্নারে দারুণ হেডে কোর্তোয়াকে ফাঁকি দিয়ে বল জালে জড়ান রামোস। উচ্ছ্বাসে ভাসে রিয়াল। নির্ধারিত সময় শেষে ১-১ সমতা, খেলা গড়ায় অতিরিক্ত সময়ে।

সেই গোলটির কথা কোর্তোয়া ভোলেন কী করে! সম্প্রতি এল মুন্দোকে বলেছেন রিয়ালে খেলার স্বপ্ন কোথায়-কীভাবে দেখতে শুরু করেছেন আর ২০১৪ সালের চ্যাম্পিয়নস লিগের গোল খাওয়াটা কত বড় দুঃস্বপ্নের মতো ছিল!

২০১১ সালে চেলসিতে নাম লিখিয়েছিলেন কোর্তোয়া। সে বছরই তাঁকে ধারে অ্যাটলেটিকোতে পাঠিয়ে দেয় ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের ক্লাবটি। ২০১৪ সালের পর আবার চেলসিতে। তখন থেকেই রিয়ালে খেলার স্বপ্ন দেখতে শুরু করেন, "চেলসির ড্রেসিংরুমে বসে আমরা (কোর্তোয়া ও এডেন হ্যাজার্ড) এখানে খেলার স্বপ্নের কথা বলতাম। দ্য হোয়াইট হাউস, দ্য হোয়াইট হাউস...।" রিয়ালের জার্সির রঙ সাদা কিনা!"হোয়াইট হাউসে" নাম লিখিয়েছেন, রামোস এখন তাঁর সতীর্থ। কিন্তু সেই গোলটির দুঃস্বপ্নের কথা ভোলেননি কোর্তোয়া, "বলটি আমার হাতের খুব কাছে ছিল। ম্যাচটি এখনো আমরা রিয়াল মাদ্রিদ টিভিতে মাঝেমধ্যেই দেখি। আমার জন্য এটা তো দুঃখের।"

কোর্তোয়া যেমন এটা কখনো ভুলতে পারবেন না, ভুলতে পারবে না রিয়ালে কেউ-ই। ওই গোলই যে রিয়ালকে এনে দিয়েছিল চ্যাম্পিয়নস লিগের দশম শিরোপা - লা দেসিমা। এরপর অবশ্য ২০১৬ থেকে ২০১৮ - টানা তিন চ্যাম্পিয়নস লিগ জিতে ইতিহাস গড়েছে রিয়াল। কিন্তু সবকিছুর শুরু হয়তো ওই গোল থেকেই। কে জানে, ১২ বছরের অপেক্ষা ঘোচানো লা দেসিমা না এলে হয়তো রিয়ালের আত্মবিশ্বাসের পারদই এত উঁচুতে উঠত না।আজ সেই গোল আর শিরোপার ষষ্ঠবার্ষিকী। রামোসের গোলটির স্মৃতিচারণা করতে গিয়ে লুকা মদরিচ বলেছেন, "আমি খুব নিশ্চিন্তই ছিলাম। নিশ্চিত ছিলাম, আমরা গোল পাবই। সার্জিও খুব নিখুঁতভাবে বলটি প্লেস করেছে।"

করোনার টিকা নিতে চান না জোকোভিচ

এ যেন 'গাছে কাঁঠাল, গোঁফে তেল' অবস্থা। করোনাভাইরাস সংক্রমণ রোধে টিকা আবিষ্কারের চেষ্টা শুরু হয়েছে, বিভিন্ন দেশে অন্তত ৭০টি টিকা আবিষ্কারের চেষ্টা চলছে কিন্তু আগামী বছরের আগে টিকা আবিষ্কারের আশাবাদ দিচ্ছেন না কেউই। বরং আপাতত ওষুধ বানানোতে মনোযোগ দেওয়ার পরামর্শ দিচ্ছেন অনেকে। আর এখনই কি না টিকা দেওয়া হলে কী হবে, না হবে সেটা নিয়ে ভাবতে শুরু করে দিয়েছেন নোভাক জোকোভিচ।

বিশ্ব টেনিসের বর্তমানের শীর্ষ তারকা যদিও টিকা নেওয়ার বিরোধী। ফলে ভবিষ্যতে টেনিসের বড় টুর্নামেন্টে অংশ নেওয়ার ক্ষেত্রে বিপাকে পড়ে যেতে পারেন জোকোভিচ। রোববার ফেসবুকে লাইভ এক চ্যাটে অংশ নেন ১৭ গ্র্যান্ড স্লামের মালিক। তখন টিকা নিয়ে টেনিস কোর্টে নামার প্রসঙ্গ উঠে এসেছিলাম। এ ব্যাপারে নিজের আপত্তির কথা কোনো রাখঢাক ছাড়াই জানিয়েছেন জোকোভিচ, 'আমি টিকা নেওয়ার বিপক্ষে এবং আমি চাইব না কোথাও যেতে চাইলে কাউকে জোর করে টিকা দেওয়া হোক।'

বিশ্বে এখনো অনেক ব্যক্তি টিকা নিতে চান না। সেটা তাঁদের ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত বলে মেনে নেওয়া হয়। কিন্তু বড় টুর্নামেন্টে সবার স্বাস্থ্যকেই প্রাধান্য দেওয়া হবে। আর সে ক্ষেত্রে খেলার আগে টিকা নেওয়া বাধ্যতামূলক করা হতেই পারে। আর সে ক্ষেত্রে নিজের টেনিস ভবিষ্যৎ নিয়ে নতুন করে ভাববেন 'জোকার'। অন্তত ফেসবুকে সে ইঙ্গিতই দিয়েছেন, 'যদি এটা বাধ্যতামূলক করা হয়, কী হবে? আমাকে একটা সিদ্ধান্ত নিতে হবে। এ ব্যাপারে আমার নিজস্ব ভাবনা আছে। সে ভাবনা কোনো একপর্যায়ে বদলাবে কিনা সেটা অবশ্য জানি না।

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 10/NIeT/EE-KLP/PWD (DWS)/2020-21

The Executive Engineer, DWS Division Kalyanpur, Khowai Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' percentage rate e-tender from the Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Bidders /Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD/ TTAADC/MES/CPWD/Railway/Other State PWD, lip to 3.00 P.M. on 28/10/2020 for the following work:-

Sl No	DNIeT No.	Estimate Cost	Earnest Money	Time for completion	Cost of Bid Fee
1	DNIe-T No: 68/EE-KLP/PWD (DWS)/2020-21	Rs. 24,15,783.00	Rs. 24158.00	180 days	Rs. 1000.00
2	DNIe-T No: 69/EE-KLP/PWD (DWS)/2020-21	Rs. 11,58,947.00	Rs. 11589.00	180 days	Rs. 1000.00
3	DNIe-T No: 70/EE-KLP/PWD (DWS)/2020-21	Rs. 11,58,947.00	Rs. 11589.00	180 days	Rs. 1000.00
4	DNIe-T No: 71/EE-KLP/PWD (DWS)/2020-21	Rs. 11,58,947.00	Rs. 11589.00	180 days	Rs. 1000.00
5	DNIe-T No: 72/EE-KLP/PWD (DWS)/2020-21	Rs. 11,58,947.00	Rs. 11589.00	180 days	Rs. 1000.00
6	DNIe-T No: 73/EE-KLP/PWD (DWS)/2020-21	Rs. 11,58,947.00	Rs. 11589.00	180 days	Rs. 1000.00
7	DNIe-T No: 74/EE-KLP/PWD (DWS)/2020-21	Rs. 11,58,947.00	Rs. 11589.00	180 days	Rs. 1000.00
8	DNIe-T No: 75/EE-KLP/PWD (DWS)/2020-21	Rs. 11,58,947.00	Rs. 11589.00	180 days	Rs. 1000.00
9	DNIe-T No: 76/EE-KLP/PWD (DWS)/2020-21	Rs. 11,58,947.00	Rs. 11589.00	180 days	Rs. 1000.00
10	DNIe-T No: 77/EE-KLP/PWD (DWS)/2020-21	Rs. 11,58,947.00	Rs. 11589.00	180 days	Rs. 1000.00

• Last date and time for document downloading and bidding: 28/10/2020 up to 15:00 hrs
• Time and date of opening of bid: 29/10 '2020 at 16:00 hrs
• Document downloading and biding at application: https://tripuratenders.gov.in
• Class of bidder: Appropriate Class All details are available in the https://tripuratenders.gov.iji
Note : *NO NEGOTIATION WILL BE CONDUCTED WITH THE LOWEST BIDDER*
ICA/C-1839/2020-21

(ER. GOPI MAJUMDER)
Executive Emgineer
DWS Division, Kalyanpur
Khowai Tripura.

ত্রিপুরা সরকার

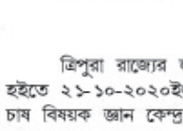

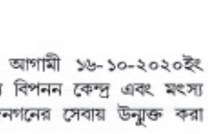

বিজ্ঞপ্তি

ত্রিপুরা রাজ্যের জনগণের সেবায় নিয়োজিত রাজ্যের মৎস্য দপ্তর আগামী ১৬-১০-২০২০ইং হইতে ২১-১০-২০২০ইং তারিখে নিম্নে বর্ণিত খুচরো ও পাইকারি মৎস্য বিপনন কেন্দ্র এবং মৎস্য চাষ বিষয়ক জ্ঞান কেন্দ্র সমূহের শুভ দ্বারোদঘাটন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জনগনের সেবায় উন্মুক্ত করা হচ্ছে ।

দ্বারোদঘাটন অনুষ্ঠানে কর্মসূচী নিম্নে দেওয়া হইল ঃ

১) খুচরো মৎস্য বিপণন কেন্দ্র, জম্পুইজলা	১৬-১০-২০২০ সকাল ১১.০০ ঘটিকায়
২)খুচরো মৎস্য বিপনন কেন্দ্র, উঃ তৈবান্দাল বাজার,মহোনভোগ	১৭-১০-২০২০ দুপুর ১২.০০ ঘটিকায়
৩) খুচরো মৎস্য বিপনন কেন্দ্র, কুমারিয়াকুচা, নলছড়	১৭-১০-২০২০ বিকাল ৩.০০ ঘটিকায়
৪) মৎস্য চাষ বিষয়ক জ্ঞান কেন্দ্র, বিশ্রামগঞ্জ	১৯-১০-২০২০ সকাল১১.০০ ঘটিকায়
৫) খুচরো মৎস্য বিপনন কেন্দ্র, চরিলাম	১৯-১০-২০২০ দুপুর ২.০০ ঘটিকায়
৬) পাইকারি ও খুচরো মৎস্য বিপনন কেন্দ্র, বিশালগড়	১৯-১০-২০২০ বিকাল ৩.৩০ ঘটিকায়
৭) মৎস্য চাষ বিষয়ক জ্ঞান কেন্দ্র, পানিসাগর	২১-১০-২০২০ দুপুর ১২.০০ ঘটিকায়
৮) খুচরো মৎস্য বিপনন কেন্দ্র, জলেবাসা, পানিসাগর	২১-১০-২০২০ বিকাল ২.০০ ঘটিকায়
৯) খুচরো মৎস্য বিপণন কেন্দ্র, ডলুগাঁও, চন্ডীপুর	২১-১০-২০২০ বিকাল ৩.৩০ ঘটিকায়

তারিখ: ১৫-১০-২০২০ ইং

ধন্যবাদান্তে
ডি.কে.চাকমা
মৎস্য অধিকর্তা
গুর্খাবস্তি, পি. এন. কমপ্লেক্স,
আগরতলা, ত্রিপুরা

ICA/D-681/2020-21

বিজ্ঞপ্তি

সর্বসাধারণের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, পর পর চার দিন ২৩-১০-২০২০(মহাসপ্তমী), ২৪-১০-২০২০ (চতুর্থ শনিবার), ২৫-১০-২০২০ এবং ২৬-১০-২০২০ (রবিবার এবং বিজয়া দশমী), সরকারি ছুটি ঘোষণা থাকলেও আগামী ২৪-১০-২০২০ইং (চতুর্থ শনিবার এবং মহাঅষ্টমী) তারিখে ত্রিপুরা সরকারে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের অন্তর্গত সমস্ত স্বাস্থ্য কেন্দ্রের বহির্বিভাগ এবং ডায়াগনস্টিক পরিষেবা খোলা থাকবে।

(ডাঃ শুভাশিস দেববর্মা)
স্বাস্থ্য অধিকর্তা
ত্রিপুরা সরকার

ICA/D-679/2020

The Executive Engineer, Mohanpur Division, PWD(R&B), Mohanpur, West Tripura invites e-tender against press NIT No I7/EE/MNP/PWD (R&B)/2020-21 Dated 09/10/2020
Eor I) Construction of RCC pucca drain from Mohanpur Simna Road to Hari Saha House at Ward No-12 under Mohanpur Municipal Council during the year 2020-21/SH: Construction of RCC Pucca Drain(L=-120.00 Mtr). DNIT No:13/RJDN le-T/SE-IV/PWD(R&B)/2020-21
With Estimated cost:- Rs/-52,97,399.00
Earnest Money:- Rs/-52,974.00
Time of Completion:- 6(Six)months.
II) Periodical renewal of pmgsy road from Agartala Simna road to Barman tilla via iTufania lunga up to Nowagoan chowmuhani (L050) (length=4.34 km) /Sh: Patch repairing to pot holes,carpeting, patch soling, grouting & wbm-3 etc. DNIT No: 15/R/DNIe-T/SE-IV/PWD(R&II)/2020-2 I With Estimated cost:- Rs/-79,01,883.00 Earnest Money: - Rs/-79.018.00 Time of Completion: - 6(Six)months.
• Last Date of bidding for bids — 07/11/2020 upto 15.00Hrs.
For more details kindly visit https:/Itrihur Itcnders.gov.ig
ICA/C-1837/2020-21

Executive Engineer Mohanpur
Division, PWD(R&B) Mohanpur,
West Tripura.

Walk —in-interview

Applications from eligible candidates are invited for the position of Junior Research Fellow (JRF) LJnder the DBT sponsored research project in the Department of Horticulture, College of Agriculture, Tripura, Lembucherra -799210. Project Title: Consortium for managing Indian banana genetic resources. Principal Investigator: Dr. Sukhen Chandra Das Position available: One (01) Junior Research Fellow Fellowship: 1. Rs. 31,000/- plus 8 % HRA p.m. (Rs.33, 480/-) with NET/ GATE qualification. 2. Rs. 25,000 plus 10 % HRA p.m. (Rs.27, 500/-) Professional Degree in Agriculture and Allied Subjects. 3. Rs. 12000/- + 8 % HRA p.m. (Rs 12,960/-) post graduate degree in basic sciences without NET. Essential Qualifications: Post graduate degree (M.Sc.) in Agriculture/ Horticulture/ Agricultural Biotechnology/ Genetics & Plant Breeding/ Fruit Science/ Plant Pathology/ Plant Physiology/ Botany/ Life science/ Biotechnology. Desirable qualification: Candidates with prior research or training experience in the above mention field are preferred. Age:- 24 - 37 years (Relaxation isadmissible in case of SC/ST/OBC as per Government norms). Application and Selec ion Process:- All interested candidates may appear for Walk-in-interview at Department of Horticulture, College of Agriculture, Tripura, Lembucherra-799210 on 22" October, (Thursday) 2020 at 11:00 am. along with biodata and all relevant documents (original + photocopy), publications and two (2) recent passport size photograph. No TA/DA will be paid for appearing in the interview. The undersigned reserves the right to reject the interview without showing any reason.
ICA/D-677/2020-21

Sd (Dr. Debashish Sen)
Principal in-charge College of Agriculture, Tripura.

জাগরণ 16 October, 2020, Friday আগরতলা ১৬ অক্টোবর, ২০২০ ইং, ■ ২৯ আশ্বিন, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, শুক্রবার

■ Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2018- 2020

কালামের জীবনাদর্শ লক্ষ লক্ষ মানুষকে অনুপ্রেরণা যোগায় : প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১৫ অক্টোবর (হি.স.): রাষ্ট্রপতি হিসেবে হোক অথবা একজন বিজ্ঞানী হিসেবে, দেশের প্রগতিতে এ পি জে আব্দুল কালামের অদম্য অবদানকে দেশ কখনই ভুলতে পারবে না। প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি এ পি জে আব্দুল কালামকে জন্মবার্ষিকীতে এভাবেই স্মরণ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, কালামের জীবনাদর্শ লক্ষ লক্ষ মানুষকে অনুপ্রেরণা যোগায়।

১৯৩১ সালের ১৫ অক্টোবর তামিলনাড়ুর রামেশ্বরমে জন্মগ্রহণ করেছিলেন মিসাইল ম্যান এ পি জে আব্দুল কালাম।

২০০২-২০০৭ সাল পর্যন্ত দেশের একাদশতম রাষ্ট্রপতি ছিলেন তিনি।

বৃহস্পতিবার ৮৯ তম জন্মবার্ষিকীতে কালামকে শ্রদ্ধা জানিয়ে টুইটারে প্রধানমন্ত্রী লিখেছেন, ''জন্মজয়ন্তীতে কালামকে শ্রদ্ধার্ঘ্য। রাষ্ট্রপতি হিসেবে হোক অথবা একজন বিজ্ঞানী হিসেবে, দেশের প্রগতিতে এ পি জে আব্দুল কালামের অদম্য অবদানকে দেশ কখনই ভুলতে পারবে না। তাঁর জীবনাদর্শ লক্ষ লক্ষ মানুষকে অনুপ্রেরণা যোগায়।''

বিজেপিকে ক্ষমতাচ্যুত করতে অসমে কংগ্রেসের মহাজোট কতটা প্রভাব ফেলবে সে নিশ্চয়তা নেই, ধারণা বিশ্লেষকদের

গুয়াহাটি, ১৫ অক্টোবর (হি.স.) : ২০২১-এ অসম বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপিকে ক্ষমতাচ্যুত করতে রাজ্যের প্রধান বিরোধী দল কংগ্রেস কোমর কষে মাঠে নেমেছে। প্রদেশ কংগ্রেসের শীর্ষ নেতারা বরাক উপত্যকায় নির্বাচনি ডঙ্কা বাজিয়ে দিয়েছেন। দলীয় নেতারা ইতিমধ্যে বেশ কয়েকটি জনসভায় বরাক উপত্যকার ১৫টি আসনে বিজয়ী হতে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি রিপুন বরা, সাধারণ সম্পাদক পঙ্কজ বরবরা, প্রাক্তন মন্ত্রী রকিবুল হুসেন সহ বেশ কয়েকজন নেতা নানা প্রতিশ্রুতি দিয়ে ভোটারদের মন গলানোর চেষ্টা করছেন। বিশেষ করে কংগ্রেস সরকার গঠন করলে ১০০ দিনের মধ্যে পাঁচগ্রাম কাগজ কল চালু করা, পোয়ামারা চোরাইবাড়ি ৮ নম্বর জাতীয় সড়ক সংস্কার করা এবং করিমগঞ্জে মেডিক্যাল কলেজ স্থাপন সহ নানান প্রতিশ্রুতির মাধ্যমে রিপুন-রকিবুলরা ইতিমধ্যে মহড়া শুরু করে দিয়েছেন।

বিজেপির সঙ্গে রাজনৈতিক মোকাবিলা করতে মহাজোট গঠনের ডাক দিয়েছে কংগ্রেস। বদরউদ্দিন আজমলের এআইইউডিএফ, অখিল গগৈয়ের কৃষক মুক্তি সংগ্রাম সমিতি তথা নব গঠিত 'রাইজর দল'কেও মহাজোটে শামিল হতে কংগ্রেসের পক্ষ থেকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। বদরউদ্দিনের দলের সঙ্গে মিত্রতার জন্য অবশ্য কংগ্রেসের অন্দর মহলে বিদ্রোহের চোরাস্রোত বইতে শুরু হয়েছে। যা নির্বাচনে কংগ্রেসের জন্য হিতে বিপরীত হতে পারে বলে রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা মনে করছেন। মহাজোট গঠন হলে বরাকের ১৫টি আসন পুনরুদ্ধারের স্বপ্ন যে রিপুন-রকিবুলের অধরা থেকে যাবে, তা পরিসংখ্যান ঘাটালেই পরিষ্কার হয়ে যাবে।

বরাক উপত্যকার ১৫টি আসনের মধ্যে সংখ্যালঘু অধ্যুষিত সাতটি আসন আজমলের দলের পক্ষে যাওয়ার পুরোপুরি সম্ভাবনা রয়েছে বলে রাজনৈতিক বিজ্ঞ মহলের ধারণা। বদরপুর ও মধ্য হাইলাকান্দি আসন দুটি কংগ্রেস-এআইইউডিএফের মধ্যে রদবদল হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে বলে আজমলের দলের অন্দর মহলে কানাঘোঁষা চলছে। এআইইউডিএফ-এর দখলকৃত মধ্য হাইলাকান্দি আসন কংগ্রেস চাইতে পারে। ঠিক সেভাবে নিজেদের দখলকৃত বদরপুর আসন আজমলের হাতে কংগ্রেস তুলে দিতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। তাছাড়া দক্ষিণ করিমগঞ্জ, কাটিগড়া, সোনাই, কাটলিছড়া, আলগাপুর আসনগুলো এআইইউডিএফ দাবি করতে পারে।

বিশ্বস্তসূত্রের খবর, রাতাবাড়ি, পাথারকান্দি, উত্তর করিমগঞ্জ, শিলচর, লক্ষ্মীপুর, উধারবন্দ, বড়খলা, ধলাই আসন কংগ্রেস দলের পক্ষে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। উভয় দলের অন্দরমহলে এমন এক সমঝোতা হতে যাচ্ছে বলে সূত্রটি দাবি করেছে। ২০১৬-এর বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেস এবং এআইইউডিএফের নিজেদের দখলকৃত ৩৯টি আসন ছাড়া ১৮টি আসনে এই দুই দলের সম্মিলিত ভোট শাসক দল বিজেপি থেকে বেশি ছিল। রাজ্যের ১ নম্বর আসন রাতাবাড়িতে বিজেপি পেয়েছিল ৫৩ হাজার ৯৭৫টি ভোট। আর কংগ্রেস-এআইইউডিএফের সম্মিলিত ভোট প্রাপ্তির সংখ্যা ছিল ৫৩ হাজার ৩৭৫টি। বড়খলা আসনে বিজেপি পেয়েছিল ৩৬ হাজার ৪৮২টি ভোট, কংগ্রেস ও এআইইউডিএফের সম্মিলিত ভোট ছিল ৬২ হাজার ৪৩৭টি।

অনুরূপভাবে কাটিগড়া বিধানসভা আসনে কংগ্রেস ও এআইইউডিএফ উভয় প্রার্থীর সম্মিলিত ভোটের সংখ্যা ছিল ৬৭ হাজার ৩৭৪। অন্যদিকে বিজেপি প্রার্থী ৫৯ হাজার ৭৩৬টি ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছিলেন। পাথারকান্দি বিধানসভা আসনে বিজেপি পেয়েছিল ৪৬ হাজার ৫৪৪টি ভোট। কংগ্রেস ও এআইইউডিএফ সম্মিলিতভাবে ভোট পেয়েছিল ৬৯ হাজার ৩২৪টি ভোট। উধারবন্দ আসনে বিজেপি পেয়েছিল ৫৪ হাজার ২০৪টি ভোট এবং কংগ্রেস ও এআইইউডিএফ দলের উভয় প্রার্থীর সম্মিলিত ভোট প্রাপ্তির সংখ্যা ছিল ৫৪ হাজার ৩১৩টি ভোট। সোনাই বিধানসভা আসনে বিজেপি পেয়েছিল ৪৪ হাজার ২৩৬টি ভোট। অন্যদিকে কংগ্রেস ও এআইইউডিএফ প্রার্থীর ভোট সংখ্যা ছিল ৬৮ হাজার ৪৯২টি। মঙ্গলদৈ আসনে বিজেপি প্রার্থীর পক্ষে ভোট পড়েছিল ৭৩ হাজার ৪২৩টি। অপরদিকে কংগ্রেস ও এআইইউডিএফ দুই দলের পক্ষে মোট ভোট পড়েছিল ৯৯ হাজার ৭৯৫টি। গোঁসাইগাঁও বিধানসভা আসনে বিজেপি পেয়েছিল ৪৫ হাজার ৫১৭টি ভোট। আর কংগ্রেস ও এআইইউডিএফ দলের সম্মিলিত ভোটের সংখ্যা ছিল ৭১ হাজার ৬৬৫। পূর্ব বিলাসীপাড়া বিধানসভা আসনে বিজেপি প্রার্থীর পক্ষে ভোট পড়েছিলো ৫৯ হাজার ২০৬টি। কংগ্রেস ও এআইইউডিএফ দুই দল মিলে ভোট পেয়েছিল ৯৭ হাজার ৩২৩টি। গোলকগঞ্জ বিধানসভা আসনে বিজেপির পক্ষে পড়েছিল ৭৪ হাজার ৬৪৪টি ভোট। অপরদিকে কংগ্রেস ও এআইইউডিএফ মিলে ভোট পেয়েছিল ৮৫ হাজার ৯৫টি। বরপেটা আসনে বিজেপি জোট পেয়েছিল ৬৩ হাজার ৫৬৩টি ভোট। কংগ্রেস ও এআইইউডিএফ দল সম্মিলিত ভাবে পেয়েছিল ৯৫ হাজার ৪৫০টি ভোট।

সরভোগ বিধানসভা আসনে বিজেপি পেয়েছিল ৫৬ হাজার ৫৫৪টি ভোট। কংগ্রেস ও এআইইউডিএফ উভয় দলের প্রার্থীর সম্মিলিত ভোটের সংখ্যা ছিল ৮৩ হাজার ৫১৪। বরসলা বিধানসভা আসনে বিজেপি পেয়েছিল ৫৩ হাজার ৯১৩টি ভোট। অপর দিকে কংগ্রেস ও এআইইউডিএফ দলের সম্মিলিত ভোট প্রাপ্তির সংখ্যা ছিল ৫৪ হাজার ৫১। বটদ্রবা বিধানসভা আসনে বিজেপি প্রার্থীর পক্ষে ভোট পড়েছিল ৪৬ হাজার ৩৪৩টি। অন্যদিকে কংগ্রেস ও এআইইউডিএফের সম্মিলিত ভোট প্রাপ্তির সংখ্যা ছিল ৭৩ হাজার ৪৮০। বরক্ষেত্রী বিধানসভা

বৃহস্পতিবার আগরতলায় আয়োজিত আন্তর্জাতিক হস্তকারু দিবসে উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা। ছবি-নিজস্ব।

ক্রমেই দূষণ বাড়ছে দিল্লিতে, খারাপ হচ্ছে রাজধানীর বাতাস

নয়াদিল্লি, ১৫ অক্টোবর (হি.স.): উন্নতি হওয়ার পরিবর্তে ক্রমেই খারাপ হচ্ছে রাজধানী দিল্লির বাতাস। দিল্লির দূষণ নাজেহাল করে তুলছে আমজনতাকে। বৃহস্পতিবার সকালেও ইন্ডিয়া গেট, রাজপথ, আনন্দ বিহার, আইটিও, আর কে পুরম, ওয়াজিরপুর-সর্বত্রই বায়ুদূষণের কবলে ছিল। আনন্দ বিহার, আইটিও, আর কে পুরম, ওয়াজিরপুর-সর্বত্রই এদিন সকালে এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্স ছিল ভীষণ খারাপ। বায়ুদূষণের জন্য প্রতিবেশী রাজ্যগুলিকে দুষছেন দিল্লির জনগণ। রাজপথ এলাকায় এদিন সকালে একজন প্রাতঃ ভ্রমণকারী জানান, ''প্রতিবেশী রাজ্যগুলিতে খড় পোড়ানোর জন্যই দিল্লির বাতাস দূষিত হচ্ছে, এ বিষয়ে সরকারের কিছু করা উচিত।''

দিল্লি দূষণ পর্ষদ কমিটির তথ্য অনুযায়ী, বৃহস্পতিবার সকালে আইটিও-তে এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্স ছিল ৩৬৬, আর কে পুরমে এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্স ছিল ৩০৯, আনন্দ বিহারে ৩১৩ এবং ওয়াজিরপুরে ৩৩৯। সর্বত্রই এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্স ছিল ''ভীষণ খারাপ''।

সর্বদা প্রতিটি ভারতবাসীর অনুপ্রেরণা হয়ে থাকবেন কালাম বেঙ্কাইয়া নাইডু

নয়াদিল্লি, ১৫ অক্টোবর (হি.স.): সর্বদা প্রতিটি ভারতবাসীর অনুপ্রেরণা হয়ে থাকবেন ''জনগণের রাষ্ট্রপতি'' এ পি জে আব্দুল কালাম। অত্যন্ত সরল ও জ্ঞানের ভান্ডার ছিলেন কালাম। প্রয়াত প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি, মিসাইল ম্যান এ পি জে আব্দুল কালামকে জন্মবার্ষিকীতে এভাবেই স্মরণ করলেন উপ-রাষ্ট্রপতি এম বেঙ্কাইয়া নাইডু। ১৯৩১ সালের ১৫ অক্টোবর তামিলনাড়ুর রামেশ্বরমে জন্মগ্রহণ করেছিলেন মিসাইল ম্যান। ২০০২-২০০৭ সাল পর্যন্ত দেশের একাদশতম রাষ্ট্রপতি ছিলেন তিনি। বৃহস্পতিবার জন্মবার্ষিকীতে কালামকে শ্রদ্ধা জানিয়ে টুইটারে উপ-রাষ্ট্রপতি লিখেছেন, ভারতের প্রতিরক্ষা ও মহাকাশ ক্যাপাবিলিটিকে শক্তিশালী করার জন্য অমূল্য অবদান রেখেছিলেন তিনি। কালামকে ''জনগণের রাষ্ট্রপতি'' আখ্যা দিয়ে নাইডু টুইটারে লিখেছেন, সর্বদা প্রতিটি ভারতবাসীর অনুপ্রেরণা হয়ে থাকবেন কালাম। কালামের বক্তব্য তুলে ধরে নাইডু লিখেছেন, ''স্বপ্ন, স্বপ্ন, স্বপ্ন। স্বপ্ন চিন্তায় রূপান্তরিত হয় এবং চিন্তা রূপান্তরিত হয় কর্মে। জন্মবার্ষিকীতে পিপলস প্রেসিডেন্টকে আমার শ্রদ্ধার্ঘ্য। সরলতা ও জ্ঞানের ভান্ডার ছিলেন তিনি।''

শীঘ্রই ক্যান্সার থেকে মুক্তি পেয়ে যাব সঞ্জয় দত্ত

মুম্বই, ১৫ অক্টোবর (হি.স.): ''মুন্নাভাই'' ভক্তদের জন্য সুখবর। সঞ্জয় দত্ত নিজেই জানিয়ে দিলেন, খুব শীঘ্রই মারণ রোগ ক্যান্সার থেকে মুক্তি পেয়ে যাবেন তিনি। একইসঙ্গে মুন্নাভাই এই প্রথম স্বীকার করলেন, তাঁকে ক্যান্সারের সঙ্গে লড়াই করতে হয়েছে এতদিন। গত আগস্ট মাসে সঞ্জয় দত্ত জানিয়ে ছিলেন, কিছু দিনের জন্য পেশাগত প্রতিশ্রুতি থেকে বিরতি নেবেন তিনি। তখনও জানাননি যে, তিনি ক্যান্সারের সঙ্গে লড়াই করছেন।

বুধবার রাতে একটি ইনস্টাগ্রাম ভিডিওতে সেলিব্রিটি হেয়ারস্টাইলিস্ট আলিম হাকিমের সেলুনে চুল কাটাতে দেখা যায় সঞ্জয় দত্তকে। তখন সঞ্জয়

ছয়ের পাতায় দেখুন

কমেছে করোনার প্রকোপ, ১ নভেম্বর খুলছে বাংলাদেশের জাতীয় চিড়িয়াখানা

ঢাকা, ১৫ অক্টোবর (হি.স.): করোনাভাইরাসের প্রকোপ আগের তুলনায় অনেকটাই কমেছে বাংলাদেশে। তাই আগামী ১ নভেম্বর থেকে মিরপুর জাতীয় চিড়িয়াখানা খুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বাংলাদেশ সরকার। করোনাভাইরাসের প্রকোপ ও সংক্রমণ রুখতে চলতি বছরের ২০ মার্চ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল জাতীয় চিড়িয়াখানা। জাতীয় চিড়িয়াখানা বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রক।

ধীরে ধীরে করোনার প্রকোপ কমেছে বাংলাদেশে। তাই আগামী ১ নভেম্বর থেকে মিরপুর জাতীয় চিড়িয়াখানা খুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বাংলাদেশ সরকার। বৃহস্পতিবার বেশ কিছু শর্ত নিশ্চিত করে প্রাণিসম্পদ অধিদফতরকে চিড়িয়াখানা খোলার অনুমতি দিয়েছে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রক। শর্তের মধ্যে অন্যতম হল, চিড়িয়াখানায় আসা সকলকে মাস্ক অবশ্যই পরতে হবে। স্যানিটাইজারের ব্যবস্থা থাকতে হবে।

ভারতে ৯.১২ কোটি করোনা-টেস্ট, সুস্থতা বেড়ে ৮৭.৩৬ শতাংশ

নয়াদিল্লি, ১৫ অক্টোবর (হি.স.): দ্রুততার সঙ্গে বাড়তে বাড়তে ভারতে ৯.১২ কোটির গণ্ডি ছাড়িয়ে গেল করোনা-পরীক্ষা। বৃহস্পতিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে করোনা-টেস্টের সংখ্যা ৯,১২,২৬,৩০৫-এ পৌঁছে গেল। ভারতে বিগত ২৪ ঘন্টায় ১১.৩৬ লক্ষের বেশি করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ১৩ অক্টোবর (বুধবার সারা দিনে) ভারতে ১১,৩৬,১৮৩টি করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। সবমিলিয়ে এ পর্যন্ত দেশে ৯,১২,২৬,৩০৫টি স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। কোভিড-১৯ ভাইরাসকে হারিয়ে ভারতে সুস্থতার সংখ্যা ক্রমশই বাড়ছেই। একইসঙ্গে কমছে সক্রিয় রোগীর সংখ্যাও। বৃহস্পতিবার সকালে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ভারতে মোট আক্রান্তের (৭৩,০৭,০৯৮) ৮৭.৩৬ শতাংশ করোনা-রোগী ইতিমধ্যেই সুস্থ হয়ে উঠেছেন। সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা ৮,১২,৩৯০ (১১.১২ শতাংশ)। ভারতে মৃত্যুর সংখ্যা ১,১১,২৬৬-তে পৌঁছেছে।

আবদুল কালামের জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে শ্রদ্ধার্ঘ অমিত শাহের

নয়াদিল্লি, ১৫ অক্টোবর (হি. স.): ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি এপিজে আবদুল কালামের জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে তার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। বিজ্ঞান এবং শিক্ষাক্ষেত্রে আবদুল কালামের অমর ঐতিহ্য সকলকে ক্রমাগত অনুপ্রাণিত করে চলেছে।

বৃহস্পতিবার নিজের টুইট বার্তায় অমিত শাহ লিখেছেন, ভারতরত্ন এপিজে আবদুল কালাম একজন দূরদর্শী নেতা তথা ভারতের মহাকাশ এবং ক্ষেপণাস্ত্র বিজ্ঞানের বাস্তুকার ছিলেন। তিনি চিরকাল শক্তিশালী এবং আত্মনির্ভর ভারতের নির্মাণ করতে চেয়ে ছিলেন। বিজ্ঞান এবং শিক্ষাক্ষেত্রে তার অমর ঐতিহ্য সকলকে ক্রমাগত অনুপ্রাণিত করে চলেছে।

উল্লেখ করা যেতে পারে, ১৫ অক্টোবর দক্ষিণ ভারতের রামেশ্বরমে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এপিজে আবদুল কালাম। তার জ্ঞান এবং মেধা আজও সকলকে ক্রমাগত অনুপ্রাণিত করে চলেছে। ভারতের ক্ষেপণাস্ত্র বিজ্ঞান থেকে শুরু করে প্রাচীন ভারতের বিজ্ঞান চর্চা সম্পর্কে নিজের গবেষণার মাধ্যমে এক অসাধারণ কীর্তি স্থাপন করেছিলেন তিনি। রাষ্ট্রপতি হিসেবে রাষ্ট্রপতি ভবনকে জনগণের আরো কাছাকাছি নিয়ে এসেছিলেন। রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা তাকে জনগণের রাষ্ট্রপতি হিসেবে অভিহিত করেছিলেন।

মিসাইল ম্যান আবদুল কালামকে কুর্নিশ জগত প্রকাশের

নয়াদিল্লি, ১৫ অক্টোবর (হি. স.): প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি এপিজে আবদুল কালামের জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে তার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জগত প্রকাশ নাড্ডা। নিজের দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে বিশ্বজোড়া জনগণকে তিনি অনুপ্রাণিত করে গিয়েছিলেন বলে জানিয়েছেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি।বৃহস্পতিবার নিজের টুইট বার্তায় জগত প্রকাশ নাড্ডা লিখেছেন, ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি, মিসাইল ম্যান, ভারতরত্ন ড় এপিজে আবদুল কালামের জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে তার প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা। তিনি জনগণের রাষ্ট্রপতি হিসেবে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন। বিশ্ববাসীকে নিজের দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে অনুপ্রাণিত করে গিয়েছিলেন। তিনি মানবতার জন্য ক্রমাগত কাজ করে গিয়েছিলেন। উল্লেখ করা যেতে পারে, ১৯৩১ সালের ১৫ অক্টোবর দক্ষিণ ভারতের রামেশ্বরমে জন্মগ্রহণ করেন এপিজে আবদুল কালাম।জীবনের চূড়ান্ততম খারাপ পরিস্থিতি থেকে সাফল্যের চূড়ায় পৌঁছে ছিলেন তিনি।তার জ্ঞান, মেধা এবং দর্শন আজও দেশবাসীকে অনুপ্রাণিত করে চলেছে।

জোজিলা পাসে টানেল তৈরির কাজ শুরু হল

নয়াদিল্লি, ১৫ অক্টোবর (হি. স.): পূর্ব লাদাখে চিনা আগ্রাসন রুখতে মরিয়া ভারত। সামরিক সমরসজ্জা বৃদ্ধি করার পাশাপাশি পরিকাঠামোগত উন্নয়নের দিকে নিরন্তন কাজ করে চলেছে কেন্দ্রীয় সরকার। চিন লাগোয়া সীমান্তবর্তী এলাকাগুলিতে যাতে কম সময়ের মধ্যে বিপুল পরিমাণ সেনা এবং সমস্যার মোতায়ন করা যায় সেই লক্ষ্যে সড়কপথে পরিকাঠামোগত উন্নয়ন কে বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে কেন্দ্র।

বৃহস্পতিবার এশিয়ার সবথেকে লম্বা টানেলের কাজ জম্মু-কাশ্মীরের জোজিলা পাসের কাছে শুরু হয়ে গিয়েছে। কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহনমন্ত্রী নীতিন গড়করি ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে এই কাজের শুভ সূচনা করেন। পাহাড়ি অঞ্চলে টানেল তৈরি করতে গেলে প্রথমে ডিনামাইট দিয়ে পাহাড়ে ব্লাস্ট করাতে হয়। এদিন ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে সেই ব্লাস্ট করিয়ে শুভ সূচনা করেন তিনি। এই টানেল লম্বায় ১৪. ১৫ কিলোমিটার। রণনীতিক ভাবে পাকিস্তান সীমান্তের খুব কাছেই টানেল তৈরি করা হচ্ছে। যাতে করে কম সময়ের মধ্যে বিপুল সংখ্যক সেনা সমাবেশ সীমান্তে করা যায়। সারা বছর যে কোন মৌসুমে টানেলকে ব্যবহার করা যাবে।

১৫ বেড়ে বাংলাদেশে মৃত্যু ৫,৬০৮ জনের, সংক্রমিত ৪ লক্ষ ছুঁইছুঁই

ঢাকা, ১৫ অক্টোবর (হি.স.): বাংলাদেশে আরও ১৫ জনের প্রাণ কেড়ে নিল প্রাণঘাতী করোনাভাইরাস। নতুন করে ১৫ জনের মৃত্যুর পর বাংলাদেশে করোনা-আক্রান্ত মোট ৫,৬০৮ জনের মৃত্যু হয়েছে। বাংলাদেশে বিগত ২৪ ঘন্টার মধ্যে আক্রান্ত হয়েছেন ১,৬০০ জন। সব মিলিয়ে আক্রান্তের সংখ্যা ৩,৮৪,৫৫৯-এ পৌঁছেছে। বৃহস্পতিবার বাংলাদেশের স্বাস্থ্য মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বাংলাদেশে বিগত ২৪ ঘন্টায় ১৫ জনের মৃত্যুর পর মৃতের সংখ্যা ৫,৬০৮-এ পৌঁছেছে এবং ১,৬০০ জন সংক্রমিত হওয়ার

ছয়ের পাতায় দেখুন

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।